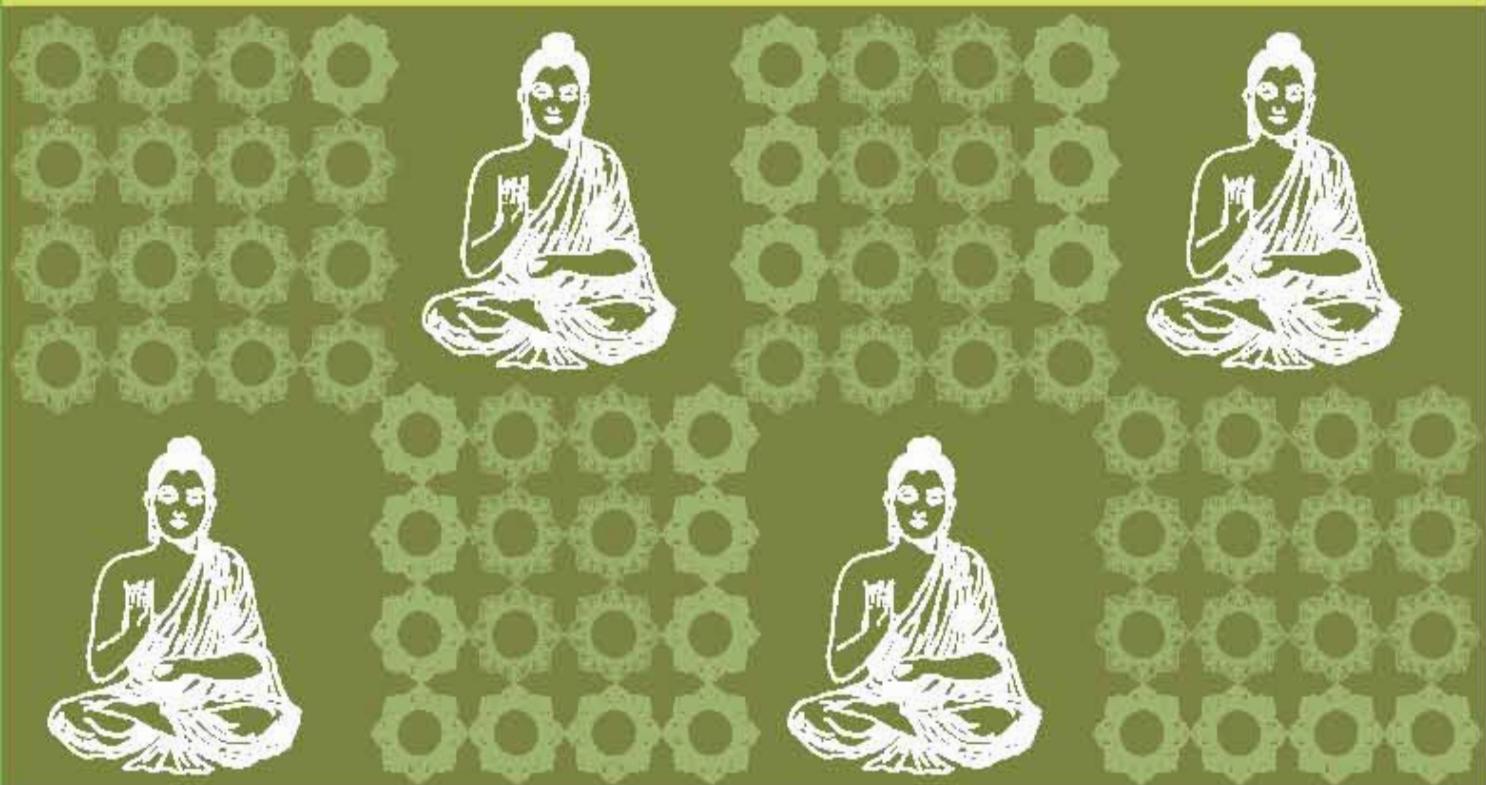


পালি

সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল দলের অর্জন: বঙ্গবাসী আন্তর্জাতিক সোস্যুক্ত কাপ

২০১৬ সালে প্রথমবারের বড়ো আয়োজিত বঙ্গবাসী অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা আন্তর্জাতিক সোস্যুক্ত কাপ ফুর্শীমেটে বাংলাদেশ, ম্যালিজিও, শান্তি, আজিবিজ্ঞান, কিম্বিজ্ঞান ও সংস্কৃত আবব আমিরাহ এবং মহিলা ফুটবলারগু অন্তর্যামী করছেন। মাল-সন্তুষ্টের প্রতিনিধি বাংলাদেশ নল মুদ্রণ খেলে কাইলালে শৈৰে থার। তবে বাংলাদেশ-শান্তি কাইলাল খেলাটি প্রাকৃতিক মূর্মোগের কারণে বাঠিলের সিকাক হচ্ছে উভয় মনুষেই বৃগুভাবে জরী বোধপা করা হব।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

পালি

সপ্তম শ্রেণি

রচনা

ড. সুমজ্জল বড়ুয়া

সম্পাদনা

বেলু রাণী বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : এপ্রিল, ১৯৯৬

পুনর্মুদ্রণ : মে, ২০০৩

পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২১

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতা-উন্নত বাংলাদেশের উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় যাতে জনগণের আশা-আকাঞ্চা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কর্মসূচির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক।

দীর্ঘ এক মুগেরও বেশি সময় ধরে এই পুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা জানি, জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমূর্খী ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারাবাহিক সংস্কার ও নবায়ন। এই বিবেচনার আলোকেই ১৯৯৪ সালে নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য ‘শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি টাক্ষফোর্স’ গঠন করা হয়। এই টাক্ষফোর্স প্রগতি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ১৯৯৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম সময়সূচি কর্মসূচির দিকনির্দেশনায় নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তক ১৯৯৬ সালে সঙ্গে সঙ্গে, অষ্টম ও দশম শ্রেণিতে প্রবর্তিত হয়।

পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে রচিত পুস্তকগুলো প্রবর্তনের পর আরও চারটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। নতুন শতকীয় চ্যালেঞ্জ আমাদের সম্মুখে। তাই সময়, দেশ ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষাপটে এই বছর (২০০০ সাল) নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক বিষয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। আগা করা যায়, সংশোধিত ও পরিমার্জিত এই নতুন সংকরণ যথাসম্ভব নির্ভুল, উত্থাসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

১৯৯৭ সালের সংশোধিত ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী সঙ্গে শ্রেণির পাণি পাঠ্যপুস্তকটি লিখিত হয়েছে। পালি ভাষা পরিত্রি ত্রিপিটকের ভাষা। বুঝের মূল উপদেশগুলো পালিভাষায় সংকলিত হয়েছে। এ পুস্তকে বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য ও শিখনকলের সার্বিক প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে অনুশীলনীতে রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে।

পালিভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান ছাড়াও পালি শব্দকোষ বাংলা অর্থসহ জ্ঞেন রাখা প্রয়োজন। সেদিক বিবেচনা করে প্রচুর শব্দার্থ ও বাক্য গঠনের নমুনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শব্দরূপ, ধাতুক্রপ, কারক প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এতে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন পালিভাষায় দক্ষতা লাভ করতে পারবে, অপরদিকে বাংলাভাষায়ও বিশেষ জ্ঞানার্জন করতে পারবে বলে আবার বিশ্বাস। বালানের ক্ষেত্রে অগুস্ত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রগতি বানানীতি।

যাঁরা এ বইটি রচনা, সংকলন, সম্পাদনা ও যৌক্তিক মূল্যায়নসহ প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দান করেছেন, তাদের জ্ঞানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য বইটি প্রগতি হলো তারা যদি উপকৃত হয়, তবেই আমাদের সম্মুদ্দেশ প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর নারামগ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সুচিপত্র ক. গদ্য

	পৃষ্ঠা
অধ্যায়	
প্রথম অধ্যায়	বিষয়বস্তু
	মহাবগ্নি
	- যসস্স পবজ্ঞা
	- ভদ্রবগ্নিয় সহায়কানং বুথু
দ্বিতীয় অধ্যায়	জাতকমালা
	- বটক জাতক
	- সম্মোদমাল জাতক
	- নক্খন্ত জাতক
	- সঙ্গীব জাতক
	- সুনখ জাতক
	- উলুক জাতক
তৃতীয় অধ্যায়	ধ্যাপদটুঠকথা
	- দেবদত্তস্স বুথু (১)
	- সুমনাদেবীয়া বুথু
চতুর্থ অধ্যায়	খ. পদ্য
	খুদক পাঠ
	- করণীয় মেন্ত সুন্ত
	- লোকনীতি
	- সুজনকাড়
পঞ্চম অধ্যায়	ধ্যাপদ
	- পুংফ বগ্নি
	- বাল বগ্নি
ষষ্ঠ অধ্যায়	চরিয়া পিটক
	- সিবিরাজ চরিয়ৎ
	- ধ্য দেবদুতো চরিয়ৎ
	- ধের গাথা
	- মালুভ্যপুতো থেরো
	- সোপাকো থেরো
	- ধেরী গাথা
	- নন্দা ধেরী
	- সুভা ধেরী
সপ্তম অধ্যায়	সঙ্গি
	- লিঙ
	- বিশেষণের তারতম্য
অষ্টম অধ্যায়	শব্দরূপ ও ধাতুরূপ
	- শব্দরূপ
	- আখ্যাতিক বিভক্তি
	- ধাতুরূপ
নবম অধ্যায়	অসমাপিকা ক্রিয়া
	- কারক
	- বিভক্তিভেদ
দশম অধ্যায়	অনুবাদ
	- বাংলা থেকে পালি বাক্যের অনুবাদ
	- পালি থেকে বাংলা অনুবাদ

କ. ଗନ୍ଧ

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

ମହାବଗୁଗ

ସମ୍ବନ୍ଦ ପରିଚୟ

ତେଣ ଖୋ ପନ ସମୟେନ ବାରାଗସିଯଂ ସିମୋ ନାମ କୁଳପୁତ୍ରୋ ସେଟ୍ଟିପୁତ୍ରୋ ସୁଖୁମାଲୋ ହେତି, ତସ୍ବ ତଥୋ ପାଶାଦୋ ହେତି, ଏକୋ ହେମଞ୍ଜିକୋ, ଏକୋ ଶିଶୁହିକୋ, ଏକୋ । ସୋ ବଚିକେ ପାଶାଦେ ଚନ୍ଦାରୋ ମାସେ ନିଷ୍ପରିସେହି ତୁରିଯେହି ପରିଚାରଯମାନୋ ନ ହେଟ୍ଠା ପାଶାଦଂ ଓରୋହତି । ଅଥ ଖୋ ସମ୍ବନ୍ଦ କୁଳପୁତ୍ରସ୍ବ ପରିଷାହି କାମଗୁଣେହି ସମ୍ପିତସ୍ବ ସମଜା - ଭୂତସ୍ବ ପରିଚାରଯମାନ୍ସ୍ବ ପଟିଗଚେବ ନିନ୍ଦା ଓରୁମି, ପରିଜନସ୍ବପି ପଛା ନିନ୍ଦା ଓରୁମି । ସକରାତିଯୋ ଚ ତେଲପଦୀପୋ ବାଯତି । ଅଥ ଖୋ ସିମୋ କୁଳପୁତ୍ରୋ ପଟିଗଚେବ ପବୁଜ୍ବିହୃତା ଅନ୍ଦସ ସକଂ ପରିଜନଂ ସୁପନ୍ତଂ, ଅଗ୍ରଗ୍ରିଙ୍ଗସା କର୍ତ୍ତେ ବୀଗଂ, ଅଗ୍ରଗ୍ରିଙ୍ଗସା କର୍ତ୍ତେ ମୁଦିଜାଂ, ଅଗ୍ରଗ୍ରିଙ୍ଗସା ଉରେ ଆଲମ୍ବରଂ, ଅଗ୍ରଗ୍ରଂ ବିକେସିକଂ, ଅଗ୍ରଗ୍ରଂ ବିଖେଲିକଂ, ଅଗ୍ରଗ୍ରା ବିଶ୍ଵଲାପନ୍ତିଯୋ, ହଥ୍ପନ୍ତଂ ସୁନାନଂ ମଞ୍ଚରେ ଦ୍ଵିଜାନ୍ସ ଆଦୀନବୋ ପାତୁରହେସି, ନିରିଦାୟ ଚିନ୍ତଂ ସଞ୍ଚାସି । ଅଥ ଖୋ ସିମୋ କୁଳପୁତ୍ରୋ ଉଦାନଂ ଉଦାନେସି: “ଉପଦ୍ରତଂ ବତ ଭୋ! ଉପସ୍ତଟଂ ବତ ଭୋ’ତି” ।

ଅଥ ଖୋ ସିମୋ କୁଳପୁତ୍ରୋ ସୁବନ୍ଧପାଦୁକାଯୋ ଆରୋହିତା ଯେନ ନିବେସନଦୀରଂ ତେନୁପସଞ୍ଜକମି । ଅଭନ୍ନସା ଦ୍ଵାରଂ ବିବରିଂସୁ, ମା ସମ୍ବନ୍ଦ କୁଳପୁତ୍ରସ୍ବ କୋଚି ଅନ୍ତରାୟମକାନ୍ତି ଆଗାରସା ଅନାଗାରିଯଂ ପରବଜ୍ଜାୟାତି । ଅଥ ଖୋ ସିମୋ କୁଳପୁତ୍ରୋ ଯେନ ନଗରଦୀରଂ ତେନୁପସଞ୍ଜକମି । ଅଥ ଖୋ ସିମୋ କୁଳପୁତ୍ରୋ ଯେନ ଇସିପତନଂ ମିଗଦାୟୋ ତେନୁପସଞ୍ଜକମି । ତେଣ ଖୋ ପନ ସମୟେନ ଭଗବା ରତ୍ନିଧା ପଞ୍ଚସମ୍ବନ୍ଦ ପଞ୍ଚଟୀଯ ଅଜ୍ଞୋକାନେ ଚଞ୍ଚମିତି । ଅନ୍ଦସା ଖୋ ଭଗବା ସଂ କୁଳପୁତ୍ରଂ ଦୂରତୋବ ଆଗଛନ୍ତଂ, ଦିଜାନ ଚଞ୍ଚମା ଓରୋହିତା ପଞ୍ଚତେ ଆସନେ ନିସୀଦି । ଅଥ ଖୋ ସିମୋ କୁଳପୁତ୍ରୋ ଭଗବତୋ ଅବିଦୂରେ ଉଦାନଂ ଉଦାନେସି: “ଉପଦ୍ରତଂ ବତ ଭୋ! ଉପସ୍ତଟଂ ବତ ଭୋ’ତି” ।

ଅଥ ଖୋ ଭଗବା ସଂ କୁଳପୁତ୍ରଂ ଏତଦବୋଚ: “ଇଦଂ ଖୋ ସି ଅନୁପଦ୍ରତଂ ଇଦଂ ଅନୁପସ୍ତଟଂ, ଏହି ସି ନିସୀଦ, ଧର୍ମଂ ତେ ଦେସିସମାମୀ”ତି । ଅଥ ଖୋ ସିମୋ କୁଳପୁତ୍ରୋ ଇଦଂ କିର ଅନୁପଦ୍ରତଂ ଅନୁପସ୍ତଟଂ ହଟ୍ଟେ ଉଦାଶ୍ରୋ ସୁବନ୍ଧପାଦୁକାହି ଓରୋହିତା ଯେନ ଭଗବା ତେନୁପସଞ୍ଜକମି, ଉପସଞ୍ଜମିତା ଭଗବନ୍ତଂ ଅଭିବାଦେତା ଏକମନ୍ତଂ ନିସୀଦି । ଏକମନ୍ତଂ ନିସିନ୍ନସ୍ବ ଖୋ ସମ୍ବନ୍ଦ କୁଳପୁତ୍ରସ୍ବ ଭଗବା ଅନୁପୁରିକଥଂ କଥେସି: ସେୟଥୀଦଂ, ଦାନକଥଂ, ସୀଳକଥଂ ସଙ୍କରକଥଂ କାମାନଂ ଆଦୀନବଂ ଓକାରଂ ସଞ୍ଜିଲେସଂ ନେକଥମ୍ୟେ ଆନିସଂସଂ ପକାସେସି । ସଦା ଭଗବା ଅଗ୍ରଗ୍ରାସି ସଂ କୁଳପୁତ୍ରଂ କଳାଚିନ୍ତଂ ମୁଦୁଚିନ୍ତଂ ବିଲୀବରଣ ଚିନ୍ତଂ ଉଦଗ୍ଗଚିନ୍ତଂ ପସନ୍ନଚିନ୍ତଂ, ଅଥ ଯା ବୁଦ୍ଧାନଂ ସାମୁର୍ଦ୍ଧିନିକା ଧର୍ମଦେଶନ ତଂ ପକାସେସି : ଦୁକ୍ଖଂ ସମୁଦ୍ରଯଂ ନିରୋଧଂ ମଗ୍ନଂ । ସେୟଥାପି ନାମ ସୁଦ୍ଧଂ ବନ୍ଧଂ ଅପଗତକାଳକଂ ସମ୍ବଦେବ ରଜନଂ ପତିଗଣହେଯ ଏବମେବ ସମ୍ବନ୍ଦ କୁଳପୁତ୍ରସ୍ବ ତନ୍ମିଂ ଯେବ ଆସନେ ବିରାଜଂ ବୀତମଳଂ ଧର୍ମଚକ୍ରଂ ଉଦପାଦି; ‘ସଂ କିଷିଷ ସମୁଦ୍ରଯଧମଂ ସକବଂ ତଂ ନିରୋଧମ’ ତି ।

ଅଥ ଖୋ ସମ୍ବନ୍ଦ କୁଳପୁତ୍ରସ୍ବ ମାତା ପାଶାଦଂ ଅଭିରୁହିତା ସଂ କୁଳପୁତ୍ରଂ ଅପସ୍ତଟି ଯେନ ସେଟ୍ଟି ଗହପତି ତେନୁପସଞ୍ଜକମି, ଉପସଞ୍ଜମିତା ସେଟ୍ଟିଂ ଗହପତିଂ ଏତଦବୋଚ ; ‘ପୁତ୍ରୋ ତେ ଗହପତି ସିମୋ ନ ଦିନ୍ସତୀ’ ତି ।

অথ খো সেট্টী গহপতি চতুর্দিশ অসমদৃতে উয়োজেত্তা সামগ্রের যেন ইসিপতনং যিগদায়ো তেলুপসজ্জন্মি। অদসা খো সেট্টী-গহপতি সুবণ্ঘপাদুকানং নিকখেপং, দিঘান তগ্রেণেব অনুগমা। অদসা খো ভগবা সেট্টীং গহপতিং দূরতোব আগচ্ছতং, দিঘাম ভগবতো এতদহোসি : ‘যনুনাহং তথারূপং ইন্দ্রাভিসজ্ঞারং অভিসজ্ঞারেয়ং যথা সেট্টী গহপতি ইধ নিসিন্নো ইধ নিসিন্নং যসং কুলপুত্রং ম পস্সেয়া’ তি। অথ খো ভগবা তথারূপং ইন্দ্রাভিসজ্ঞারং অভিসজ্ঞারেসি।

অথ খো সেট্টী গহপতি যেন ভগবা তেলুপসজ্জন্মি, উপসজ্জন্মিত্বা ভগবত্তং এতদবোচ : “অপি ভন্তে ভগবা যসং কুলপুত্রং পস্সেয়া”তি?

‘তেনহি গহপতি নিসীদ অশ্পেবনাম ত্থং ইধ নিসিন্নং যসং কুলপুত্রং পস্সেয়াসী’ তি। অথ খো সেট্টী গহপতি ইধেব কিরহিং নিসিন্নো যসং কুলপুত্রং পস্সিস্সামী’তি হট্টো উদঝো ভগবত্তং অভিবাদেত্তা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নস্স খো সেট্টিস্স গহপতিস্স ভগবা অনুপুরিবকথং কথেসি—পে—অপরশ্পচত্যো সখুসাসনে ভগবত্তং এতদবোচ : “অভিক্ষন্তং ভন্তে ! সেয়থাপি ভন্তে ! নিকুজিতং বা উকুজেয়, পটিচন্দ্ৰং বা বিবরেয়, মূলহস্স বা মগ্গং আচিক্ষেয়, অক্ষকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয়, চক্ষুমন্তো রূপানি দক্ষত্তী”তি। এবমেবং ভগবতা অনেকগিরিয়ায়েন ধন্মো পকাসিতো। ‘এসাহং ভন্তে ভগবত্তং সরণং গচ্ছামি ধৰ্মাধ ডিক্ষুসজ্জন্ম, উপাসকং মং ভগবা ধারেতু, অজ্ঞতঝো পাণুপেতং সরণং গত’ তি।

সো চ লোকে পঠমং উপাসকো আহোসি তেবাচিকো।

অথ খো যসস্স কুলপুত্রস্স পিতুনো ধন্মো দেসিয়মানে যথাদিট্টং যথাবিদিতিং ভূমিং পচ্চবেক্খন্তস্স অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুচি। অথ খো ভগবতো এতদহোসি : “যসস্স খো কুলপুত্রস্স পিতুনো ধন্মো দেসিয়মানে যথাদিট্টং যথাবিদিতং ভূমিং পচ্চবেক্খন্তস্স অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং; অভবো খো যসো কুলপুত্রো হীনায়াবত্তিত্তা কামে পরিভুজিতুং, যেয়থাপি পুবেব আগারিকভূতো যনুনাহং তং ইন্দ্রাভিসজ্ঞারং পটিপ্সসম্মেয়”তি। অথ খো ভগবা তং ইন্দ্রাভিসজ্ঞারং পটিপ্সসম্মেতি। অদসা খো সেট্টী গহপতি যসং কুলপুত্রং নিসিন্নং দিঘান যসং কুলপুত্রং এতদবোচ : “মাতা তে তাত যস, পরিদেব — সোকসমাপন্না, দেহি আকৃষ্য জীবিত”তি। অথ খো যসো কুলপুত্রো ভগবত্তং উলেগকেসি। অথ খো ভগবা সেট্টীং গহপতিং এতদবোচ : “তং কিং মণ্ডেনি গহপতি যসস্স কুলপুত্রস্স সেখেন এগাগেন সেখেন দস্সনেন ধন্মো দিট্টো সেহৃষ্টাপি তথা। তস্স যথাদিট্টং যথাবিদিতং ভূমিং পচ্চবেক্খন্তস্স অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং; ভবো নু খো যসো গহপতি হীনায়াবত্তিত্তা কায়ে পরিভুজিতুং সেয়থাপি পুবেব আগারিকভূতো”তি? ‘নোহেতুং ভন্তে’তি।

“যসস্স খো গহপতি কুলপুত্রস্স সেখেন এগাগেন সেখেন দস্সনেন ধন্মো দিট্টো সেয়থাপি তথা। তস্স যথাদিট্টং যথাবিদিতং ভূমিং পচ্চবেক্খন্তস্স অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং, অভবো খো গহপতি যসো কুলপুত্রো হীনায়াবত্তিত্তা কামে পরিভুজিতুং সেয়থাপি পুবেব আগারিকভূতো”তি।

‘লাভা ভন্তে যসস্স কুলপুত্রস্স, সুলক্ষ্মং ভন্তে যসস্স কুলপুত্রস্স, যথা যসস্স কুলপুত্রস্স অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং। অধিবাসেতু মে ভন্তে ভগবা অজ্ঞতনায় ভন্তং যসেন কুলপুত্রেন পচ্ছাসমগ্নেন’ তি। অধিবাসেসি ভগবা তুণ্ডীভাবেন।

ଅଥ ଖୋ ସେଟ୍‌ଟୀ ଗହପତି ଭଗବତୋ ଅଧିବାସନଂ ବିଦିତ୍ତା ଉତ୍ତାୟାସନା ଭଗବନ୍ତ ଅଭିବାଦେତ୍ତା ପଦକ୍ଷିପଂ କଢ଼ା ପକ୍ଷମି । ଅଥ ଖୋ ଯମୋ କୁଳପୁତ୍ରୋ ଅଚିରପକ୍ଷତେ ସେଟ୍‌ଟିମ୍ଭି ଗହପତିମ୍ଭି ଭଗବନ୍ତ ଏତଦବୋଚ : ‘ଲଭେୟାହଂ ଭନ୍ତେ ଭଗବତୋ ସନ୍ତିକେ ପବଜ୍ଞଂ, ଲଭେୟଂ ଉପସମ୍ପଦା’ ତି ।

‘ଏହି ଭିକ୍ଷୁ’ତି ଭଗବା ଅବୋଚ, ସାକ୍ଷାତୋ ଧମ୍ମୋ, ଚର ବ୍ରକ୍ଷଚରିୟଂ ସମ୍ମା ଦୁକ୍ଖସ୍ମୁ ଅନ୍ତକିରିୟାୟା’ ତି!

ସା ବ ତ୍ସନ୍ ଆସ୍ମାତୋ ଉପସମ୍ପଦା ଅହୋସି । ତେନ ଖୋ ପମ ସମୟେନ ଦନ୍ତ ଲୋକେ ଅରହଣ୍ଠୋ ହୋଣ୍ଟି ।

ଶବ୍ଦାର୍ଥ

ସେଟ୍‌ଟିପୁତ୍ରୋ – ଶ୍ରେଷ୍ଠୀପୁତ୍ର; ସୁଖୁମାଳୋ – ସୁକୁମାର, ଶ୍ରୀଦର୍ମି ଯୁବକ; ତ୍ୟୋ ପାସାନା – ତିନଟି ପ୍ରାସାଦ; ଗିମ୍ହିକୋ – ଶ୍ରୀଶ୍ଵର ଉପୋହୀ; ତୁରିଯେହି – ନର୍ତ୍ତକୀ ଦ୍ୱାରା; ପରିଚାର୍ୟମାଳୋ – ପରିସେବିତ ହୟେ; ନ ଓରୋହତି – ଅବତରଣ କରଲେନ ନା; ସମ୍ପିତତ୍ସନ୍ – ସମର୍ପିତ; ସମଜ୍ଞିଭୃତ୍ସନ୍ – ଏକାଗ୍ରତାର ସାଥେ, ତନ୍ୟ ହୟେ; ପଟିଗଛେବ – ସକଳେର ଆଗେ; ନିଦା ଓର୍କମି – ନିଦ୍ରା ଯେତ; ପରିଜନ୍ସମ୍ପି – ପରିଜନଙ୍କ, ଲୋକଜନଙ୍କ; ପାଛା – ଫେଛନେ; ତେଲପଦୀପୋ ଝାୟତି – ତେଲ ପ୍ରଦୀପ ଜୁଲାଛିଲ; ଅଥ ଖୋ – ଅତ୍ୟପର; ପବୁଜ୍ଞିଭୃତ୍ତା – ଜେଗେ ଓଟେ; ଅନ୍ଦସ – ଦେଖିଲ; ସକଂ – ନିଜେର; ସୁପନ୍ତ – ଶୁଯେ ଥାକିତେ; ଅଞ୍ଚାଙ୍ଗସା କଛେ – କାରୋ କାଂଦେ; ମୁଦିଜ୍ଞଂ – ମୃଦଜା; ଉରେ – ବକ୍ଷେ; ଆଲ୍ମରଂ – ବାଦ୍ୟଯତ୍ର ବିଶେଷ; ବିକେସିକଂ – ଏଲୋମେଲୋ କେଶ; ବିକେଲିକଂ – ଲାଲା ନିଃସୃତ; ବିପଲପତ୍ରିଯେ – ପ୍ରଳାପ ବକଛେ ଏମନ; ସୁମାନ୍ – ଶ୍ରାବନ; ଆଦୀନବ – କ୍ଷତିକର, କୁଫଳ; ପାତୁରହୋସି – ମନେ ହଲ; ଉପଦ୍ରୁତଂ – ଉପଦ୍ରବ; ଶୁବ୍ରଗ୍ନପାଦୁକା – ଶର୍ଣ୍ଣପାଦୁକା; ଆରୋହିତ୍ତା – ଆରୋହଣ କରେ; ନିବେସନଧାରଂ – ଗୃହସ୍ଵାର; ବିବରିଂସ୍ତୁ – ଉନ୍ତୁକ୍ତ କରଲେନ; ଅନ୍ତରାୟମକାସି – ଅନ୍ତରାୟ ଘଟାତେ ପାରେ; ଉପସୁସ୍ଟଟ୍ଟଂ – ଉତ୍ପାତ; ପଚୁସମୟଂ – ଡୋରେ; ପଚୁଟ୍ଟାଯ – ଶୟାତ୍ୟାଗ କରେ; ଅଜ୍ବୋକାସେ – ଉନ୍ତୁକ୍ତ ସ୍ଥାନେ; ଚଞ୍ଚମତି – ଚଞ୍ଚମଣ କରଛିଲେନ; ପାଯଚାରି କରଛିଲେନ; ପଞ୍ଚାଙ୍ଗଭେଦାତା – ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନେ; ନିସୀଦି – ଉପବେଶନ କରଲେନ; ଏକମନ୍ତ – ଏକପାଶେ; ଆନୁପୂର୍ବିକଥଂ – ଆନୁପୂର୍ବିକ ଧର୍ମକଥା; ସୈଯଥୀଦଂ – ଯଥା, ଯେମନ; ଓକାରଂ – ଆବର୍ଜନା, ଜଞ୍ଜାଳ; ସତ୍କିଲେସଂ – ସଂକ୍ରତ୍ରେଶ, ମାଲିନ୍ୟ; ଆନିସଂସଂ – ସୁଫଳ; ଉଦଗତାଚିତ୍ତ – ଉଲ୍ଲୁସିତଚିତ୍ତ; କଳାଚିତ୍ତଂ – ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚିତ୍ତ, ଅଭାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି; ସାମୁକ୍ତଂସିକା – ସମୁକ୍ତଂସ୍ଟ, ସବଚୟେ ଉତ୍କଳ୍ପନ; ଅପଗତକାଳକଂ – କାଳିମାରହିତ; ରଜନଂ – ରଂ; ଉଦପାଦି – ଉତ୍ପନ୍ନ ହଲ; ଅଭିରୂହିତ୍ତା – ଆରୋହଣ କରେ; ଅସ୍ମଦୃତେ ଉତ୍ୟୋଜେତ୍ତା – ଅଶ୍ଵାରୋହୀ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରେ; ତେଣେବେଳେ ଅନୁଗମା – ତାର ଅନୁଗମନ କରଲେନ; ହଟ୍ଟୋ – ହକ୍ତ; ତଥାରୂପଂ – ସେନପ; ଅନ୍ତିମାର୍ଯ୍ୟାଂ – ପ୍ରଦର୍ଶନ କରା ଉଚିତ ।

ଅଶ୍ଵେବନାମ – ଅଞ୍ଚକଣେର ମଧ୍ୟେ; ଅପରମପତ୍ରଯୋ – ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟାୟ, ବିଶ୍ୱାସ; ଅଭିକ୍ଷନ୍ତ – ସୁନ୍ଦର, ମନୋହର; ନିକୁଞ୍ଜିତଂ – ଉତ୍ତୋକେ; ଉକ୍ତଜୟ – ସୋଜା କରା ଉଚିତ; ପଚିଜ୍ଞଳଂ – ଆଜ୍ଞାଦିତ, ଆୟୁତ; ଆଚିକ୍ଷେଯ – ଜ୍ଞାତ କରା ଉଚିତ; ଚକ୍ରମଞ୍ଜେ – ଚକ୍ରୁଧାନ; ଅନେକ ପରିଷାବେଳେ – ବହ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ, ଅନେକ ଉପାୟେ; ଅଜ୍ଞତମେ – ଆଜ ଥେକେ; ପାଗୁପେତୁଂ – ଆମରଣ; ତିବାଚିକୋ ଉପାସକୋ – ତ୍ରିବାଚିକ ଉପାସକ; ପଚବେକ୍ଷଣ୍ଟତ୍ସନ୍ – ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାର ସମୟ; ଅନୁପାଦୟ ଆସବେହି – ଆସନ୍ତି କରେ; ଅଭବୋ – ଅକ୍ଷମ, ଅସମ୍ଭବ; ହୀନାୟାବନ୍ତିତ୍ତା – ହୀନମ୍ବତରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୟେ; ପାତିପ୍ରମ୍ବମେତ୍ତି – ସଥଗିତ କରଲେନ ।

ଶୋକମାପନ୍ନା – ଶୋକାକୁଳ ହୟେ; ଭଗବନ୍ତ ଉଲେଖାକେସି – ଭଗବାନେର ମୁଖପାନେ ଚାଇଲେନ; ସେଥିମ ଏଣେଣ – ଶୈଖେର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ; ନୋହିତଂ – ତା ଆର ନେଇ; ପୁରେ ଆଗାରିକ-ଭୂତୋ – ପୂର୍ବେର ନ୍ୟାୟ ଆଗାରତକ୍ତ; ଅଧିବାସେସି – ସମ୍ମତ ହଲେନ; ତୁଳନୀତାବେଳେ – ମୌନଭାବେ; ଉତ୍ତାୟାସନା – ଆସନ ଥେକେ ଉଠେ; ପକ୍ଷମି – ପ୍ରମ୍ଥାନ କରଲେନ; ଅଚିରପକ୍ଷତେ – ଅନତିବିଲ୍ଲେଷ; ଅନ୍ତକିରିୟା – ଅନ୍ତସାଧନ ।

মর্মার্থ

বারাণসীর উচ্চকুলজাত শ্রষ্টীপুত্র যশ। তাঁর তিনি ঝাতুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ ছিল। যথা - হেমত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তিনি বর্ষার উপযোগী প্রাসাদে চারমাস নর্তকী পরিসেবিত হয়ে থাকতেন। কখনও প্রাসাদ থেকে নিচে নামতেন না। একদিন রাতে পঞ্চ কামগুণে রত হয়ে সকলের আগে নিন্দা গেলেন। সারারাত তৈল প্রদীপ জুলছিল। তিনি ঘূম ভাঙলে দেখলেন, নর্তকীরা কেউ এলোমেলো কেশে ঘুমোছে, কারও মুখ থেকে লালা বের হচ্ছে; আবার কেউ প্রলাপ বকচে। তাঁর নিকট সেই দৃশ্য শুশান মনে হল। তিনি উৎকর্ষিত হয়ে বললেন : এ যে বড় উপদ্রব, বড় উৎপাত!

তিনি কালবিলম্ব না করে গৃহস্থারে নেমে এলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের যাতে অন্তরায় না হয় সেজন্য দেবতারা তাঁকে দরজা খুলে দিলেন। তিনি প্রাসাদ থেকে বের হয়ে পায়ে হেঁটে ঝৰিপতন মৃগদাবে উপস্থিত হলেন। তখন বৃন্দ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যকে তাঁর নবধর্মে দীক্ষা দিয়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন। ভগবান চতুর্মণ করার সময় যশকে তাঁর দিকে আসতে দেখলেন। তিনি নির্দিষ্ট আসনে বসে যশকে বললেন : যশ, এখানে বস। এ স্থান উপদ্রবরহিত ও উৎপাতশূন্য। অতঃপর বৃন্দ তাঁকে দান, শীল, ভাবনা, চতুর্য সত্য এবং নৈস্ত্রম্যের সুফল সম্পর্কে ধর্মদেশনা করলেন। যশের ধর্মচক্র উৎপন্ন হল।

এদিকে যশের মাতা তাকে প্রাসাদে দেখতে না পেয়ে স্বামীকে এ কথা নিবেদন করলেন। যশের পিতা তাঁকে খোঁজ করার জন্য চারদিকে অশ্বারোহী দৃত পাঠালেন। তিনি নিজে ঝৰিপতন মৃগদাবে গেলেন। সেখানে যশের স্বর্ণপাদুকার চিহ্ন দেখে তারই অনুগমন করলেন। ভগবান শ্রষ্টীকে আসতে দেখে এমন ঝন্ডি প্রদর্শন করলেন যাতে যশকে দেখতে না পায়। তিনি বৃন্দকে বন্দনা করে একপাশে বসে তাঁর পুত্র কোথায় জিজ্ঞেস করলেন। অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণের মত বৃন্দ শ্রষ্টীকে প্রথমে ধর্মোপদেশ দ্বারা মুক্ত করলেন। যশের পিতা ত্রিবত্তের শরণাগত হলেন। তখন থেকে শ্রষ্টী ‘ত্রিবাচিক উপাসক’ নামে খ্যাতি লাভ করলেন। কারণ, সংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনিই সর্বপ্রথম ত্রিবত্তের শরণ গ্রহণ করেছিলেন। পিতাকে ধর্মদেশনা করার সময় যশ জ্ঞানভূমি পর্যবেক্ষণ করে সমস্ত আসব থেকে মুক্ত হলেন। তখন বৃন্দ ঝন্ডিমায়া স্থগিত করলে গৃহপতি যশকে দেখতে পেলেন। তিনি পুত্রের অদর্শনে মায়ের শোকাকুল বিলাপের কথা উল্লেখ করে যশকে গৃহে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু যশ তখন বিমুক্ত পুরুষ - অর্হৎ। তিনি সমস্ত দুঃখের অন্তসাধন করেছেন। পুনরায় গৃহে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

অবশেষে শ্রষ্টী বৃন্দপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে তাঁর গৃহে পিতৃ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। ভগবান যশকে ‘এস ভিক্ষু’ বলে আহবান করলে তিনি ঝন্ডিময় চীবর লাভ করে ভিক্ষুত্বে পরিণত হলেন। তখন পর্যন্ত জগতে মাত্র সাত জন অর্হৎ হয়েছিলেন।

টীকা

প্রব্রজ্যা

সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা নেওয়ার নামই প্রব্রজ্যা। এর দ্বারা পাপমল খোত করে নিজেকে পবিত্র করা যায়। সংসার আবর্ত থেকে নিষ্কৃতি লাভের এটাই উৎকৃষ্ট পথ। সংসার ঝঁঝাটপূর্ণ; প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশের সাথে তুলনীয়। অনাগারিক জীবন গঠনের এটাই উত্তম পথ। সন্মাট অশোক বৌদ্ধধর্মের উন্নতিকর্ত্ত্বে তাঁর জীবন উৎসর্গ করে শ্রেষ্ঠ দায়কের মর্যাদা পেয়েছিলেন। তিনি পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে উৎসাহিত করে সম্বর্মের উত্তোধিকার লাভ করেন। বৌদ্ধদের নিকট প্রব্রজ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজ পুত্রকে প্রব্রজ্যা দেওয়া মাতাপিতার একান্ত কর্তব্য।

ভদ্রবঞ্চিয সহায়কানৎ বথু

অথ খো ভগবা বস্সং বুঝো ভিক্খু আমন্তেসি : “ময়হং খো ভিক্খবে, যোনিসো মনসিকারা যোনিসো সম্মল্পধানা অনুত্তরা বিমুত্তি অনুপ্ততা, অনুত্তরা বিমুত্তি সচ্ছিকতা, তুমহেপি ভিক্খবে যোনিসো মনসিকারা যোনিসো সম্মপধানা অনুত্তরং বিমুত্তিং অনুপাপুণাথ, অনুত্তরং বিমুত্তিং সচ্ছিকরোথা”তি।

অথ খো মারো পাপিমা যেন ভগবা তেনুপসজ্জমি, উপসজ্জমিত্তা ভগবন্তং গাথায অজ্ঞতামি :

“বন্ধোসি মারপাসেহি যে দিববা যে চ মানুসা,
মারবন্ধনবন্ধোসি ন মে সমণ মোক্ষসী”তি।

“মুত্তোহং মারপাসেহি যে দিববা যে চ মানুসা,
মারবন্ধনমুত্তোম্হি নিহতো তৃমসি অন্তকা”তি।

অথ খো মারো পাপিমা জানাতি মং ভগবা, জানাতি মং সুগতো’তি দুক্ষী দুম্ভনো তথোবন্তরধায়।

অথ খো ভগবা বারাণসিযং যথাভিরতং বিহারিত্তা যেন উরুবেলা তেন চারিকং পঞ্চামি। অথ খো ভগবা মগ্গা ওক্তম্য যেন অঞ্চল্যতরো বনসডো তেনুপসজ্জমি, উপসজ্জমিত্তা তৎ বনসডং অজ্ঞোগাহেত্তা অঞ্চল্যতরস্মিং রূক্ষমূলে নিসীদি। তেন খো পন সময়েন তিংসমতা ভদ্রবঞ্চিয সহায়কা সপজাপতিকা তস্মিং বনসডে পরিচারেন্তি, একস্স পজাপতি নাহোসি। তস্সখায় বেসী আনীতা অহোসি। অথ খো সা বেসী তেসু পমতেসু পরিচারেন্তেসু ভদ্রং আদায পলাযিথ। অথ খো তে সহায়কা সহায়কস্স বেয্যাবচ্ছং করোন্তা তৎ ইথিং গবেসন্তা তৎ বনসডং আহিডন্তা অদ্বসু ভগবন্তং অঞ্চল্যতরস্মিং রূক্ষমূলে নিসিন্নং, দিষ্ঠান যেন ভগবা তেনুপসজ্জমিংসু, উপসজ্জমিত্তা ভগবন্তং এতদরোচুং : অপি ভন্তে, ভগবা ইথিং পস্সেয়া’তি?

কিঞ্চন বো কুমারা ইথিয়া’তি?

‘ইথ মযং ভন্তে তিংসমতা ভদ্রবঞ্চিয সহায়কা সপজাপতিকা ইমস্মিং বনসডে পরিচারযিম্বা, একস্স পজাপতি নাহোসি, তস্সখায় বেসী আনীতা অহোসি, অথ খো সা ভন্তে, বেসী অমহেসু পমতেসু পরিচারেন্তেসু ভদ্রং আদায পলাযিথ। তেন মযং ভন্তে, সহায়কা সহায়কস্স বেয্যাবচ্ছং করোন্তা তৎ ইথিং গবেসন্তা ইং বনসডং আহিডন্তা’তি।

‘তৎ কিং মঞ্চেরথ বো কুমারা, কতমং নু খো তুম্হাকং বরং যং বা তুমহে ইথিং গবেসেয়াথ, যং বা অন্তানৎ গবেসেয়াথা’তি।

‘এতদেব ভন্তে অম্হাকং বরং যং মযং অন্তানৎ গবেসেয়ামা’তি।

‘তেন হি বো কুমারা, নিসীদথ ধসং বো দেসিস্সামী’তি।

এবং ভন্তে’তি খো তে ভদ্রবঞ্চিয সহায়কা ভগবন্তং অভিবাদেত্তা একমন্তং নিসীদিংসু। তেসং ভগবা আনুপুরিকথং কথেসি: সেয়াথীদং – দানকথং, সীলকথং, সগ্গকথং কামানৎ আদীনবং, ওকারং, সজ্জলেসং, নেক্খম্যে আনিসংসং পকাসেসি। যদা তে ভগবা অঞ্চল্যাসি কল্পচিত্তে মুদুচিত্তে বিনীবরণ চিত্তে উদগ্রাচিত্তে পসন্নচিত্তে, অথ যা বৃদ্ধানৎ সামুক্ষিকা ধমদেসনা তৎ পকাসেসি : ‘দুক্খং সমুদযং নিরোধং মগ্গং’। সেয়াথাপি নাম, সুদ্ধং বথং অপগতকালকং সম্মদেব রজনং পতিগন্ত্বেয়। এবমেব তেসং তস্মিং যেব আসনে বিরং বীতমলং ধমচক্রং উদপাদি : যং কিঞ্চিং সমুদয়ধ্যং সববন্তং নিরোধ ধমতি। তে দিট্ঠধ্যমা পত্তধ্যমা বিদিতধ্যমা পরিযোগালহধ্যমা তিপুবিচিকিত্বা বিগতকথংকথা

বেসারজ্জপ্তা। অপরপক্ষয় সখুসাসনে ভগবত্তং এতদবোচুং : ‘লভেয্যাম যথঃ ভন্তে ভগবতো সন্তিকে পবজ্জৎ, লভেয্যাম উপসম্পদতি?’

“এথ ভিক্খবো’তি ভগবা অবোচে, শ্বাক্খতো ধন্মো, চরথ ব্রহ্মাচরিয়ৎ সম্মা দুক্খস্স অস্তকিরিযায়” তি। সা ব তেসং আয়সন্তানং উপসম্পদা অহোসি।”

শব্দার্থ

ভদ্রবঞ্জি - ভদ্রবঙ্গীয়, ভদ্রমডলী ; সহাযকানং - বল্পুগণ; বথু - বস্তু, কাহিনী ; বস্মসং - বর্ষাবাস; বুঢ়ো - সমাপ্ত করে; আমন্তেসি - আহবান করলেন; ভিক্খবে - ভিক্ষুগণ; যোনিসো - যথাযথ, জ্ঞানপূর্ণ ; মনসিকার - মনোনিবেশ; সম্পদানা - সম্যক্প্রধান; অনুপ্তা - লাভ করেছিলেন; অনুভর - শ্রেষ্ঠ, অতুলনীয় ; সচিকতা - প্রত্যক্ষ করলেন; তুমহেপি - তোমরাও; অনুপাপুণাথে - উপনীত হও, লাভ কর ; মারো পাপিমা - পাপাত্মা মার; অজ্ঞাতাসি - সম্মোধন করে বলল; বন্ধেসি - বন্ধ করেছি; মার পাসেহি - মারের পাশবদ্ধ; ন মোক্খসি - মোক্ষপ্রাপ্ত হয় না; মুন্তোহং - আমি মুক্ত; নিহতো - ছিন্ন, বিনষ্ট; অস্তক - অনিষ্টকারী, মারের অপর নাম ‘অস্তক’, দুক্খী - দুঃখী; দুর্মলো - দুর্মলা, উদ্বিগ্ন চিন্ত।

তথেব - সেখান থেকে ; অস্তরধায়ি - অস্তর্ধান হল, অদৃশ্য হল; যথারুচি ; বিহরিত্বা - অবস্থান করে; পক্ষমি - যাত্রা করলেন; ওক্ষম - অবতরণ করে; অঞ্চলতরো - অন্য এক; বনসত্তো - বনখড় ; অজ্ঞোগাহেত্তা - প্রবেশ করে ; রূক্ষমূলে - বৃক্ষমূলে; তিংসমতা - ত্রিশজন, সপ্তজাপতিকা - সম্মানীক ; পরিচারেন্তি - প্রমোদ বিহারে গিয়েছিল; পজাপতি - পত্নী, স্ত্রী ; নাহোসি - ছিল না; তস্মথায় - তাঁর জন্য; বেসী - বেশ্যা, গণিকা; আনীতা অহোসি - আনা হয়েছিল; পমন্তেসু - প্রমত্তভাবে; ভডং - জিনিসপত্র; আদায় - নিয়ে; পলায়িথ - পলায়ন করল; বেয়াবচ্ছং - সেবার জন্য ; গবেসন্তা - অনুষ্ঠানে ; আহিত্তা - বিচরণ করতে করতে ; আদংসু - দেখলেন; এতদবোচুং - এরূপ বললেন, অপি - একই; কিম্পন - কী প্রয়োজন; কুমারা - কুমারগণ; মঞ্চেণ্ডথ - মনে কর ; নুঁ খো - কোনটি প্রকৃত (প্রশ্নবোধেক সর্বনামে ব্যবহৃত); বরং - শ্রেষ্ঠ; মিসীদথ - উপবেশন কর; দেসিস্মামি - দেশমা করব; মুদুচিত্তে - কোমল চিত্তে ; পকাসেসি - প্রকাশ করলেন।

মগ্গং - মার্গ, পথ ; যং কিঞ্চি - যা কিছু; সমুদয ধমং - সমস্ত ধর্ম; দিট্ঠধম্যা - ধর্ম প্রত্যক্ষ করে; পত্তধম্যা - ধর্মতত্ত্ব লাভ করে; বিদিতধম্যা - ধর্ম অবগত হয়ে ; পরিযোগাল্হধম্যা - ধর্মে প্রবেশ করে; তিগ্নিবিচিকিছা - সংশয়মুক্ত হয়ে; বেসারজ্জপ্তা - পারদশী হয়ে; সখুসাসনে - শাস্তার (বুদ্ধের) শাসনে; শ্বাক্খাতো - সুন্দরকৃপে ব্যাখ্যাত; সম্মা - সম্যক্তভাবে।

মর্মার্থ

বুদ্ধ বারাণসীর ঝঁঝিপতল মৃগদাবে বর্ষাবাস সমাপ্ত করে ভিক্ষুদিগকে বিমুক্তিসাধনায় মনোনিবেশ করার জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন পাপী মার ছন্দবেশে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুদেরকে সম্যক্পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে। সে গাথায় বলে, দিব্য ও মনুষ্যলোকে তাঁর প্রভাব বিদ্যমান। বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ এ নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। বুদ্ধ প্রত্যুভরে বললেন, তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করে সর্বজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাই মারের পাশবদ্ধ নন। পাপী মার বুদ্ধের নিকট পরাজিত হয়ে দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গোল।

অনন্তর বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দিয়ে বারাণসী থেকে উরুবেলা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে বনখড়ের এক বৃক্ষমূলে বসে বিশ্বাম নিচ্ছিলেন। সে সময় ভদ্রিয় পরিবারের ত্রিশজন বন্ধু সম্মানীক আনন্দ ভ্রমণে সে বনখড়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের পত্নী ছিল না। তাঁর জন্য একজন বেশ্যা সংগে এনেছিলেন। তাঁরা সকলে যখন প্রমোদ বিহারে প্রমত ছিলেন তখন ঐ বেশ্যা তাঁদের কাপড়-চোপড় নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা তাকে ফৌজ করতে এসে বৃক্ষমূলে বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ভগবান কুমারগণকে স্ত্রীলোক অনুযোগ না করে আজ্ঞানুসম্ভান করার জন্য ধর্মদেশনা করলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে চতুরার্থ সত্য উপলব্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নৈস্ত্রেম্যের সুফল বর্ণনা করেন। শ্রেত বস্ত্রে রং প্রতিগ্রহণে

মহাবগ্গ

মত তাঁদের সে স্থানেই ধর্মচক্র উৎপন্ন হল। তাঁরা বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন হয়ে প্রবৃজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করেন।

টিকা

উপসম্পদা

শ্রামণ থেকে ভিক্ষুত্বে উন্নীত করার জন্য যে বিনয়কর্ম সম্পাদিত হয় তাকে উপসম্পদা বলে। এটাই বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার উচ্চতর বিমুক্তিপদ অনুষ্ঠান। বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রথম দিকে মার্গফললাভী ব্যক্তিবিশেষকে ‘এহি ভিক্ষু’ বা ‘এস ভিক্ষু’ বলে উপসম্পদা প্রদান করতেন। পরবর্তীকালে উপসম্পদার জন্য বিনয় বিধান প্রবর্তিত হয়। এ বিধান অনুযায়ী উপসম্পদা-প্রার্থীকে মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে ভিক্ষুদের ব্যবহার্য অর্টপরিস্কারসহ গুরুর শরণাপন্ন হতে হয়। বিকলাংগ বা অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দেওয়া যায় না। ‘কম্ববাচা’ আবৃত্তির মাধ্যমে উপসম্পদা কার্য সম্পন্ন হয়। উপসম্পদা শেষে আচার্য ও উপাধ্যায় ঠিক করা হয়। উপসম্পদ ভিক্ষুর প্রতিমোক্ষের অঙ্গর্গত ২২৭ শীল পালন করা কর্তব্য।

মার

সত্ত্ব বা প্রাণিগণকে যে খারাপ কাজে নিয়োজিত করে তাকে মার বলা হয়। পাপধর্ম সমাগত বলে মারের অপর নাম পাপিমা বা পাপাত্মা। মার সত্কাজে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। রাগ, দ্রেষ, মোহ প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তি তার নিত্য সহচর। সত্ত্বগণকে আবিদ্যায় আচ্ছন্ন রাখাই তার কাজ। কাম, রূপ ও অরূপ - এ তিনটি লোকে তার প্রভাব বিদ্যমান। রতি, অরতি, তৃষ্ণা নামে তার তিন কন্যার নাম পালিসাহিত্যে উল্লেখ আছে। সাধক আর্যমার্গে উন্নীত হলে মার পরামর্শ হয়।

ধর্মচক্র

ধর্মচক্র বলতে প্রজ্ঞাবিষয়ক ভাবনাকে বোঝায়। ভগবান বুদ্ধ মহাপ্রাঙ্গ - অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী। অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী। তাঁর অবিদিত কিছুই নেই। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - এ ত্রিকাল সম্পর্কে সমস্ত ধর্ম প্রজ্ঞাচক্র দ্বারা অবগত হয়েছেন। তিনি ধর্মদেশনার সময় লোকের চরিত্র অনুযায়ী কর্মস্থান ভাবনার নিমিত্ত প্রদর্শন করতেন। শ্রোতা যখন অনিত্য, দৃঢ় ও অনাত্ম - এ ত্রিলক্ষণাত্মক জগতের ভরণ সম্যক দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতেন তখনই তাঁর ধর্মচক্র উৎপন্ন হত।

মহাবগ্গ

মহাবগ্গ গ্রন্থস্থানি বিনয় পিটকের অঙ্গর্গত তৃতীয় গ্রন্থ। এটি আয়তনে বেশ বড়। বুদ্ধের সমসাময়িক কালের বহু ঐতিহাসিক ঘটনায় গ্রন্থস্থানি সম্মত। তাছাড়া, বুদ্ধত্ব লাভের সময় থেকে সংঘ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বুদ্ধজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। এজন্য বুদ্ধের জীবনী সংগ্রহের জন্য গ্রন্থস্থানি অত্যন্ত মূল্যবান।

এতে সর্বমোট দশাটি অধ্যায় আছে। যথা জ্ঞ মহাক্ষম্ব; উপোসথ; বস্সুপুনাযিকা; পবারণা; চম্প; ভেসজ্জ; কঠিন চীবর; চম্পেয় এবং কোসমিক। এ অধ্যায়ের ‘যসসুস পকবজ্জা’ এবং ‘ভদ্রবগ্নীয় সহায়কানং বথু’ - কাহিনী দুটি মহাক্ষম্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

বুদ্ধের প্রচার জীবনে সঙ্গ ধীরে ধীরে কিভাবে গড়ে উঠেছে তা নিয়ে গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সংকলিত হয়েছে। সঙ্গে প্রবেশের নিয়ম কানুন, উপোসথ, বর্ষাবাস, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, বাসস্থান ইত্যাদি যাবতীয় ভিক্ষুদের কর্তব্য এতে স্থান পেয়েছে। বহু নীতিমূলক আখ্যানও এতে পাওয়া যায়। সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন, রাতুল এবং যশ, বিষ্঵সার প্রভৃতি তিক্ষ্ণসংজ্ঞ ও রাজা - শ্রষ্টাদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের বিবরণও আছে। ভারতবর্ষে প্রচলিত ভেষজশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবান তথ্যের সম্মানও মিলে।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। শ্রেষ্ঠীপুত্র যশের সংসার ত্যাগের আনন্দুর্বিকা ঘটনা বিবৃত কর।
- ২। যশের প্রবৃজ্যা গ্রহণের কাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।
- ৩। 'প্রবৃজ্যা' বলতে কী বোঝা? বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান কর।
- ৪। বুদ্ধ ও মারের কথোপকথনের সারমর্ম লেখ।
- ৫। ভদ্রবর্গীয় বস্তুদের আনন্দ বিহারের একটি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দাও।
- ৬। ভদ্রিয় কুমারগণ কিভাবে বুদ্ধের নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন? আলোচনা কর।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ :

- ১। শ্রেষ্ঠীপুত্র যশের সংসার ত্যাগের কারণ কী?
- ২। নর্তকী পরিসেবিত রাতের দৃশ্য যশের নিকট শৃঙ্খান মনে হল কেন?
- ৩। "উপদ্রুতং বত ভো! বত ভো!"তি - এটি কার উক্তি? তোমার নিজের ভাষায় উক্তিটির তাংপর্য ব্যাখ্যা কর।
- ৪। ত্রিবাচিক উপাসক কে? তিনি কেন এ নামে অভিহিত হয়েছিলেন?
- ৫। ভদ্রবর্গীয় বস্তুগণ কার কথা বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?
- ৬। বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণে মারের সংজ্ঞা দাও।
- ৭। উপসম্পদা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।
- ৮। ধর্মচক্র বলতে কী বোঝা?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

মুত্তোহং _____ যে দিবা যে চ _____।
 মারবস্থন মুত্তোম্হি _____ তৃমসি _____।

ঘ. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ১। কোন তিন খাতুর উপযোগী প্রাসাদে শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ বাস করতেন?

ক. শরৎ, হেমন্ত, শীত	খ. শরৎ, বসন্ত, বর্ষা
গ. হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা	ঘ. শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম।
- ২। যশ গৃহস্থারে নেমে এলে কারা দরজা খুলে দিয়েছিলেন?

ক. দৌবারিকেরা	খ. দেবতারা
গ. নর্তকীরা	ঘ. প্রহরীরা
- ৩। যশকে খোজ করার জন্য তাঁর পিতা কী রূক্ম দুত পাঠিয়েছিলেন?

ক. অশুরোহী	খ. শকটারোহী
গ. বিমানারোহী	ঘ. পোতারোহী

৪। যশ কিসের অন্তসাধন করেছিলেন?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. সুখের | খ. দুঃখের |
| গ. মোক্ষের | ঘ. দুশ্চিন্তার |

৫। প্রত্যাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

- | | |
|--------------------|------------------|
| ক. শ্যামল প্রান্তর | খ. উন্মুক্ত আকাশ |
| গ. বন্ধ দুয়ার | ঘ. খোলা জানালা |

৬। 'সপজাপতিকা' বলতে কী বোঝা?

- | | |
|--------------|------------|
| ক. সম্মুক্তি | খ. স্বজাতি |
| গ. সগোত্র | ঘ. সপরিবার |

৭। 'বিকেসিং' শব্দের বাংলা অর্থ কোনটি?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ক. গুছানো কেশ | খ. পক্ষ কেশ |
| গ. এলোমেলো কেশ | ঘ. আচ্ছাদিত কেশ |

৮। বুদ্ধ বারাণসী থেকে উত্তরবেলা যাবার পথে কোথায় বিশ্রাম করেছিলেন?

- | | |
|---------------------|--------------|
| ক. পাহাড়ের পাদদেশে | খ. নদীর ধারে |
| গ. ঋষির আশ্রমে | ঘ. বৃক্ষমূলে |

৯। ভদ্রবঙ্গীয় বন্দুদের সংখ্যায় কতজন ছিলেন?

- | | |
|----------|--------------|
| ক. বিশ | খ. পঁচিশ |
| গ. ত্রিশ | ঘ. পঁয়ত্রিশ |

১০। ভদ্রবঙ্গীয় বন্দুদের কাপড়-চোপড় নিয়ে কে পালিয়ে গিয়েছিল?

- | | |
|-------------|-----------|
| ক. গৃহভূত্য | খ. বেশ্যা |
| গ. চোর | ঘ. ভিখারি |

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜୀବିକା ବଟ୍ଟକ ଜୀବିକା

ଅଭୀତେ ବାରାଗସିଯଂ ବ୍ରକ୍ଷଦତ୍ତେ ରଙ୍ଜଂ କାରେତେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵେ ଚୁତିପଟିସମ୍ଭିବସେନ ପରିବନ୍ଦେତ୍ତୋ ବଟ୍ଟଯୋନିଯଂ ନିବରତି । ତଦା ଏକୋ ବଟ୍ଟକ - ଲୁଦ୍ଦକୋ ଅରଣ୍ୟରେ ବହୁ ବଟ୍ଟକେ ଆହରିତ୍ତା ଗେହେ ଠପେତ୍ତା ଗୋଚରଂ ଦତ୍ତା ମୂଳେ ଗହେତ୍ତା ଆଗତାନଂ ହଥେ ବଟ୍ଟକେ ବିକ୍ରିନନ୍ଦୋ ଜୀବିକଂ କମ୍ପେସି । ସୋ ଏକଦିବସଂ ବହୁହି ବଟ୍ଟକେହି ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵଂ ପି ଗହେତ୍ତା ଆନେସି । ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵେ ଚିନ୍ତେସି ଃ “ସଚାହଂ ଇମିଲା ଦିନ୍ଦୁଗୋଚରଂ ପାନିଯକ୍ଷ ପରିଭୂତ୍ତିଶ୍ଵରାମି, ଅଷଂ ମଂ ଗହେତ୍ତା ଆଗତାନଂ ମନୁସ୍ତାନଂ ଦସ୍ତତି, ସଚେ ପନ ମ ପରିଭୂତ୍ତିଶ୍ଵରାମି, ଅହଂ ମିଲାଯିଶ୍ଵରାମି । ଅଥ ମଂ ମିଲାତଂ ଦିନ୍ଦା ମନୁସ୍ତାନ ନ ଗଣହିଶ୍ଵରିତ, ଏବଂ ମେ ମୋତି ଭବିଶ୍ସତି, ଇମଂ ଉପାୟଂ କରିଶ୍ଵରାମି”ତି । ସୋ ତଥା କରନ୍ତେ ମିଲାଯିତ୍ତା ଅଟ୍ଟିଚମ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୋ ଅହୋସି । ମନୁସ୍ତାନଂ ଦିନ୍ଦା ନ ଗଣହିଶ୍ବୁ ।

ଲୁଦ୍ଦକୋ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ ଠପେତ୍ତା ମେସେନ୍ ପରିକଥିଗେନ୍ ପଛିଏ ନୀହରିତ୍ତା ଦ୍ୱାରେ ଠପେତ୍ତା ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ ହଥତଳେ କହ୍ତା କିଂକତୋ ନୁ ଖୋ ଅଯଂ ବଟ୍ଟକୋ”ତି ଓଲୋକେତୁଂ ଆରମ୍ଭେ । ଅଥ୍ସଂ ପରିଭୂତାବଂ ଏଗତ୍ତା ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ ପକ୍ଷେ ପ୍ରସାରେତ୍ତା ଉପ୍ରଗତିତ୍ତା ଅରଣ୍ୟରେ ଏବ ଗତୋ । ବଟ୍ଟକା ତଂ ଦିନ୍ଦା “କିଂ ନୁ ଖୋ ନ ପରିଭ୍ରାଯାସି, କହଂ ଗତୋମ୍ମାରୀ”ତି ପୁଛିତ୍ତା ଲୁଦ୍ଦକେନ ଗତିଥୋ’ମହୀ”ତି ବୁନ୍ଦେ କିନ୍ତି କହ୍ତା ମୁତୋମ୍ମାରୀ”ତି ପୁଛିଶ୍ବୁ । ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵେ “ଆହଂ ତେଲ ଦିନ୍ଦୁଗୋଚରଂ ଆଗହେତ୍ତା ପାନିଯଂ ଅପିବିତ୍ତା ଉପାୟଚିନ୍ତାଯ ମୁତୋ”ତି ବହ୍ତା ଇମଂ ଗାଥଂ ଆହ :

ନାଚିନ୍ତ୍ୟତୋ ପୁରିସୋ ବିସେଂ ଅଧିଗଞ୍ଚତି,
ଚିନ୍ତିତ୍ସ୍ମ ଫଳଂ ପସ୍ସ, ମୁତୋମ୍ମି ବଧବଞ୍ଚନାତି ।

ଏବଂ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵେ ଅନ୍ତନା କତକାରଣଂ ଆଚିକ୍ରମି ।

ଶର୍ଵାର୍ଥ

ପଟିସମ୍ଭିବସେନ ପରିବନ୍ଦେତ୍ତୋ – ମାତୃଗର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ସନ୍ନ ହୟେ, ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରେ; ବଟ୍ଟକ-ଲୁଦ୍ଦକୋ – ବର୍ତ୍ତକ ବ୍ୟାଧ, ଭାରୁଇ ପାଖି ଶିକାରୀ; ଅରଣ୍ୟରେ – ଅରଣ୍ୟେ, ବନେ; ଗେହେ ଠପେତ୍ତା – ଗୁହେ ରୋଖେ; ଗୋଚରଂ ଦତ୍ତା – ଖାବାର ଦିଯେ; ମୂଳେ ଗହେତ୍ତା – ମୂଳ୍ୟ ନିଯେ; ବିକ୍ରିନନ୍ଦୋ – ବିକ୍ରୟ କରେ; ଜୀବିକଂ କମ୍ପେସି – ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରତ; ସଚାହଂ – ଯଦି ଆମି; ଦିନ୍ଦ ଗୋଚରଂ – ପ୍ରଦତ୍ତ ଖାଦ୍ୟ; ପରିଭୂତ୍ତିଶ୍ଵରାମି – ପରିଭୂତ୍ତାଗ କରବ; ଅହଂ – ମିଲାଯିଶ୍ଵରାମି – ଆମି କୃଶ (ଦୂର୍ବଳ) ହବ; ନ ଗଣହିଶ୍ଵରିତ – ନେବେ ନା; କ୍ରୟ କରବେ ନା; ଅଟ୍ଟିଚମ୍ପମନ୍ତ୍ରୋ – ଅସିଥାର୍ଜିଶାରୀ; ନୀହରେତ୍ତା – ବେର କରେ; ହଥତଳେ କହ୍ତା – ହାତେ ନିଯେ; ପରିଭୂତାବଂ – ଅନ୍ୟମନ୍ତ୍ର, ପରିଭୂତାବ; ପକ୍ଷେ ପ୍ରସାରେତ୍ତା – ପଞ୍ଚଦୟ ବିକ୍ରାତ କରେ; ଉପ୍ରଗତିତ୍ତା – ଉଡ଼େ ଗିଯେ; କହଂ ଗତୋମ୍ମାରୀ? – କୋଥାଯ ଗିଯେଛିଲେ? ଗହିତୋ’ମହି – ଆମାକେ ଧରେ ନିଯେଛିଲେ; କିନ୍ତୁ - କିଭାବେ; ପୁଛିତ୍ତା – ଜିଜ୍ଞେସ କରେ; ଅପିବିତ୍ତା – ପାନ ନା କରେ; ନାଚିନ୍ତ୍ୟତୋ – ଚିନ୍ତା ନା କରେ; କତକାରଣଂ – କୃତକାର୍ଯ୍ୟ; ଆଚିକ୍ରମି – ଅବଗତ କରାଲେମ ।

ଅର୍ମାର୍ଥ

ସୁଦୂର ଅଭୀତେ ବାରାଗୀରାଜ ବ୍ରକ୍ଷଦତ୍ତେ ସମୟ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ ବର୍ତ୍ତକ ପାଖିରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ । ସେ ସମୟ ଏକ ବ୍ୟାଧ ବନେ ବର୍ତ୍ତକ ପାଖି ଧରେ ଘରେ ଏମେ ଖାବାର ଦିତ । ମୋଟାସୋଟା ହଲେ ପାଖିଗୁଲୋ ବିକ୍ରୟ କରେ ସେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା-ନିର୍ବାହ କରତ । ଏକଦିନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖିର ସାଥେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ ଓ ଧରା ପଡ଼ିଲେନ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଧ- ପ୍ରଦତ୍ତ କୌନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିଲେନ ନା । ତିନି ଚିନ୍ତା କରିଲେନ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପାଇଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ-ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହବି ଏବଂ କେଉଁ ତାକେ କ୍ରୟ କରିବେ ନା ।

ବ୍ୟାଧ ସମସ୍ତ ପାଖି ବିକ୍ରୟ କରିଲ; କିନ୍ତୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵକେ କେଉଁ ନିଲ ନା । ଶିକାରୀ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵକେ ଝାଚା ଥେକେ ବେର କରିଲ । ହାତେ ନିଯେ କୀ ଅସୁଖ ହୟେଛେ ଦେଖିଲି । ସେ ଅନ୍ୟମନ୍ତ୍ର ହଲେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ ଉଡ଼େ ବନେ ଚଲେ ଗେଲେନ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖି ତାକେ ଦେଖେ କିଭାବେ ବସ୍ତରମୁକ୍ତ ହଲେନ ତା ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲେନ । ତିନି ଘଟନାର ସବିନ୍ଦରାର ବଲେ ‘ପରିଗାମଦଶୀର୍ଣ୍ଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟତା’ ସଞ୍ଚକ୍ରେ ତାଦେରକେ ଉପଦେଶ ଦିଲେନ ।

উপদেশ

পরিণামদশী কৃতকার্য হয়।

টীকা

বোধিসন্তু

'বোধি' মানে জ্ঞান এবং 'সন্তু' বলতে জীব বোঝায়। যাঁর ভেতর বোধিবীজ অংকুরিত হয়েছে তিনিই বোধিসন্তু। সুমেধ তাপস দীপৎকর বৃক্ষের নিকট বৃক্ষত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। সে সময় থেকে তৃষ্ণিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত তিনি দশ পারমী পূর্ণ করে বৃক্ষত্ব লাভের যোগ্য হন। তাঁর এ জীবন পর্যায়কে বোধিসন্তু বলা হয়।

জাতক

গৌতম বৃক্ষের পূর্বজন্ম বৃক্ষাতকে জাতক বলে। আমাদের মহাকাশগুলি তথাগত বোধিসন্তু অবস্থায় ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেক জন্মের ঘটনা নিয়ে এক একটি জাতক রচিত হয়েছে। তবে বর্তমান জাতকের সংখ্যা ৫৪৭টি। জাতকের তিনটি অংশ : যথা - অতীত বস্তু বা মূল জাতক, বর্তমান বস্তু ও সংস্কারণ বা সমাধান। সুন্ত পিটকের খুক্ক নিকায়ের অন্তর্গত জাতক গ্রন্থে এগুলো সংগৃহীত আছে।

অনুশীলনী

ক. নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। বটক জাতকের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ২। বোধিসন্তু কীভাবে ব্যাধের হাত থেকে ব্যর্থনমুক্ত হলেন তা নিজের কথায় প্রকাশ কর।
- ৩। বটক জাতক অনুসরণে 'পরিণামদশীর কৃতকার্যতা' সম্বর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।
- ৪। ব্যাধ কীভাবে জীবিকা-নির্বাহ করত তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দেখ ।

- ১। ব্যাধ বর্তক পাখি ধরে এনে কী করত? তার উদ্দেশ্য কী ছিল?
- ২। বোধিসন্তুকে কেউ ত্রুটি করল না কেন?
- ৩। 'বোধিসন্তু' বলতে কী বোঝায়?
- ৪। 'জাতক' সম্বর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা দেখ ।
- ৫। বটক জাতকের মূল উপদেশ লিপিবদ্ধ কর।

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

পচিশত্ত্বাতো _____ বিসেসং _____।
চিত্তিতস্স _____ পস্স, _____ বধবন্ধনাতি।

ঘ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক () চিহ্ন দাও :

- ১। 'জীবিকৎ কম্পেসি'-পালি বাক্যাংশটির বাংলা অর্থ কোনটি?

ক. জীবিকা-নির্বাহ করত	খ. জীবিকা পরিচালনা করত
গ. জীবিকার অনুমগ্নে যেত	ঘ. জীবনচৰ্চা করত

২। 'কৃতকরণ' শব্দের বাংলা অর্থ কী?

- | | |
|------------------|---------------|
| ক. কৃতকারণ | খ. কৃতকার্য |
| গ. কৃতকার্যের ফল | ঘ. কারণ বিশেষ |

৩। বর্তক পাখিক্রপে কে জন্মাইগ করেছিলেন?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক. ব্ৰহ্মদত্ত | খ. দেবদত্ত |
| গ. বোধিসত্ত্ব | ঘ. মহাসত্ত্ব |

৪। মুতো'স্মি বধবশ্বন্ধনাতি। — এটি কাঁৱ উক্তি?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ক. বুদ্ধের | খ. আনন্দের |
| গ. ব্ৰহ্মদত্তের | ঘ. বোধিসত্ত্বের |

৫। খাদ্য গ্রহণে বিৱত ধাকায় বোধিসত্ত্বের অবস্থা কিৰূপ হয়েছিল?

- | | |
|----------------|--------------|
| ক. জীৰ্ণ-শীৰ্ণ | খ. মোটা-সোটা |
| গ. হস্ত-পুষ্ট | ঘ. রোগক্রিয় |

৬। 'সত্ত্ব' বলতে কী বোঝায়?

- | | |
|----------|----------|
| ক. মানুষ | খ. জীব |
| গ. প্রত | ঘ. দেবতা |

৭। জাতকেৱ কয়টি অংশ?

- | | |
|----------|----------|
| ক. একটি | খ. দুটি |
| গ. তিনটি | ঘ. চারটি |

সম্মোদ্দমান জাতক

অতীতে বারাণসিয়ং ব্ৰহ্মদত্তে রঞ্জং কাৰেন্টে বোধিসত্ত্বা বটকযোনিয়ং নিবৰ্ত্তিত্বা অনেকবটকসহস্ৰ পৱিবাৰো অৱগ্ৰহে বসতি। তদা একো বটকলুদকো তেসং বসন্তৰ্ঠানং গন্তা বটক বস্সিতং কঢ়া তেসং সন্নিপত্তিতভাৰং এওঢ়া তেসং উপৱি জালং খিপিত্বা পৱিয়স্তেসু মন্দত্বো সকেৰ একতো কঢ়া পাছিং পূৱেত্বা ঘৰং গমঢ়া তে বিকিনিত্বা তেন মূলেন জীবিকং কম্পেতি।

আথে'ক দিবসং বোধিসত্ত্বা তে বটকে আহ : “অযং সাকুণিকো অম্হাকং এগাতকে বিনাসং পাপেতি, অহং একং উপাযং জানামি; যেন্স্ম অমহে গণ্হিতুং ন সক্ষিস্তি, ইতোদানি পট্ঠায এতেন তুম্হাকং উপৱি জালে খিতমন্তে, একেকো এককস্মিং জালকথিকে সীসং ঠপেত্বা জালং উক্থিপিত্বা ইচ্ছিতৃত্বানং হৱিত্বা একস্মিং কন্টকগুম্ভে পক্থিপথ, এবং সন্তে হেট্বা তেন ঠানেন পলাযিস্সামা”তি। তে সকেৰ ‘সাধুতি পটিসুণিংসু’।

দুতিযদিবসে উপৱি জালংখিতে বোধিসত্ত্বেন বুন্ধনয়ে’ব জালং উক্থিপিত্বা একস্মিং কন্টকগুম্ভে খিপিত্বা সংযং হেট্বাভাগেন ততো পলাযিংসু। সাকুণিকস্ম গুম্ভতো জালং মোচেন্তসেব বিকালো জাতো। সো তুচহথোৰ অগমাসি। পুন দিবসতো পট্ঠাযাপি বটকা তথে’ব করোতি। সোপি যাৰ সুৱিয়স্মথং গমনা জালমেৰ মোচেন্তো কিঞ্চিৎ অলভিত্বা তুচহথোৰ গেহং গচ্ছতি।

অথস্ম ভৱিয়া কুজ্বিত্বা “তং দিবসে দিবসে তুচহথো আগচ্ছসি, অঞ্চলিঙ্গে তে বহি পোসিতকবট্ঠানং অথি মণ্ডেণ্টে”তি আহ। সাকুণিকো “ভদ্রে! মম অঞ্চলিঙ্গে গোসিতকবট্ঠানং নথি, অপি চ খো পন তে বটকা সমঝা হুঢ়া চৰাতি, ময়া খিতমন্তে জালং আদায কন্টকগুম্ভে খিপিত্বা গচ্ছতি, ন খো পন তে সকৰ কালমেৰ সম্মোদ্দমানা বিহৱিস্মতি, তং মা চিঞ্চিয, যদা তে বিবাদং আপজিজ্ঞস্মতি, তদা তে সকেৰ আদায তব মুখং হাসযমানো আগচ্ছিস্মামী”তি বঢ়া ভৱিয়া ইমং গাথং আহঃ

“সম্মোদ্দমানা গচ্ছতি জালমাদায পক্থিনো,
যদা তে বিবদিস্মতি তদা এহিতি মে বসতি।”

কতি পাহবে পন অচ্ছয়েন একো বটকো গোচৱডুমিৎ ওতৱত্তো অসল্লকখেত্বা অঞ্চলিঙ্গস্ম সীসং অৰুমি। ইতোৱা “কো মং সীসে অৰুমী”তি কুজ্বি। — “অহং অসল্লকখেত্বা অৰুমিৎ, মা কুজ্বি”তি বুতো'পি চ কুজ্বিয়েব। তে পুনশ্চুন কথেন্তা “তুমেৰ মণ্ডেণ্টে জালং উক্থিপসী”তি অঞ্চলিঙ্গে বিবাদং কৱিংসু। তেসু বিবদত্তেসু বোধিসত্ত্বে চিঞ্চেসি: “বিবাদকে সোথিভাবো নাম নথি। ইদানেব তে জালং ন উক্থিপস্মস্মতি, ততো মহান্তে বিনাসং পাপুণিস্মস্মতি, সাকুণিকো ওকাসং লভিস্মস্মতি, ময়া ইমস্মিং ঠানে ন সক্ষা বসিতু”তি।

সো অতনো পৱিসং আদায অঞ্চলিঙ্গ গতো। সাকুণিকো'পি খো কতিপাহ'চ্ছয়েন আগত্বা বটকবস্সিতং বস্সিত্বা তেসং সন্নিপত্তিতানং উপৱি জালং পক্থিপি। আথে'কো বটকো “তুযহং কিৰ জালং উক্থিপত্তস্মে’ব মথকে লোমানি পতিতানি, ইদানি উক্থিপ”তি আহ। অপৱো “তুযহং কিৰ জালং উক্থিপত্তস্মে’ব দিসু পক্খেসু পতানি পতিতানি, ইদানি উক্থিপ”তি আহ। ইতি তেসং তং উক্থিপ”তি বদন্তানঞ্চেণ্টে সকুণিকো জালং উক্থিপিত্বা সকেৰবতে একতো কঢ়া পাছিং পূৱেত্বা ভৱিযং হাসযমানো গেহং অগমাসি।”



শব্দার্থ

সম্মোদ্দমান — আনন্দিত; রঞ্জৎ কারেতে — রাজত্বকালে; নিবর্তিত্বা — জন্মগ্রহণ করে; অনেক বটকসহস্স — বহু সহস্র বর্তক পাখির সঙ্গে; অরঞ্জেও — অরণ্যে; বটকলুদকো — বর্তক শিকারী; বসন্টানং — বাসস্থানে; বসন্সিং কত্তা — ঘৰ অনুকরণ করে; সন্নিপত্তিতভাবং এত্তা — সমবেত হয়েছে জেনে; খিপত্তা — নিষ্কেপ করে; পরিযেত্তেসু — চারদিকে; মদত্তো — মর্দন করে, ঘা দিয়ে; পঞ্জৎ — ঝুড়ি; পূরেত্তা — পূর্ণ করে; বিক্রিনত্বা — বিক্রয় করে; জীবিকং কল্পেতি — জীবিকা-নির্বাহ করে; সাকুণিকো — পাখি শিকারী; এতকে — জ্ঞাতিগণকে; বিনাসং পাপেতি — বিনষ্ট করছে; গণহিতৃৎ — ধরতে; ন সক্ষিস্সতি — সক্ষম হবে না; ইতোদানি পটঠ্য — এখন থেকে; জালংখিতে — জালের ছিদ্রে; সীসং — মাথা; উক্ষিপত্তা — উড়ায়ে; ইচ্ছিত্তানং — ইচ্ছামত স্থানে; হরিত্বা — বহন করে; কটকগুম্বে — কাঁটার ঘোপে; পকখিপত্তা — আবস্থ করে; হেট্তা — নিচে; পলায়স্সাম — পলায়ন করব; পটিসুণিংসু — সম্মত হল; বুন্তনয়েব — কথিত উপায়ে; মোচেন্তস্সেব — উল্দ্বার করতে; বিকালো জাতো — বিকাল হল; তুচ্ছহথোব — রিক্তহস্তে; অগ্যাসি — চলে যেত; তথেব — সেবূপ; সোপি — সেও; সুরিয়স্সংখংগমনা — সূর্যাস্ত পর্যন্ত; অলভিত্তা — না পেয়ে; ভরিয়া — ভার্যা, স্ত্রী; কুজিত্তা — রাগ করে; অঞ্জঞ্জিম্ব — অন্য কোথাও; পোসিতকর্ত্তানং — ভরণপোষণের স্থান, পোষ্যজন; মঞ্জেওতি — মনে হয়; অথি — আছে; সমগ্গা হুত্তা — একতা বস্থ হয়ে; খিত্তমন্তং — নিষ্ক্রিয় বস্তু; তৎ মা চিত্তায় — তুমি চিন্তা কর না; বিবাদং আপজ্জিস্সতি — বিবাদে লিপ্ত হবে; কতি পাহসেৰ অচ্চয়েন — কিছুদিন পর; ওতরত্তো — অবতরণ করবার সময়; অসংক্ষিত্বেত্তা — না জেনে; অক্ষমি — পতিত হল; অঞ্জঞ্জমঞ্জঞ্জং — পরস্পর; সোধিভাবো — স্বক্ষিতভাব, হিতকর; ওকাসং — অবকাশ, অবসর, সুযোগ; পাপুণিস্সতি — প্রাপ্ত হবে; পরিসং — পরিজনবর্গ, আত্মীয়-স্বজন; হাসয়মানো — হাসি ফোটাতে; বদ্বানঞ্জেও'ব — একে অপরকে বলবার সময়।

সারাংশ

বোধিসন্ত এক সময় বর্তক পাখিরপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বহু বর্তক পরিবৃত হয়ে বনে বাস করতেন। এক পাখি শিকারী বর্তকের ঘৰ অনুকরণ করত। বর্তকেরা ডাক শুনে একত্রিত হলে শিকারী জাল ফেলে ঝুঁড়িয়ে নিয়ে বিক্রয় করত। এরূপে তার জীবিকা-নির্বাহ হত।

একদিন বোধিসন্ত বর্তকদেরকে একক্তাবস্থ হয়ে জালশুল্দ উড়িয়ে নিতে বললেন। তাঁর কথামত প্রত্যেকে জালের ছিদ্র দিয়ে মুখ বের করে কাঁটা ঘোপের ওপর রাখত। পরে নিচ দিয়ে চলে যেত। সেই কাঁটাঘোপ থেকে জাল উল্দ্বার করতে শিকারীর সারাদিন লাগত। সম্প্রয়ার সময় বাড়ি ফিরে যেত। শিকারীর স্ত্রী রাগ করে 'তোমার অন্য কোথাও পোষ্য আছে' এ কথা বলত। স্বামী বলত, পাখিদের এমন একতা থাকবে না। যখন তাদের মধ্যে কলহ হবে তখন সব পাখি ধরে এনে তোমার মুখে হাসি ফোটাব।

একদিন বিচরণ স্থানে নামবার সময় একটি বর্তক না দেখে অন্যটির ওপর পা দিল। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বাগড়া হল। পরস্পরকে দোষারোপ করে শেষ পর্যন্ত সমস্থ পাখির মধ্যে অনেক্য সৃষ্টি হল। বোধিসন্ত ভাবলেন, যে কলহ করে তার সঙ্গে থাকা উচিত নয়। শিকারী এ সুযোগে সকলের সর্বনাশ করবে। তিনি নিজ পরিজনবর্গ নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

শিকারী কয়েকদিন পর পাখির রব অনুকরণ করে বর্তকদের একত্রিত করে জাল ফেলল। একটা বর্তকও জাল তুলতে এগিয়ে গেল না। শুধু পরস্পরকে জাল তুলতে বলল। শিকারী আবস্থ বর্তকগুলোকে একত্রিত করে ঝুঁড়িতে পুরে নিয়ে বাড়িতে গেল। তা দেখে তার স্ত্রীর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল।

উপদেশ

একতাই বল, বিবাদে পতন।

अनुशीलनी

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। সম্মোদ্দামান জাতকের কাহিলীটি সংক্ষেপে তোমার নিজের ভাষায় লেখ ।
 - ২। সম্মোদ্দামান জাতকের সারাংশ লিপিবদ্ধ কর ।
 - ৩। ‘একত্বাই বল, বিবাদে পতন’ । – এ উপদেশের ওপর ভিত্তি করে একটি অনচেতন লেখ ।

୪. ସର୍କିଳିତ ଉତ୍ତର ଦାଓ :

- ১। বর্তক পাখিরা একতাবন্ধ হওয়ার কারণ কী? তারা কীভাবে নিজেদের রক্ষা করেছিল?
 - ২। বর্তক পাখিরের মধ্যে বাগড়া হল কেন? তার পরিণতি কী হলো?
 - ৩। বর্তক-পাখি শিকারী কীভাবে তার স্তুর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল তা সংক্ষেপে লেখ।
 - ৪। বোধিসন্ত নিজ পরিজনবর্ণ নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন কেন? তিনি কীভাবে বর্তকদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন
তা সম্মোদ্দান জাতকের আলোকে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
 - ৫। নিচের গাথাটির বাংলা অনুবাদ কর :
সম্মোদমানো গচ্ছন্তি জালমানায় পকখিনো,
যদা তে বিবদিসসিন্তি তদা এতিতি যে বসন্তি।

গ. শুন্যস্থান পূরণ কর :

সো অন্তনো _____ আদায _____ গতো। সাকুণিকো'পি খো কভিপাহ'চয়েন আগস্তা _____ বসিস্তা
তেসং _____ উপরি জালং পকধিপি।

ঘ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- | | |
|---|---------------------|
| ৩। 'বিস্তুমন্ত্র' শব্দের মাঝে অনুবাদ কোম্পটি? | |
| ক. ফ্রিপ্ট ব্যক্তি | খ. উত্তেজিত ব্যক্তি |
| গ. আদশা বস্ত | ঘ. নিষ্ক্রিপ্ট বস্ত |

৪। পরিজনবর্ণের পালি শব্দ কোনটি?

- | | |
|-------------|----------|
| ক. পুরিসং | খ. পরিসং |
| গ. পরিজনস্স | ঘ. পরিষৎ |

৫। “সাকুণিকো ওকাসং লভিসস্তি, ময়া ইমস্মিৎ ঠানে ন সক্তা বসিতু”তি। – উক্তিটির বাংলা অনুবাদ কোনটি?

- ক. শিকারী সুযোগ লাভ করবে; আমরা এ স্থানে বাস করতে সমর্থ হব না।
- খ. শিকারী জাল ফেলবে; আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়।
- গ. শিকারী বনে প্রবেশ করেছে; চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।
- ঘ. শিকারী জাল ফেললে তোমরা জালসহ শুল্ক উত্তিয়ে নেবে।

৬। কে বর্তক পার্থিদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

- | | |
|---------------|---------------|
| ক. ব্রহ্মদত্ত | খ. ভূরিদত্ত |
| গ. জিনদত্ত | ঘ. বোধিসত্ত্ব |

নক্ষত্র জাতক

অতীতে বারাণসিয়ৎ ব্রহ্মদণ্ডে রঞ্জৎ কারণে নগরবাসিনো জনপদবাসিনং ধীতরং বারেত্তা দিবসং ঠপেত্তা অন্তনোকুলপকং আজীবিকং পুচ্ছিসু : “ভন্তে, অজ্ঞ অম্হাকং একা মজালকিরিয়া, সেভানং নু খো নক্ষত্রং তি? সো “ইমে অন্তনো রুচিত্বা দিবসং ঠপেত্তা ইদানি মং পুচ্ছিস্মতী”তি কুজ্বিত্তা “অজ্ঞ মেসং মজালত্তরাযং করিস্মামী”তি চিন্তেত্তা “অজ্ঞ অসোভনং নক্ষত্রং, সচে করোথ মহাবিনাসং পাপুণিস্মথা” তি আহ। তে তস্স সম্বৰ্ধাত্তা নাগমিংসু।

জনপদবাসিনো তেসং অনাগমনং এষত্তা “তে অজ্ঞ দিবসং ঠপেত্তা পি নাগতা কিনু খো তেহী”তি অঞ্চেরসং ধীতরং অদংসু। নগরবাসিনো পুনদিবসে আগত্তা দারিকং যাচিসু। জনপদবাসিনো “তুমহে নগরবাসিনো নাম ছিন্নহিরিকা গহপতিকা, দিবসং ঠপেত্তা দারিকং ন গঢ়হিথ, যথং তুম্হাকং অনাগমনভাবেন, অঞ্চেরসং অদম্যা”তি। “যথং আজীবিকং পটিপুচ্ছিত্তা “নক্ষত্রং ন সোভ’তি নাগতা, দেথ যে দারিকা”তি” — “অমহেহি তুম্হাকং অনাগমনভাবেন অঞ্চেরসং দিন্না, ইদানি দিন্নদারিকং কথং পুন আনেস্মামা”তি।”

এবং তেসু অঞ্চেরমঞ্চেরসং কলহং করোত্তেসু, একো নগরবাসি পতিত পুরিসো একেন কম্মেন জনপদং গতো। তেসং নগরবাসিনং “যথং আজীবিকং পুচ্ছিত্তা নক্ষত্রস্স অসোভনভাবেন নাগতা”তি কথেত্তানং সুত্তা নক্ষত্রতেন খো আখো’ননু দারিকায লম্বভাবো’ব নক্ষত্রং তি বত্তা ইযং গাথং আহ :

নক্ষত্রং পটিনামেন্তং অথো বালং উপচগা,

অথো অথস্স নক্ষত্রং কিং করিস্মতি তারকাতি।

নগরবাসিনো কলহং কত্তা দারিকং অলভিত্তা’ব অগমংসু।

শব্দার্থ

নগরবাসিনো — নগরবাসীগণ; জনপদবাসিনং — গ্রামবাসীদের; ধীতরং — কল্যাকে; বারেত্তা — বিয়ের জন্য নির্বাচিত করে; অন্তনো — নিজের; কুলপকং — কুলগুরু; আজীবিকং — জৈন সন্ন্যাসীকে; মঙ্গলকিরিয়া — মঙ্গলকাজ, শুভকার্য; সাভেন — শুভ; নক্ষত্রং — নক্ষত্র, গ্রহ; মঙ্গলত্তরাযং — শুভকার্যে বাধা; অসোভনং — অশুভ; মহাবিনাসং — ধৰংস; পাপুণিস্মথ — প্রাপ্ত হবে; সদ্বিত্তা — বিশ্বাস স্থাপন করে; নাগমিংসু — গেল না; কিনু খো — কী প্রয়োজন; অঞ্চেরসং — অন্যদেব; অদাসি — দিয়েছিল।

পুনদিবসে — পরদিন; যাচিসু — চাইল; ছিন্নহিরিকা — নির্লজ্জ; গহপতিকা — গৃহস্থ; গঢ়হিথ — নিয়েছ; অনাগমনভাবেন — অনুপস্থিতিতে; অঞ্চেরসং — অন্যপক্ষকে; অদম্হা’তি — সম্প্রদান করেছি; নাগতা — আসি নেই; দেথ — দাও; মো — আমাদিগকে; দিন্নদারিকং — যে কল্যা সম্প্রদান করা হয়েছে তাকে; কথং — কিরূপে; আনেস্মামাতি — আনব।

অঞ্চেরমঞ্চেরসং — পরম্পর; কলহং — ঝাগড়া; করোত্তেসু — করতে থাকলে; একো — জনেক; পতিতপুরিসো — পতিত ব্যক্তি; একেন কম্মেন — কেন কার্যবশত; কথেত্তানং — বলতে; সুত্তা — শুনে; কো অথো — কী প্রয়োজন; নু — নিষ্ঠয়ই; লম্বভাবো — লাভ; পটিমানেন্তং — শুভ মনে করে; বালং — মূর্ধকে; উপচগা — অতিক্রম করে গেল; তারকাতি — তারকা; অলভিত্তা — না পেয়ে; অগমংসু — চলে গেল।

अर्थात्

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ প্রশাদনের রাজত্বকালে নগরবাসীরা গ্রামবাসীর এক কল্যান বিষয়ের দিনক্ষণ ঠিক করল। তারা তাদের কুলগুরু আজীবককে লং শুভ হবে কিনা জানতে চাইল। আগে না বলে সবকিছু চূড়ান্ত করায় কুলগুরু কুম্ভ হলেন। তাই তিনি শুভকাজে বাধা সৃষ্টি করে বললেন, তিথি শুভ নয়। যদি তোমরা ঘঙ্গলকার্য সম্পাদন কর তাহলে ধ্রংশপ্রাপ্ত হবে। নগরবাসীরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে কল্যান আনতে গেল না।

ଏହିକେ ଗ୍ରାମବାସୀରା ସାରାଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରେ ରାତେ ଅନ୍ୟଜନେର ସାଥେ ଘୋସନ୍ତର ବିଷୟ ଦିଲ୍ : ପରଦିନ ନଗରବାସୀରା ଏସେ କଣ୍ୟା ଦାବି କରଇଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷ ବଲଲ, ତୋମରା ନିର୍ଭର୍ଜ ! ସବକିଛୁ ଠିକ୍ କରେ ଘୋସ ନିତେ ଏଳେ ନା । ତାଇ ଆମରା ଅନ୍ୟପାତ୍ରେ କଣ୍ୟା ସଂପଦାନ କରେଛି । ପଦକ୍ଷେତ୍ର କଣ୍ୟା ନିଯେ ଆସ ସମ୍ଭବ ନନ୍ଦ ।

উভয়পক্ষ যখন বাগড়া করছিল, সে সময় নগরবাসী এক পতিত সে পথ দিয়ে যাবার সময় তা শুনলেন। তিনি বললেন, তিথিকে কোন প্রয়োজন নেই। কন্যাটি পাওয়াই ছিল শুভ্যোগ। তিথিকে শুভ্যোগ মনে করে মর্দের সুযোগ নষ্ট হল।

উচ্চাদশ

শুভ কাজের কালাকাল নেই।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। উপদেশসহ নম্বত্র জাতকটি নিজের ভাষায় লেখ।
 - ২। নম্বত্র জাতকের আলোচ্য বিষয় কী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
 - ৩। 'নক্ষত্র পটিনামেত্বং অথো বালং উপচত্বা,
অথো অঞ্চোস্স নক্ষত্রং কিং করিস্সন্তি তারকাত্তি'।
গাথাটির অর্থ বিশদভাবে বুঝিয়ে জানু।

৪. সংক্ষেপে উভয় লেখ :

- ‘অজ্জ নেসৎ মঙ্গলস্তুরায়ৎ করিস্বামি’। উত্কৃষ্টি কার? তিনি কেন এ উত্কৃষ্টি করেছিলেন?
 - নগরবাসী ও গ্রামবাসীর মধ্যে বাগড়ার কারণ কী? ফল কী হয়েছিল?
 - ‘শুভ কাজের কালাকাল নেই’। – এটা কোন জাতকের উপদেশ? জাতকটির মূলকথা নেখ।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- | | |
|---|----------------------|
| ୧। ନଗରବାସୀରା କାର ମିକଟ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣ ହବେ କିମ୍ବା ଆମତେ ଚାଇଲା? | |
| କ. ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଜୀବକ | ଘ. କୂଳଗୁରୁ ଆଜୀବକ |
| ଶ. ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ବିମଳ | ଘ. ଧର୍ମଗୁରୁ ନିର୍ମଳ୍ୟ |

২। উভয়পক্ষ ঝগড়া করার সময় কে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল?

- | | | | |
|----|--------------|----|-------------|
| ক. | এক পণ্ডিত | খ. | এক শিক্ষক |
| গ. | এক সন্ন্যাসী | ঘ. | এক বংশীবাদক |

৩। 'পাঞ্জিসন্ধি' শব্দের বাংলা অর্থ কী?

- | | | | |
|----|-------------|----|----------------|
| ক. | প্রাপ্ত হয় | খ. | প্রাপ্ত হয়েছে |
| গ. | প্রাপ্ত হবে | ঘ. | প্রাপ্ত হবে না |

৪। 'অঞ্চলিকাণ্ড' শব্দের অর্থ কোনটি?

- | | | | |
|----|----------|----|--------------|
| ক. | পরম্পর | খ. | অন্য এক |
| গ. | অন্য লোক | ঘ. | অন্যদের জন্য |

সংজীব জাতক

অতীতে বারাণসীয়ৎ ব্রহ্মদণ্ডে রঞ্জৎ কারেন্টে বোধিসত্ত্বে মহাবিভবে ব্রাহ্মণকুলে নিবৃত্তিত্বা যথপত্তে তর্কসিলং গন্ত্বা সক্ষমিপ্পানি উগ্গগ্নিত্বা বারাণসিয়ৎ দিসাপামোক্ত্বো আচরিযো হৃত্বা পঞ্চ মানবকসতানি সিপ্পং বাচেতি। তেস্মু মানবেসু সংজীব নাম মানবো অথি। বোধিসত্ত্বে তস্ম মতকূটাপনমন্তং অদাসি। সো উট্ঠাপনমন্তং এব গহেত্বা পটিবাহন— মন্তং পন অগহেত্বা একদিবসং মানেবহি সম্বিং দারু অথায অরঞ্জঞং গন্ত্বা একং মত— ব্যগঘং দিয়া মানবে আহ : “ভো ইয়ৎ যতব্যাগঘং উট্ঠাপেস্সামী”তি। মানবা ন সক্ষিস্সন্সীতি আহংসা “পস্সন্তানং’গ্রেব বো উট্ঠাপেস্সামীতি।

“সচে মাগব সক্ষেসি উট্ঠাপেহৈ”তি এবঞ্চ পন বত্তা তে মাগবা বুক্থৎ অভিরুহিসু। সংজীব মন্তং পরিবতেত্বা মতব্যগঘং সক্ষব্যায পহরি। ব্যগঘো উট্ঠায বেগেনা গন্ত্বা সংজীবং গলনালিয়ৎ ভসিত্বা জীবিতক্ষয়ং পাপেত্বা ত'থেব পতি। সংজীব'পি তথেব পতি। উভোপি একট্ঠানে যেব মতা নিপজ্জিঃসু।

মাগবা দারুৎ আদায গন্ত্বা তৎ পবত্তিং আচরিযস্স আরোচেসুং। আচরিযো মাগবে আমন্তেত্বা, “তাতা, অসন্তপগ্গহা কারণা নাম অযুন্তট্ঠানে সক্ষার সম্মানং করোত্তো এবৰূপং দুক্থং পটিলভতি যেবা”তি বত্তা ইয়ৎ গাথং আহ :

অসন্তং যো পগ্গণ্হতি অসত্ত্বে উপসেবতি,
তমেব ঘাসং ক্রুরুতে ব্যগঘো সংজিবকো যথাতি।

বোধিসত্ত্বে ইমায গাথায ধম্মং দেসেত্বা দানাদিনি পুঞ্জঞ্জানি কত্তা যথাকম্মং গতো।

শব্দার্থ

নিবৃত্তিত্বা — জন্মগ্রহণ করে; বয়সত্ত্বে — বড় হয়ে; তর্কসিলং — তক্ষশিলায়; সক্ষমিপ্পানি — সকল শাস্ত্রে; উগ্গগ্নিত্বা — শিক্ষা করে; দিসাপামোক্ত্বো — বিশ্ববিদ্যাত; আচরিযো — আচার্য, শিক্ষক; হৃত্বা — হয়ে; মানবক — ব্রাহ্মণ কুমার; সিপ্পং — শিল, বিদ্যা; বাচেতি — শিক্ষা দিতেন; তেস্মু — তাদের মধ্যে; অথি — আছে; মতকোষপন — মৃতসংজীবন; মন্তং — মন্ত্র; অদাসি — দিয়েছিলেন; উট্ঠাপনমন্তং — সংজীবন মন্ত্র; গহেত্বা — গ্রহণ করে; পটিবাহন মন্তং — প্রতিবাহন মন্ত্র; যে মন্ত্র দ্বারা জীবকে পুনরায বিগত জীবন করা যায়; অগহেত্বা — না নিয়ে; দারু — কাষ্ঠ; অথায় — জন্ম; অরঞ্জঞং — অরণ্যে; মতব্যগঘং — মৃত ব্যাঘ্রকে; ভো — ওহে; উট্ঠাপেস্সামি — বাঁচাব; সক্ষিস্সন্সি — সমর্থ হবে; আহংসু — বলেছিল; পস্সন্তানং — চোখের সম্মুখে; বো — তোমাদের।

সচে সক্ষেসি — যদি পার; উট্ঠাপেহৈতি — বাঁচাও; এবঞ্চ — এবূপ; অভিরুহিসু — আরোহণ করেছিল; পরিবতেত্বা — আবৃত্তি করতে করতে; সক্ষব্যায — মরা মানুষের মাথার খুলি; পহরি — আঘাত করেছিল; উট্ঠায — উঠে; গলনালিয়ৎ — গলনালিতে; ভসিত্বা — দংশন করে; জীবিতক্ষয়ং — মৃত্যু; পাপেত্বা — প্রাপ্ত হয়ে; তথেব — সেখানেই; পতি — পড়ে গোল; উভোপি — দুজনেই; একট্ঠানে — একস্থানে; মতা — মৃত অবস্থায়; নিপজ্জিঃসু — পড়ে রাইল।

সামাধি

বোধিসত্ত্ব এক সময় মহাধনশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বড় হলে তক্ষশিলায় গিয়ে শাস্ত্রশিক্ষা করে বারাণসীতে পাঁচশত ব্রাহ্মণ কুমারকে শিক্ষা দিতেন। তাদের মধ্যে সংজীব নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার ছিল। বোধিসত্ত্ব তাকে মৃতসংজীবন (কিভাবে মৃত প্রাণীকে জীবিত করা যায়) মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সে সংজীবন মন্ত্র শিখে আর প্রতিবাহন (জীবিতকে মৃত করা) মন্ত্র না জেনে একদিন ব্রাহ্মণ কুমারদের সাথে কাঠ আহরণে বলে যায়। সেখানে একটি মৃত বাঘ দেখে সংজীবনের দেখানোর জন্য বাঘটিকে জীবিত করে। কিন্তু প্রতিবাহন মন্ত্র না শেখাতে বাঘটি মৃত থেকে জীবিত হয়ে বেগে এসে সংজীবের গলনালীতে দংশন করে। বাঘ তাকে মেরে ফেলে নিজে পূর্ববৎ নিস্তেজ হল। দুজনেই তথায় মৃত অবস্থায় পড়ে রইল।

ব্রাহ্মণ কুমারেরা কাঠ সংগ্রহ করে ফিরে এসে সেই সংবাদ আচার্যকে দিল। আচার্য তাদের সম্মোধন করে গাথায় যা বলেছিলেন তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল :

যে অসতের সেবা করে এবং অসতের উপকার করে
সংজীবের ন্যায় বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে।

উপদেশ

অসতের সেবা ও উপকার করা বৃথা।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। সংজীব জাতকটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ২। সংজীব জাতকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা কর।
- ৩। ‘অসতের সেবা ও উপকার করা বৃথা’। উপদেশটি কোন জাতকের? কাহিনীটি সংক্ষেপে লেখ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১। সংজীব কে ছিল? বোধিসত্ত্ব তাকে কোন মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন?
- ২। সংজীব কীভাবে মারা গেল?
- ৩। ব্রাহ্মণ কুমারেরা ফিরে এসে আচার্যকে কী সংবাদ দিল? আচার্য তাদেরকে সম্মোধন করে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- অসতৎ যো ————— অসতৎ উপসেবতি,
তমেব যাসং ————— ব্যগ্নঘো ————— যথা'তি।

ঘ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দাও :

- ১। বোধিসত্ত্ব কোথায় শিক্ষা করেছিলেন?

ক. মগধে

খ. পাটলিপুত্রে

গ. বারাণসীতে

ঘ. তক্ষশিলায়

২। বোধিসন্ত কতজন ব্রাহ্মণ কুমারকে শিক্ষা দিতেন?

- | | | | |
|----|-------|----|--------|
| ক. | চারশত | খ. | পাঁচশত |
| গ. | ছয়শত | ঘ. | সাতশত |

৩। সঙ্গীব কোন মন্ত্র শিখেছিলেন?

- | | | | |
|----|------------|----|-----------|
| ক. | মৃতসঙ্গীবন | খ. | প্রতিবাহন |
| গ. | উপনয়ন | ঘ. | উপসম্পদা |

৪। ব্রাহ্মণ কুমারেরা বলে কী জন্য শিখেছিলেন?

- | | | | |
|----|-------------|----|------------|
| ক. | কাষ্ঠ আহরণে | খ. | মণি আহরণে |
| গ. | ফল আহরণে | ঘ. | বাঁশ আহরণে |

৫। বাষটি জীবিত হয়ে সঙ্গীবের কোথায় দৎশন করেছিল?

- | | | | |
|----|--------|----|----------|
| ক. | পিঠে | খ. | বুকে |
| গ. | নাভিতে | ঘ. | গলনালীতে |

৬। ‘নিবাতিত্তা’ বলতে কী বোঝায়?

- | | | | |
|----|----------------|----|---------------|
| ক. | নির্বাপিত হয়ে | খ. | জন্মগ্রহণ করে |
| গ. | মৃত্যুবরণ করে | ঘ. | কাল্পিত হয়ে |

৭। ‘অভিরঞ্জিংসু’ ক্রিয়াটির অর্থ কী?

- | | | | |
|----|----------------|----|------------------|
| ক. | আচ্ছাদন করেছিল | খ. | অভিমান করেছিল |
| গ. | আরোহণ করেছিল | ঘ. | উত্তাপিত করেছিল। |

সুনখ জাতক

অতীতে বারাণসীয়ৎ ব্রহ্মদণ্ডে রঞ্জৎ কারেন্ট বোধিসত্ত্বে কাসিরট্টে একসিং মহাভোগকুলে নিবন্ধিত্বা ব্যপ্পত্তে ঘরবাসং গণ্ঠি। তদা বারাণসীয়ৎ একস্ম মনুস্মস্ম সুনখো অহোসি, পিতৃভূতং লভত্তো থুলসরীরো জাতো।

অথে'কো গামবাসী বারাণসী আগতো তৎ সুনখং দিয়া তস্ম মনুস্মস্ম উত্তরসাটকঞ্চ কহাপণঞ্চ দত্তা সুনখং গহেত্তা চম্পযোগেন বন্ধিত্বা যোত্তোটিয়ৎ গহেত্তা গচ্ছত্তো আটবিমুখে একং সালং পরিসিঙ্গা সুনখং বন্ধিত্বা ফলকে নিপজ্জিত্বা নিদং ওক্তি।

তসিং কালে বোধিসত্ত্বে কেলচিদেব করণীয়েন আটবিং পরিসত্ত্বে তৎ সুনখ যোগেন বন্ধিত্বা ফলকে নিপজ্জিত্বা ঠপিতং দিয়া পঠমং গাথং আহ :

বালো বতাযং সুনখো যো বরতং ন খাদতি,
বন্ধুঞ্চ পমুধেষ্য অসিতো চ ঘৰং বজে।
তৎ সুত্তা সুনখো দুতিযং গাথং আহ :
আটঠিতং মে মনস্মিং অথ মে হদযে কতং,
কালঞ্চ পটিকঙ্কমি যাব পস্সু পতিযোনোতি।

সো এবং বত্তা মহাজনে নিদং ওক্তে যোত্তং খাদিত্বা সুহিতো হত্তা পলায়িত্বা অন্তনো সামিকানং ঘরং এব গতো।

শব্দার্থ

কাসিরট্টে – কাশীরাজ্যে; নিবন্ধিত্বা – জন্মগ্রহণ করে; ব্যপ্পত্তে – বয়ঝ্রাপ্ত হলে; সুনখো – কুকুর; মহাভোগকুলে – ধনীর গৃহে; ঘরবাসং – গার্হস্থ্যধর্ম; পিতৃভূতং – অনুপিণি; থুলসরীরো – হষ্টপুষ্ট; উত্তরসাটকঞ্চ – উত্তরীয়, আচ্ছাদন বস্ত্র; কহাপণং – মোলপণ, এক টাকা; যোত্তোটিয়ৎ – রশির অগ্রভাগ; আটবিমুখে – বনের প্রবেশ পথে; নিপজ্জিত্বা – শুয়ে; কেলচিদেব করণীয়েন – কোন কার্য উপলক্ষে; সালং – পানথশালায়; ওক্তি – উপভোগ করেছিল। ঠপিতং – স্থিত; বত – নিশ্চয়ই; বন্ধুনা – বন্ধুন থেকে; পমুধেষ্য – মুক্ত হতে পারবে; অসিতো – থেয়ে; বজে – যেতে পারবে; আটঠিতং – আছে; মনস্মিং – মনে; কালঞ্চ – সময়ের; পটিকঙ্কমি – প্রতীক্ষা করছি; যাব – যখন; পস্সু – নিন্দিত হয়; পটিজনো – লোকজন; মহাজনে – সমস্ত লোক; যোত্তং – রঞ্জু; সুহিতো – আনন্দিত; সামিকানং – মালিকের; এব গতো – চলে গেল।

শর্মার্থ

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদণ্ডের রাজত্তকালে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বয়ঝ্রাপ্ত হলে সংসার - ধর্মে প্রবেশ করেন। সে সময় বারাণসীর একজন লোকের একটা পোষা কুকুর ছিল। সে কুকুরটি প্রতিদিন অন্তিপিড থেয়ে অত্যন্ত হষ্টপুষ্ট হয়েছিল। একদিন অন্য এক গ্রামবাসী বারাণসীতে এসে ওই কুকুরটি মালিকের নিকট থেকে একখানি চাদর ও এক টাকা মূল্যে ক্রয় করে নিল। কিছুদূর যাওয়ার পর বনের প্রবেশ পথে এক বাড়িতে কুকুরটিকে বেঁধে রেখে লোকটি তক্তার ওপর ঘুমিয়ে পড়ল। কুকুরটি চর্মরঞ্জুতে বাঁধা অবস্থায় ছিল।

তখন বোধিসত্ত্ব কোন কার্য উপলক্ষে সে বনে গিয়েছিলেন। তিনি কুকুরটিকে রঞ্জুবন্ধ দেখে প্রথম গাথা বললেনঃ

কুকুরটি বোকা; কারণ এ বন্ধনরঞ্জু থেয়ে ফেলছে না। তাহলে সে

বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজ ঘরে চলে যেতে পারে।



কুকুরটি তা শুনে উত্তর দিলঃ

এ ব্যাপারে আমার মনে ঠিক আছে। কিন্তু লোকজন কখন ঘুমাবে সে সুযোগের অপেক্ষায় আছি।

অতঃপর লোকজন নির্দিত হলে সে কুকুরটি চর্মরজ্জু খেয়ে পালিয়ে নিজ মালিকের নিকট চলে গেল।

উপদেশ

সময়ে এক ফোড়; অসময়ে দশ ফোড়।

টীকা

ব্রহ্মাদত্ত

ব্রহ্মাদত্ত বারাণসীর রাজা ছিলেন। প্রায় প্রতি জাতকেই এই নামের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং, এতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মাদত্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। এটা বংশগত উপাধি বিশেষ। অধিকাংশ জাতকের প্রারম্ভে “অতীতে বারাণসীয়ং ব্রহ্মাদত্তে রাজং কারেন্তে” — এরূপ লেখা আছে।

সকল দেশেই একটা না একটা কথা আরম্ভ করবার রীতি আছে। পাঞ্চাত্য কথাকারেরা ও ‘একদা’ বা ‘একসময়’ দ্বারা যে গঠের যোজনা করেন জাতক রচয়িতা হয়ত ‘বারাণসীরাজ ব্রহ্মাদত্তের রাজত্বকালে’ দ্বারা তাই সিদ্ধ করেছেন।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ১। উপদেশসহ সুন্থ জাতকটি বর্ণনা কর।
 - ২। সুন্থ জাতকের সারাংশ তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
 - ৩। ‘সময়ে এক ফোড়, অসময়ে দশ ফোড়’। - উপদেশটি কোন জাতকের?
- জাতকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ৪। ব্রহ্মাদত্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

- ১। কুকুরটি কে ত্রয় করেছিল? মূল্য কত ছিল?
- ২। বোধিসত্ত্ব কুকুরটিকে রজ্জুবদ্ধ দেখে কী বলেছিলেন?
- ৩। কুকুরটি কী উত্তর দিয়েছিল?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর:

অট্টিতৎ মে _____ অথ মে _____ কতৎ,
কালৎও _____ যাব _____ পতিযোনোতি।

৮. সঠিক উত্তরে টিক (✓) টিক দাও:

১। 'যোনিকোটিবৎ' শব্দের অর্থ কী?

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ক. রশির অগ্নভাগ | খ. রশির মধ্যভাগ |
| গ. রশির শেষভাগ | ঘ. রশির ছেঁড়া অংশ |

২। 'পাটিকজ্জামি' বলতে কী বোঝা?

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ক. প্রতীক্ষা করছি | খ. প্রতীক্ষা করেছি |
| গ. প্রতীক্ষা করব | ঘ. প্রত্যক্ষ করছি |

৩। কুকুরটি কী ছান্না বস্ত্র হিল?

- | | |
|---------|----------|
| ক. সিকল | খ. কাপড় |
| গ. রজু | ঘ. খাচা |

৪। বারাণসীর রাজা কে ছিলেন?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক. বিষ্঵সার | খ. প্রসেনজিৎ |
| গ. দুর্যুধন | ঘ. ব্রহ্মদত্ত |

উলুক জাতক

অতীতে পঠমকপ্পিকা সন্নিপতিত্বা একং অভিজ্ঞপং সোভগ্গপতং আগাসম্পন্নং সবকার পরিপুণং পুরিসং গহেত্তা, রাজানং করিঃসু। চতুর্পদাপি সন্নিপতিত্বা একং সীহং রাজানং করিঃসু। মহাসমুদ্রে মচ্ছা আনন্দং নাম মচ্ছৎ রাজানং অকংসু।

ততো সকুণগণা হিমবন্ত পদেসে একসিং পিট্টিপাসানে সন্নিপতিত্বা মনুসম্মেসু রাজা পঞ্চঞ্চায়তি চতুর্পদেসু চেব মচ্ছৎ চ অম্ভাকং পন্থনে রাজা নাম নথি। অপ্পতিস্মিন্দে নাম ন বটতি অম্ভাকংপি রাজানং লুদ্ধং বটতি। “একং রাজাট্ঠানে জানাথা’তি, তে তাদিসং সকুণং ওলোকযমানা একং উলুকং রোচেত্তা “অযং নো রুচ্ছতী” তি আহংসু।

অথেকো সকুণো সবেসং অজ্ঞাসযগহণথৎ তিক্থতুং সাবেসি। তস্ম সাবেষ্টস্ম হে সাবনা অধিবাসেত্তা ততিয সাবনায একো কাকো উট্টায তিক্থ তাব এতস্ম ইমসিং রাজাভিসেককালে এবরপং মুখং কুম্ভস্ম কীদিসং ভবিস্মতী”তি। ইমিনা হি কুম্ভেন ওলোকিত্বা মযং ততকপানে পকথিতুতিলা বিমতথ তথেব ভিজ্জি স্সাম, ইমং রাজানং কাতুং মযহং মুচ্ছতী তি ইযং অথং পকাসেতুং পঠমং গাথমাহঃঃ

সবেছি কির এগাতীহি কোসিধো ইস্সারো কতো,
সচে এগাতীহি অনুঞ্চেত্তাতো ভগ্নেয়াহং এক বাচিযতি।

অথনং অনুজ্ঞানন্দা সকুণা দুতিযং গাথং আহংসুঃঃ

তণ সম্ম অনুঞ্চেত্তাতো অথং ধম্মধও কেবলং
সভিহি দহরা পক্ষ্যৈ পঞ্চেবন্তো জুতিন্দরাতি।

সো এবং অনুঞ্চেত্তাতো ততিযং গাথমাহঃঃ

ন মে রুচ্ছতি ভদ্রং উলুকসমাভিসেচনং
অকুম্ভস্ম মুখং পস্ম কঠাং কুম্ভে কুম্ভস্মতী”তি।

সো এবং বত্তা “মযহং ন রুচ্ছতি, মযহং ন রুচ্ছতী”তি বিরবন্তো আকাসে উপগতি। উলুকোপি নং উট্টায অনুবন্ধি। ততো পট্টায তে অঞ্চেত্তাএঞ্চেং বেরং বশ্চিংসু। সকুণা সুবগ্নহংসং রাজানং কষ্টা পক্ষমিংসু।

অন্তর্ভুক্তি

পঠমকপ্পিকা — প্রথম কংগ্রে অধিবাসীগণ; সন্নিপতিত্বা — একত্রিত হয়ে; অভিজ্ঞপং — সুন্দর; আগাসম্পন্নং — আদেশ প্রদানে সমর্থ; সবকার পরিপুণং — সর্বলক্ষণযুক্ত; পুরিসং — পুরুষকে; গহেত্তা — নির্বাচিত করে; করিঃসু — করেছিল; চতুর্পদাপি — চতুর্পদ জন্মুরাও; আনন্দং নাম — আনন্দ নামক; মচ্ছং — মৎস্যকে; সকুণগণা — পক্ষীরা; হিমবন্তপদেসে — হিমালয়ে; পিট্টিপাসানে — পাহাড়প্রদ্বেষ্টে; মনুসম্মেসু — মনুষ্যদের মধ্যে; পঞ্চঞ্চায়তি — দেখা যায়; চতুর্পদেসু — চতুর্পদ জন্মুদের মধ্যে; অম্ভাকং — আমাদের; পন্থনে — মধ্যে; অপ্পতিস্ম — রাজা ব্যাতীত; ন বটতি — উচিত নয়; লুদ্ধং — লাভ করতে; রাজাট্ঠানে — রাজপদে; ঠিপেত্তুব — স্থাপনের; যুত্তুকং — উপযুক্ত; জানাথা’তি — পরিচয় কর; তাদিসং — সেৱুপ; সকুণং — পাথিকে; ওলোকযমানো — অন্তেষ্ট করতে করতে; উলুকং — পেচককে; রোচেত্তা — পছন্দ করে; অযং — ইহা; নো — আমাদের; রুচ্ছতী তি — পছন্দ হচ্ছে; আহংসু — বলেছিল।



অথেকো — অতঃপর একটি; সবেসং — সকলের; অজ্ঞাসয় — মত; গণহৃৎং — গ্রহণের জন্য; তিক্খতুং — তিনবার; সাবেসি — ঘোষণা করল; সাবেত্তস্মি — ঘোষণার; অধিবাসেত্তা — শোনার পর; উট্টায় — উঠে; তিট্ট — থাম; তাৰ — এখন; এতস্মি — ইহার; ইমস্মি — এই; রাজাভিস্মৈককালে — রাজ্য অভিযোগ হবার সময়; কুশ্চস্মি — ক্রুদ্ধ হলে; কীদিসং — কিৰূপ; ভবিস্মতী'তি — হৰে; ইমিনা — ইহা দ্বাৰা; ওলোকিত্বা — দেখলে; তন্তকটাহে — তন্ত কড়াইয়ে; পক্ষিক্ষত — নিক্ষিপ্ত; তিলা'বিষ — তিলের ন্যায়; তথ তথেব — সেখানেই; ভিজ্জস্মাষ — ফুটতে থাকব; কাতুং — করতে; ন কৃচ্ছতি — পছন্দ হচ্ছে না; অথং — অর্থ; পকাশ করতে; গাথামাছ — গাথা বলল।

সারাংশ

প্রাচীনকালে আদিমুগ্রে অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে একজন সুন্দর সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকে রাজা করেছিল। অনুরূপভাবে চতুর্পদ জন্মুৱা এক সিংহকে, মৎস্যুৱা আমন্দ নামক মৎস্যকে রাজা নির্বাচিত কৰে। তাৰপৰ পাখিৱা ছিলালয়ে পাষাণগৃহে সমবেত হয়ে তাদেৱ রাজা নির্বাচনেৱ বিষয় আলোচনা কৰল। শেষে একজন রাজপদেৱ যোগ্য ব্যক্তিকে অনুৰূপ কৰে একটি পেচককে পছন্দ হল।

অতঃপর একটি পাখি সকলেৱ মত মেঘুৱাৱ জন্য তিনবার ঘোষণা দিল। হিতীয়বার ঘোষণাৰ পৰ তৃতীয়বারে উঠে তাৰ বিৱোধিতা কৰল একটি কাক। দে বলল, রাজ্যাভিষেকেৱ সময় যাৰ চেয়াৱা এৱকম, ক্রুদ্ধ হয়ে চাইলে সবাই কড়াইয়ে নিক্ষিপ্ত তিলেৱ ন্যায় ফুটতে থাকবে। এজন্য পেচককে তাৰ পছন্দ হল না। এ কথা প্ৰকাশ কৰিবাৰ জন্য অনুমতি দেওয়া হলে কাক যথাধৰ্ম বলল। পাখিদেৱ সভায় পেচকেৱ অভিষেক তাৰ পছন্দ হল না। এ কথা বলতে বলতে কাক আকাশে উড়ে গৈল। সেদিন থেকে পেচক ও কাকেৱ মধ্যে শক্রতা হল। পাখিৱা সুবৰ্ণ হংসকে রাজা কৰে চলে গৈল।

উপদেশ

যাকে দেখতে নাই তাৰ চলন বাঁকা।

অনুশীলনী

ক. নিচেৱ প্ৰশ্নগুলোৱ উত্তৰ দাও :

- ১। উলুক জাতকটি তোমাৱ নিজেৱ ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।
- ২। উপদেশসহ উলুক জাতকেৱ বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কৰ।
- ৩। পাখিদেৱ রাজা নির্বাচনেৱ ঘটনাটি উল্লেখ কৰ।

খ. সংক্ষেপে উত্তৰ দেখ :

- ১। উলুক জাতকেৱ বিষয়বস্তু নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।
- ২। নিচেৱ পালি গাথাটিৰ বাংলা অনুবাদ কৰ :
ন মে বৃক্ষতি ভদ্ৰং উলুকস্মাভিস্মেচনং,
অকুলধস্ম মুখং পস্ম কথং কুল্মৰ্থা করিস্মতী'তি।
- ৩। পেচককে রাজা নির্বাচিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱে কাক সমত হল না কেন?

গ. শূন্যস্থান পূরন কর :

সবেহি কির ————— এগাতীহি কোসিয ইস্সরো কতো,

সচে ————— অনুঃএগাতো ভণেয্যাহং এক —————

ঘ. সঠিক উভরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। প্রথম কদের অধিবাসীগণ কাকে রাজা নির্বাচিত করেছিলেন?

- | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------|
| ক. | এক সৌভাগ্যশালী জ্ঞান ব্যক্তিকে খ. | রাজা বেস্সন্তরকে |
| গ. | নরসুন্দর নাপিতকে | ঘ. বিচক্ষণ ব্যক্তিকে |

২। পার্থিরা রাজা নির্বাচিত করার জন্য কোথায় সমবেত হয়েছিল?

- | | | | |
|----|---------------------|----|--------------------|
| ক. | নদীতীরের বনে | খ. | শষ্যক্ষেত্রের ধারে |
| গ. | হিমালয়ের পাষাণপঢ়ে | ঘ. | বটবৃক্ষের তলে |

৩। শেষে কাদের মধ্যে শত্রুতা হল?

- | | | | |
|----|----------------|----|---------------|
| ক. | কাক ও পেচক | খ. | বানর ও পাখি |
| গ. | সিংহ ও ব্যাঘ্ৰ | ঘ. | মানুষ ও দেবতা |

৪। মৎস্যরা কাকে রাজা নির্বাচিত করেছিল?

- | | | | |
|----|--------------------|----|-----------------------|
| ক. | সরোবরের মৎস্যকে | খ. | সমুদ্রের তিথি মৎস্যকে |
| গ. | আনন্দ নামক মৎস্যকে | ঘ. | চিত্র নামক মৎস্যকে |

৫। 'পঞ্জেয়তি' শব্দের অর্থ কী?

- | | | | |
|----|---------------|----|------------|
| ক. | দেখা গিয়েছিল | খ. | দেখা দিবে |
| গ. | দেখা যায় | ঘ. | দেখে থাকবে |

৬। 'তিক্ষ্ণুং' বলতে কী বোঝায়?

- | | | | |
|----|--------|----|---------|
| ক. | দুবার | খ. | তিনবার |
| গ. | চারবার | ঘ. | পাঁচবার |

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মপদট্টকথা

দেবদত্তসূস বন্ধু (১)

“অনিক্ষসাবো”তি ইমং ধর্মদেশনং সথা জেতবনে বিহুরন্তো রাজগহে দেবদত্তসূস কাসাবলাভং আরব্ভ কথেসি।

একস্মিং সময়ে রে অগ্রগ্রামকা পঞ্চসতে পঞ্চসতে অন্তনো পরিবারে আদায সখারং আপুছিত্বা জেতবনতো রাজগহং অগমংসু। রাজগহবাসিনো দ্বেপি তযোপি বহুপি একতো হৃত্বা আগত্বক দানং অদংসু। অথেক দিবসং আয়স্মা সারিপুত্রো অনুমোদনং করোন্তো “উপাসকা, একো স্যং দানং দেতি পরং ন সমাদপেতি সো নিবন্ধন নিবন্ধন্তানে ভোগসম্পদং লভতি, মো পরিবার সম্পদং।”

“একো পরং সমাদপেতি স্যং ন দেতি, সো নিবন্ধন নিবন্ধন্তানে পরিবার সম্পদং লভতি; মো ভোগসম্পদং। একো স্যম্পি ন দেতি পরম্পি ন সমাদপেতি সো নিবন্ধন্তানে কঞ্চিকমত্তম্পি কুচ্ছিপূরং ন লভতি; অনাথো হোতি নিষ্পচ্ছযো। একো স্যম্পি দেতি পরম্পি সমাদপেতি সো নিবন্ধন নিবন্ধন্তানে অন্তভাবসতেপি অন্তভাব সহস্রেপি অন্তভাব সত সহস্রেপি ভোগসম্পদং চেব পরিবারসম্পদং লভতী”তি এবং ধর্মং দেসেসি।

তমকো পত্তিপুরিসো সুত্বা “অচ্ছরিয়া বত ভো ধর্মদেশনা, সুকারণং কথিতং, ময়া ইমাসং দ্বিনং সম্পত্তিনং নিপৃফাদকং কমং কাতুং বট্টী”তি চিত্তেত্বা “ভন্তে, যে ম্যহং ভিক্খং গণহথা”তি থেরং নিমত্তেসি।

“কিন্তুকেহি তে ভিক্খুই অথো উপাসকা”তি?

“কিন্তুকা পন বো ভন্তে, পরিবারা”তি?

“সহস্রমত্তা উপাসকা”তি।

“সর্বে’ব সন্ধিং যে ভিক্খং গণহথ ভন্তে”তি।

থেরো অধিবাসেসি, উপাসকো নগরবীথিযং চরন্তো— “অম্প, তাত, ময়া ভিক্খুসহসসং নিমত্তিতং, তুমহে কিন্তুকানং ভিক্খুনং ভিক্খুং দাতুং সক্ষিস্সথ, তুমহে কিন্তুকানং”তি সমাদপেসি। মনুস্সা অন্তনো পহোনকনিযামেন “ম্যং দসন্নং দস্সাম।”— “ম্যং বীসতিয়া”— “ম্যং সতস্সা”তি আহংসু। উপাসকো— “তেন হি একস্মিং ঠানে সমাগমং কঢ়া একতোপ পচিস্সাম, সর্বে তিল তড়ুল সম্পি ফাণিতাদীনি সমাহরথা”তি একট্টানে সমারাপেসি।

অথস্স একো কুটুম্বিকো সতসহস্সগঘনিকং গৰ্ভকাসাব বথং দত্তা “সচে তে দানবট্টং পন নম্পহোতি ইদং বিস্সজেত্বা যদুনং তং পুরেয্যাসি। সচে পহোতি যস্সিচ্ছসি তস্স ভিক্খুনো দদেয্যাসী”তি আহ। তস্স সববং দানবট্টং পহোসি, কিঞ্চিৎ, উনং, নাহেসি। সো মনুস্সে পুঁছি “ইদং অয্যা, কাসাবং একেন কুটুম্বিকেন এবং নাম বত্তা দিন্নং, অতিরেকং জাতং, কস্স নং দেমা”তি? একচে “সারিপুত্রেরস্সা”তি আহংসু। একচে “থেরো সস্সপাক সময়ে আগত্বা গমনসীলো, দেবদত্তো অমৃহাকং মজ্জালামজ্জালেসু সহায়ো, উদকমণিকো বিয নিচ্ছপতিট্টিতো, তস্স তং দেমা”তি আহংসু। সম্বুলিকায কথাযাপি “দেবদত্তসূস দাতবৰং”তি বন্তারো বহুতরা আহেসু। অথনং দেবদত্তসূস অদংসু। সো তং ছিন্দিত্বা সংবিদহিত্বা রজিত্বা নিবাসেত্বা পারুপিত্বা বিচরতি। তং দিয়া “নয়দং দেবদত্তসূস অনুচ্ছবিকং, সারিপুত্রেরস্স অনুচ্ছবিকং দেবদত্তো অন্তনো অনুচ্ছবিকং নিবাসেত্বা পারুপিত্বা বিচরতী”তি বদিংসু।

অথকো দিসাবাসিকো ভিক্খু রাজগহা সাবথিং গন্ত্বা সথারং বন্দিত্বা কতপটিসন্থারো সথারো দ্বিনং অগ্গসাবকানং ফাসু বিহারং পুচ্ছিতো আদিতো পট্টায় সববৎ তৎ পবত্তি আরোচেসি। সথা— “ন খো ভিক্খু, ইদানেবেসো অত্তনো অননুচ্ছবিকং বথং ধারেতি পুরেহি ধারেসি যেবা”তি বত্তা অতীতং আহরি :

অতীতে বারাণসিয়ৎ ব্রহ্মদত্তে রজং কারেন্তে বারাণসীবাসী একো হথিমারকো হথীং মারেত্বা মারেত্বা দত্তে চ নথে চ অত্তানি চ ঘনমৎসঞ্চ আহরিত্বা বিক্রিগত্তো জীবকং কপ্পেতি।

অথেকস্মিং অরঞ্জেও অনেকসহস্ৰা হথী গোচৰং গহেত্বা গচ্ছত্বা পচেক বুদ্ধে দিষ্মা ততো পট্টায় গচ্ছমানা গমনাগমনকালে জনুকেহি নিপত্তিত্বা বন্দিত্বা পক্ষমত্তি। একদিসং হথিমারকো তৎ কিরিয়ৎ দিষ্মা “আহং ইমে কিছেন মারেমি, ইমে চ গমনাগমনকালে পচেকবুদ্ধে বদন্তি, কিন্তুখো দিষ্মা বন্দত্বা”তি চিন্তেত্তো কাসাবত্তি সলঃকৃত্বেত্বা ময়াপিদানি কাসাবং লন্ধুং বট্টী”তি চিন্তেত্তো একস্ম পচেক বুদ্ধস্ম জাতস্মৰং ওয়ায়হ নহযেন্তস্ম তীরে ঠিপিতেসু কাসাবেসু চীবৱং খেনেত্বা তেসং হথীনং গমনাগমনমগ্নে সন্তি গহেত্বা সসীসং পারুপিত্বা নিসীদতি। হথী তৎ দিষ্মা পচেকবুদ্ধেতি সঞ্চেত্তি সঞ্চেত্তি বন্দিত্বা পক্ষমত্তি। সো তেসং সববপচেত্বো গচ্ছত্বং সন্তিযা পহরিত্বা মারেত্বা দত্তাদীনি গহেত্বা সেসং ভূমিযং নিখনিত্বা গচ্ছতি।

অপরভাগে বোধিসত্ত্বে হথিযোনিয়ৎ পটিসন্ধিং গহেত্বা হথিজেট্টো যুথপতি আহোসি। তদাপি সো তথেব করোতি। মহাপুরিসো অত্তনো পরিসায় পরিহানিং এত্তো “কুহিং ইমে হথী গতা মন্দ জাতা”তি পুচ্ছিত্বা—

“ন জানাম সামী”তি বুন্তে-

“কুহিষ্ঠি গচ্ছত্বা মং অনাপুচ্ছা ন গমিস্মস্তি, পরিপন্থেন ভবিতবৎ”তি চিন্তেত্বা “একস্মিং ঠানে কাসাবং পারুপিত্বা নিসিন্নস্ম সন্তিকা পরিপন্থেন ভবিতবৎ”তি পরিসঙ্গিত্বা “তৎ পরিগণহিতুং বট্টী”তি সবে হথী পুরতো পেনেত্বা স্যং পচেত্বো বিলম্বমানো আগচ্ছতি। সো সেসহথীসু বন্দিত্বা গতেসু মহাপুরিসং আগচ্ছত্বং দিষ্মা চীবৱং সংহরিত্বা সন্তি বিস্মজি। মহাপুরিসো সন্তি উপট্টপেত্তো, আগচ্ছত্বো পচেত্বো পটিকমিত্বা সন্তি বশেগমি। অথনং “ইমিনা ইমে হথী নাসিতা” গণহিতুং পক্ষখন্দি। ইতরো একং রক্তখং পুরতো কত্তা নিলীয়।

অথনং বুকখেন সন্ধিং সোভায পরিকথিপিত্বা গহেত্বা ভূমিযং পোথেস্মামী”তি তেন নীহরিত্বা দস্মিতং কাসাবং দিষ্মা “সচাহং ইমস্মিং দুস্সিস্মামি অনেকসহস্রসেসু মে বুদ্ধ পচেকবুদ্ধ যীগাসবেসু লজ্জা চ নাম ভিন্না ভবিস্মস্তী”তি অধিবাসেত্বা “ত্যা মে এন্তকা এণ্ডকা নাসিতা”তি পুচ্ছি।

“আম সামী”তি বুন্তে-

“কস্মা এবং ভারিয়ৎ কম্মমকাসি? অত্তনো অননুচ্ছবিকং বীতরাগানং অনুচ্ছবিকং বথং পরিদহিত্বা এবজপং কমং করোত্তেন ভারিয়ৎ ত্যা কতৎ”তি এবং পন বত্তা উত্তরম্পি নিগুগ্নহত্তো — অনিক্ষসাবো কাসাবং..... স বে কাসাবমরহত্বী”তি বত্তা “অযুত্তন্তে কতৎ”তি আহ।

সথা ইমং ধমদেসনং আহরিত্বা — “তদা হথিমারকো দেবদত্তো আহোসি, তস্ম নিগুগ্নহকো হথিনাগো আহমেবা”তি জাতকং সমাধানেত্বা”ন ভিক্খবে ইদানেবে পুবেপি দেবদত্তো অত্তনো অননুচ্ছবিকং বথং ধারেসিযেবা”তি বত্তা ইমা গাথা অভাসি :

“ଅନିକ୍ରସାବୋ କାମାବଂ ଯୋ ବଥ୍ ପରିଦହେସ୍ସତି,
ଅପେତୋ ଦମସଚେନ ନ ସୋ କାମାବମରହତି ।

ଯୋ ଚ ବନ୍ତକ୍ରସାବସ୍ସ ସୀଲେସୁ ସୁସମାହିତୋ,
ଉପେତୋ ଦମସଚେନ ସ ବେ କାମାବମରହତୀ”ତି ।

ଛଦନ୍ତଜାତକେନାପି ଚ ଅୟମଥୋ ଦୀଗେତରବତି ।

ତଥ – “ଅନିକ୍ରସାବୋ”ତି କାମାରାଗାଦୀହି କ୍ରସାବୋ । ପରିଦହେସ୍ସତି”ତି – ନିବାସନ ପାରପନ ଅଥାରନବସେନ – ପରିଭୃତ୍ତିଙ୍ଗସ୍ସତି, ପରିଦହିସ୍ସତି”ତି ପି ପାଠୀ । “ଅପେତୋ ଦମସଚେନ”ତି – ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନେନ ଚେବ ପରମଥସଚଚ ପକ୍ଷିଖିକେନବୀଶଚେନ ଚ ଅପେତୋ ବିଯୁତୋ ପରିଚନ୍ତୋତି ଅଥୋ । “ନ ସୋ”ତି – ସୋ ଏବରପୋ ପୁଗଗଳୋ କାମାବଂ ପରିଦହିତୁଂ ନାରହତି ।

“ବନ୍ତକ୍ରସାବସ୍ସ”ତି–ଚତୁର୍ଥ ମଗ୍ନୋହି ବନ୍ତକ୍ରସାବୋ ପହିନ କ୍ରସାବୋ ଅସ୍ସ ।

“ସିଲେସୁ”ତି–ଚତୁର୍ପାରିସୁନ୍ଧି ସୀଲେସୁ ।

“ସୁସମାହିତୋ”ତି–ସ୍ଵର୍ତ୍ତ ସମାହିତୋ ସୁଟ୍ଟିତୋ ।

ଉପେତୋ”ତି–ଇନ୍ଦ୍ରିୟଦମନେନ ଚେବ ବୃତ୍ତପକାରେନ ସଚେନ ଚ ଉପଗତୋ । “ସ ବେ”ତି ସୋ ଏବରପୋ ପୁଗଗଳୋ, ତଥ ଗଞ୍ଚକାମାବବଥ୍ ଅରହତୀ”ତି ।

ଗାଥା ପରିଯୋଜାନେ ସୋ ଦିସାବାସିକୋ ଭିକ୍ଖୁ ସୋତୋପଣ୍ଡୋ ଜାତୋ । ଅଞ୍ଚିତ୍ରେପି ବହୁ ସୋତାପତ୍ରିଫଳାଦୀନି ପାପୁନିଂସୁ’ତି । ଦେଶନା ମହାଜନସ୍ସ ସାଥିକା ଅହୋସୀ”ତି ।

ଶବ୍ଦାର୍ଥ

ଅନିକ୍ରସାବୋ – କାମାରାଗାଦି କଲୁଷ୍ୟୁକ୍ତ ; ଧର୍ମଦେଶନଂ – ଧର୍ମଦେଶନା; ସଥା – ଶାସତା, ଭଗବାନ; ଆରବ୍ତ – କଥାପ୍ରସଙ୍ଗେ; ଅଗ୍ରଗ୍ରାବକଗଣ ; ଅନ୍ତନୋ – ନିଜେଦେର; ଆଦାୟ – ନିଯେ; ଆପୁଚ୍ଛିତ୍ତା – ଜିଜେସ କରେ; ଅଗମଂସୁ – ଗିଯେଛିଲେନ; ଦାନଂ ଅଦଂସୁ – ଦାନ ଦିଯେଛିଲେନ; ଅଥେକ ଦିବସଂ – ଅତଃପର ଏକଦିନ; ଆୟୁଷା – ଆୟୁଷାନ (ସୟୋଧନର୍ଥେ); ଅନୁମୋଦନଂ କରଣ୍ତୋ – ଅନୁମୋଦନ କରତେ କରତେ; ସସଂ ଦାନଂ ଦେତି – ନିଜେ ଦାନ ଦେଯ; ପରଂ ନ ସମାଦପେତି – ଅପରକେ ଦାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ନା; ନିବକ୍ତ ନିବକ୍ତଟ୍ଟାନେ – ସେଥାନେ ସେଥାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ; ଭୋଗସମ୍ପଦଂ – ଭୋଗସମ୍ପଦ; ଏକୋ – ଏକଜନ, କେଉଁ; ସଯମିତ୍ର – ନିଜେଓ; ପରଶ୍ପି – ଅପରକେଓ; କଞ୍ଜିକମଞ୍ଜିଶ୍ଚ – ପାତ୍ରାଭାତ୍ତଓ; କୁଚିହ୍ପର୍ବଂ – ଉଦରପୂର୍ଣ୍ଣ; ନିଷ୍ପଚ୍ଯୋ – ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ; ସତ ସହସ୍ରେପି – ସତ ସହସ୍ରେ; ଦେଶେସି – ଦେଶନା କରଲେନ; ତମକୋ ସୁତା – ତା ଶୁନେ; ଅଚରିଯା – ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ; କଥିତଂ – ବଲା ହେୟେଛେ; ଦିନ୍ନଂ – ଦୁଇ; ନିପ୍ରଫାଦକଂ କମଂ – ତେମନ କର୍ମ; କାତୁଂ ବଟ୍ଟି – କରତେ ହେବ; ଗଣ୍ଥଥ – ଗ୍ରହଣ କରୁନ; ନିମନ୍ତେସି – ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରଲେନ; କିନ୍ତୁକେହି ତେ ଭିକ୍ଖୁହି – କତଜନ ଭିକ୍ଷୁ; ଅଥୋ – ପ୍ରୋଜନ; ସବେହଂବ – ସକଳକେ; ସମ୍ପିଂ – ସହ ।

ଆଧିବାସେସି – ସମତ ହଲେନ; ନଗରବୀଧିଯଂ – ନଗର ପଥେ; ଚରଣ୍ଟୋ – ବିଚରଣ କରତେ କରତେ; ନିମନ୍ତିତଂ – ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରା ହେୟେଛେ; ଦାତୁଂ – ଦିତେ; ସକ୍ଷିଷ୍ମସ୍ସଥ – ସମର୍ଥ ହେବ; ପହୋନକନିଯାମେନ – ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ; ଦସନ୍ନଂ – ଦଶଜନକେ; ଦସ୍ସାମ – ଦେବ; ବୀସତିଯା – ବିଶଜନକେ; ଏକମ୍ବିଂ ଠାନେ – ଏକମ୍ବାନେ; ସମାଗେମଂ କଢା – ଏକତ୍ରିତ କରେ; ଏକତୋବ ପଚିସ୍ସାମ – ଏକତ୍ରେ ପାକ କରବ; ସବେ – ସକଳେ; ତତ୍ତ୍ଵ – ଚାଉଳ; ସପ୍ତି – ସି; ଫାଗିତାଦୀନି – ଗୁଡ଼ ପ୍ରଭୃତି; ସମାହରାପେସି – ଆନନ୍ଦ କରଲେନ; ଏକଟ୍ରାନେ – ଏକମ୍ବାନେ ।

ଅଥସ୍ସ – ଅତଃପର; କୁଟୁମ୍ବିକୋ – କୁଟୁମ୍ବ, ଆଜ୍ଞାଯ; ସତସହସ୍ରପଗ୍ଯାନିକଂ – ଶତ ସହସ୍ର ମୂଲ୍ୟେର; ଗଞ୍ଚକାମାବ ବଥ୍ – ସୁଗଞ୍ଚ କାମାଯ ବନ୍ତ; ସଚେ – ସଦି; ଦାନବଟ୍ଟଂ – ଦାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ; ନପହୋତି – କମ ହୟ; ବିସ୍ମଜେତ୍ତା – ବିକ୍ରଯ କରେ; ପୂରେୟାସି –

পূরণ করবেন; পহোসি — পর্যাপ্ত হল; টনং — কম; নাহোসি — হল না; অয্যা — মহাশয়গণ; ছিন্দিত্তা — ছিঁড়ে; সংবিদহিত্তা — সেলাই করে; নিবাসেত্তা — পরিধান করে; অনুচ্ছবিকং — অনুপযুক্ত; বিচরতি — বিচরণ করছে; দিসাবাসিকো — অন্যস্থানের; বন্দিত্তা — বন্দনা করে; ফাসু বিহারং — কুশল বার্তা; আদিতো পট্ঠায় — প্রথম থেকে; পৰত্তিঃ — বৃত্তান্ত; আরোচেসি — নিবেদন করলেন; ধারেতি — ধারণ করে; হস্তিমারকো — হস্তিমারক; মারেত্তা — মেরে; অত্তানি — অন্ত; বিক্রিণ্তো — বিক্রয় করে; জীবিকং কস্পেতি — জীবিকা নির্বাহ করে; অরঞ্জেও — অরণ্যে; পচেকবুদ্ধে — পচেক (প্রত্যোক) বুদ্ধকে; জনুকেহি নিপত্তিত্তা — জানু নত করে; তৎ কিরিযং — সেই কার্য; বন্দিত্তা পক্ষমন্তি — বন্দনা করে চলে যেত; জাতস্সরং — সরোবরের; নহায়ত্তস্স — ঝান করতে; মেনেত্তা — চুরি করে; সসীসং পারুপিত্তা — নিজের মন্তক আবৃত করে; পহরিত্তা — আঘাত করে; ভূমিযং নিখনিত্তা — ভূমিতে পুতে; পটিসম্বিধং গহেত্তা — জন্মগ্রহণ করে; যুথপতি — দলনেতা; পরিসায় — দল; পরিহানিং — পরিহানি; কোহিং — কোথায়; পরিসংজ্ঞিত্তা — আশংকা করে; সত্তিং উপট্টপ্তেন্তো — সাবধানের সাথে; পক্খন্মি — অগ্রসর হলেন; সোভায় — শুভ; পরিক্ষিপিত্তা — জড়িয়ে ধরে; ধারেসিয়েব — ধারণ করেছিল; অয়মৰ্থো — আরও; দীপেতবো — প্রকাশ করা উচিত; সুট্টিতো — সুস্থিত।

সারমর্ম

ভগবান বুদ্ধ জ্ঞেতবনে বাস করবার সময় দেবদত্তের উপাখ্যানটি ‘কে কাষায় বস্ত্র (চীবর) ধারণের অনুপযুক্ত’ — এ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

সারিপুত্র ও মহামৌদগল্যায়ন— অগ্রশূবকন্দয় প্রত্যেকে পাঁচশত শিষ্যসহ রাজগৃহে গিয়েছিলেন। রাজগৃহবাসী সামর্য্য অন্যায়ী আগস্তুক ভিক্ষুদেরকে ভিক্ষাদান করে। সারিপুত্র স্থবির পুণ্য অনুমোদন করবার সময় দানের সুফল সম্পর্কে ধর্মোপদেশ দেন। যে দান করে অথচ অপরকে উৎসাহিত করে না; তার ভোগসম্পদ লাভ হয়। কিন্তু পরিজন সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। আর যে নিজে দান করে এবং অন্যকেও দান দিতে বলে তার উভয় সম্পদ লাভ হয়।

এ উপদেশ শুনে এক উপাসক সারিপুত্র স্থবির ও মৌদগল্যায়নসহ সকল ভিক্ষুকে তার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। উপাসক তার দানক্রিয়ার কথা রাজগৃহের সবাইকে জানালেন এবং যে যা পারে সেরূপ দান দিতে উৎসাহিত করেন।

কেউ দশজনের, কেউ একশত জনের এমনি করে প্রচুর দানসামগ্ৰী এল। উপাসক সবাইকে একত্রিত করে এক জায়গায় রাখা করালেন। তাঁর এক আতীয় এক লক্ষ টাকা মূল্যের কাষায় বস্ত্র দান দিয়ে উপাসককে বললেন, ‘যদি দানীয় জিনিষের অভাব হয় তাহলে এটা বিক্রি করবেন। আর সংকুলান হলে যে ভিক্ষু ইচ্ছা করেন তাঁকে দেবেন।’ দানসামগ্ৰী বেশি হওয়ায় সেটা বিক্রি করার দরকার হল না। কোনো কোনো উপাসক চীবরখানি সারিপুত্র স্থবিরকে দিতে বললেন। আবার কেউ দেবদত্তকে দিতে বললেন। অধিকাংশ উপাসক দেবদত্তকে দিতে বলায় তাঁকে দেওয়া হল।

দেবদত্ত চীবরখানি পরিধান করে বিচরণ করবার সময় অনেকে মন্তব্য করলেন, চীবরখানি দেবদত্তের যোগ্য নয়, সারিপুত্র স্থবিরেরই যোগ্য। একজন ভিক্ষু বুদ্ধ দর্শনে শ্রাবণত্ব গিয়েছিলেন। শাস্তা অগ্রশূবকন্দয়ের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তিনি এ ঘটনা বিস্তারিত জানালেন। বুদ্ধ বললেন, দেবদত্ত শুধু বৰ্তমান জন্মে অযোগ্য বস্ত্র পরিধান করছে না পূর্বেও করেছিল। এ বলে শাস্তা তার অতীতের কথা বলতে লাগলেন।

সুদূর অতীতে দেবদত্ত বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করে হস্তী মেরে জীবিকা-নির্বাহ করত। সেই সময় বোধিসত্ত্ব হস্তীকুলে জন্ম নিয়ে বহু হস্তীর দলপতি হয়েছিলেন। দলসহ বিচরণ করবার সময় এক পচেক বুদ্ধকে দেখে হস্তীরাজ নতজানু

হয়ে বস্দনা করলেন। হস্তিব্যাধি তা দেখে চীবর পরিধান করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। হস্তীরা তাকে বস্দনা করে চলে যেত। ব্যাধি শেষের হস্তীকে মেরে নিয়ে যেত। এভাবে দলের হাতি কমে যেতে দেখে বোধিসত্ত্ব চিঞ্চ করলেন। একদিন তিনি সকলের পেছনে রাইলেন। অন্যান্য হাতি ভিক্ষু বেশধারী হস্তিমারককে বস্দনা করে এগিয়ে যাচ্ছিল। শেষে বোধিসত্ত্বের প্রতি অস্ত্র নিষ্কেপ করল। মহাসত্ত্ব সাধারণে পিছু হটে আত্মরক্ষা করলেন। পরে তিনি শুভের দ্বারা হস্তী মারককে বৃক্ষের সাথে জড়িয়ে মেরে ফেলতে চাইল। কিন্তু কাষায় বস্ত্র থাকাতে তাকে মারল না। তার এরূপ গুরুতর কার্য করার জন্য ভর্তসনা করলেন। সেই হস্তীমারকই ছিলেন দেবদত্ত।

বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে দেবদত্তের অযোগ্য কাষায় বস্ত্র ধারণ করার জন্য নিম্নের দুটি গাথা ভাষণ করেছিলেন যার বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল :

১। যে কামরাগাদি কলুষযুক্ত হয়ে গৈরিক বসন ধারণ করে, অথচ সত্য ও দমগুণ থাকে না সে গৈরিক বসনের অনুপযুক্ত।

২। যিনি কলুষযুক্ত, শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সংযত ও সত্যপরায়ণ তিনিই গৈরিক বসন ধারণের উপযুক্ত।

টীকা

দেবদত্ত

দেবদত্ত ছিলেন দেবদহ নগরের কোলিয়রাজ অঞ্জনের নাতি। পিতার নাম সুপ্রবুদ্ধ। যশোধরার খুড়তুতু ভাই। তিনিও ভদ্রিয়, আনন্দ, উপালি, অনিন্দ্য প্রভৃতির সঙ্গে প্রবৃজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঝাঁপ্দিবলে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখতেন। বুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রথমে মগধরাজ অজাতশত্রুকে নিজের পক্ষে এনেছিলেন। বুদ্ধ রাজগৃহের গৃহকুট পর্বতে অবস্থানের সময় তাঁকে হত্যার জন্য দেবদত্ত প্রস্তরখণ্ড নিষ্কেপ করেছিলেন। তাতেও সফলতা লাভ করতে না পেরে রাজা অজাতশত্রু সহায়তায় নালাগিরি নামক মদমন্ত হস্তিত লেলিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁর অনুগত ভিক্ষুদের নিয়ে পাঁচটি নিয়ম বিধিবন্ধ করতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধ সংজ্ঞের ক্ষতিকর সেই পাঁচটি নিয়ম বিধিবন্ধ করেননি। ফলে সংঘভেদ করে পাঁচশত অনুগত ভিক্ষু নিয়ে গয়াশীর্ষ নামক পর্বতে চলে যান। সংঘভেদ গুরুতর অপরাধ। মৃত্যুর পূর্বে দেবদত্ত দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে বুদ্ধের নিকট ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনা করার জন্য গয়াশীর্ষ পর্বত থেকে জেতবন অভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রাবস্তীর জেতবনের নিকটবর্তী পুকুরে ঝান ও জল পান করার জন্য মঝে থেকে অবতরণ করলে পৃথিবী দ্বিখা বিভক্ত হয়ে দেবদত্ত মৃত্যুবরণ করে নরকে গমন করেন।

ধর্মপদটীকথা

এটি বিরাট গ্রন্থ। ধর্মদের মূল গ্রন্থের অর্থকথা হিসেবে স্বীকৃত। এর অন্তর্গত ৪২৩টি গাথারই আটটকথা রচিত হয়েছে এবং ২৬টি বর্গে বিভক্ত। ধর্মপদটীকথার প্রত্যেক গল্পকে গঠন পদ্ধতি অনুসারে আটভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—
১. মূলগাথা যার ওপর ভিত্তি করে গল্পটি রচিত; ২. যাকে উপলক্ষ করে গল্পটি বলা হয়েছে; ৩. বর্তমান গল্প বা পচ্চুন্ম বথু; ৪. ঘটনার অবতারণাসূচক গাথা; ৫. প্রত্যেক গাথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা; ৬. ধর্মদেশনার ফল; ৭. অতীত কাহিনী ও ৮. পাত্র-পাত্রী পরিচিতি।

বলতে গেলে জাতকের পাঁচটি অংশের মতই মনে হয়। জাতক ও ধর্মপদটীকথার পার্থক্য এই যে, জাতকের গল্প বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী বলাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ধর্মপদটীকথায় শ্রাবক বা বুদ্ধশিষ্যদের পূর্বজীবনের কাহিনীই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এটিকে অপাদানের সমপর্যায় বলা যায়। তখনকার ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির উপাদান হিসেবে ধর্মপদটীকথার গুরুত্ব অপরিসীম।

সুমনাদেবীয়া বর্ণ

“ইধ নন্দতী” তি ইমং ধমদেসনং সথা জেতবনে বিহুরত্তো সুমনাদেবীং আরব্ত কথেসি ।

সাবধিযং হি দেবসিকং অনাথপিণ্ডিকস্স গোহে দ্বে ভিকখুসহস্সানি ভুঞ্জতি । তথা বিসাখায মহাউপাসিকায । সাবধিযং চ যো যো দানং দাতুকামো হোতি সো সো তেসং উভিন্নং ওকাসং লভিত্বা করোতি । কিং ধারণা? তুম্কাং দানগংগং অনাথপিণ্ডিকো বা বিসাখা বা আগতা”তি পুচ্ছত্বা “নাগতা”তি বুন্তে সতসহস্সং বিস্সজ্জেত্তা কতদানশ্চ “কিং দানং নামেতং” তি গরহণ্তি । উভোপি তে ভিকখুসজ্জেস্স রুচিং চ অনুচ্ছবিক-কিছানি চ অতিবিষ্য জানন্তি ।

তেস্মু বিচারেন্তেস্মু ভিকখু চিত্তরূপং ভুঞ্জতি, তস্মা সবের দানং দাতুকামা তে গহেত্তুব গচ্ছন্তি । ইতি তে অন্তনো ঘরে ভিকখু পরিবিসিতুং ন লভন্তি । ততো বিসাখা – “কো নু খো মম ঠানে ঠত্তা ভিকখুসজ্জং পরিবিসিস্সতী”তি উপধারেতী পুত্সস ধীতরং দিঙ্গা তং অন্তনো ঠানে ঠপেসি । সা তস্মা নিবেসনে ভিকখুসজ্জং পরিবিসতি । অনাথপিণ্ডিকোপি মহাসুভদ্রং নাম জেট্টধীতরং ঠপেসি । সা ভিকখুনং বেয়াবচৎ করোত্তী, ধমং সুণ্তী’ সোতাপন্না হত্তা পতিকুলং অগমাসি । ততো চুলঃসুভদ্রং ঠপেসি । সাপি তথেব করোত্তী, সোতাপন্না হত্তা পতিকুলং গতা ।

অথ সুমনাদেবীং নাম কণিট্ঠ ধীতরং ঠপেসি । সা পন সকদাগামিফলং পত্তা কুমরিকাব হত্তা তথারূপেন অফাসুখেন আতুরা আহারুপছেদং কঢ়া পিতরং দট্টুকামা হুত্তা পক্ষেসাপেসি । সো একমিং দানঞ্জে তস্মা সাসনং সুত্তুব আগতা “কিং অম্ম সুমনে”?— তি আহ ।

সাপি নং আহ— “কিং তাত কণিট্ঠভাতিকা”তি?

“বিপ্লবপসি অম্মা”তি? “ন বিপ্লবামি কনিট্ঠভাতিকা”তি । “ভায়সি অম্মা”তি? “ন ভায়মি কণিট্ঠভাতিকা”তি ।

এন্তকং বত্তায়েব পন সা কালমকাসি । সো সোতাপন্নোপি সমানো সেট্টিধীতরি উপ্সন্নোকং অধিবাসেতুং অসক্ষেত্রে ধীতু সরীরকিচ্চৎ কারেত্তা রোদত্তো সথু সন্তিকং গন্ত্বা “কিং পহপতি, দুক্ষি দুষ্মনো অস্সুমুখো রুদমানো উপাগতোসী” তি বুন্তে—

“ধীতা মে ভন্তে । সুমনাদেবী কালকতা”তি আহ !

“অথ কস্মা সোচসি? নন্ম সব্ববেসং একংসিকং মৰণং”তি?

“জানামেতং ভন্তে, এবরূপা পন মে হিরোত্পসম্পন্না ধীতা, সা মরণকালে সতিং পচচুপট্টাপেতুং অসক্ষেত্রে বিপ্লবমানা মতাতি মে অনশ্পকং দোমনস্সং উপ্পজ্জতী”তি ।

কিং পন তায কথিতং মহাসেট্টী” তি?

অহং তং ভন্তে, অম্ম সুমনে”তি আমন্তেসিৎ, অথ মং আহ“কিং তাত কণিট্ঠ ভাতিকা” তি? ততো বিপ্লবপসি অম্মা” তি?

“ন বিপ্লবামি কণিট্ঠভাতিকা” তি । ভায়সি অম্মা” তি?

“ন বিপ্লবামি কণিট্ঠভাতিকা” তি ভায়সি অম্মা” তি ।

“ন ভায়মি কণিট্ঠভাতিকা” তি । এন্তকং বত্তা কালমকাসী” তি ।

অথনং ভগৱা আহ— “ন তে মহাসেট্টি ধীতা বিপ্লবতী”তি ।

“অথ কস্মা এবমাহা”তি?

“কণিট্ঠত্তায়েব, ধীতা হি তে গহপতি মগ্গফলেহি তথা মহল্লিকা, তং হি সোতাপন্না, ধীতা পন তে সকদাগামিনী; সা

মগ্নগফলেহি মহাল্লিকতা এবমাহা”তি।

“এবং ভদ্রে”তি?

“এবং গহপতী”তি।

“ইদানিঃ কুহি নিবৰত্তা ভদ্রে”তি?

তুসিতভবনে গহপতী” তি বুন্দে-

“ভদ্রে মম ধীতা ইধ এগাতকানং অস্তরে নন্দমানা বিচরিত্বা ইতো গত্ত্বাপি নন্দনটুঠানেযেব নিবৰত্তা”তি?

অথনং সথা – “আম গহপতি, অপ্যমন্তা নাম গহট্টা বা পৰবজিতা বা ইধলোকে চ পৰলোকে চ নন্দতি যেবা”তি বত্তা
ইমং গাথমাহ :

“ইধ নন্দতি পেচ নন্দতি কতপুঞ্জেণ্ড উভযথ নন্দতি,

পুঞ্জেণ্ডম্যে কতন্তি নন্দতি ভিয়ে মন্দতি সুগতিং গতো” তি।

তথ – “ইধা” তি – ইধলোকে কমানন্দনেন নন্দতি।

“পেচা”তি – পৰলোকে বিপাক নন্দনেন নন্দতি।

“কতপুঞ্জেণ্ড”তি নান্পকারসুস পুঞ্জেণ্ডসুস কন্তা।

“উভযথা”তি ইধ কতং মে কুসলং, অকতং পাপতি নন্দতি; পৰথ বিপাকং অনুভবতো নন্দতি।

“পুঞ্জেণ্ডম্যে” তি-ইধ নন্দতো পন পুঞ্জেণ্ডম্যে কতন্তি সোমনস্মর্তকেন বা কমানন্দনং উপাদায নন্দতি।

“ভীযো”তি-বিপাক নন্দনেন পন সুগতিং গতো সন্তপঞ্জেণাস বস্সকেটিয়ো স্টোঁঁশ্ব বস্সতহসুসামি দিবসম্পত্তিং
অনুভবতো তুসিতপুরে অতিবিয নন্দতী”তি।

গাথা পরিযোসানে বহু সোতাপন্নাদযো আহেসুং। মহাজনস্স সাধিকা ধর্মদেসনা জাতাতি।

শব্দার্থ

নন্দতি – নন্দিত হয়; বিহুরভো – অবস্থান করবার সময়; দ্বে ডিক্ষু সহস্সানি – দুই হাজার ডিক্ষু; তুঞ্জতি – ভোজন
করেন; পেছে – গৃহে; সারবিধং – শ্রাবস্তীতে; দাতুকামো – দিতে ইচ্ছা করা ; তেসং উভিন্নং – তাদের দুজনের; কিং
কারণা – কী কারণ; দানগ্রং – দানকার্য; নাগতা – আসেন নি; পুচ্ছত্বা – জিজেস করে; রুচিং- অভিরুচি; গরহষ্টি –
উপহাস করে; অনুচ্ছবিক কিছানি – অনুকূল কাজ; অতিবিয – অত্যঙ্গ; দুর্কৃতি দুশ্মনো – দুষ্কৃতি মনে; বুদ্ধানো –
কাঁদতে কাঁদতে; অগ্রগুরু – অগ্রগুরু; বিচরণেসু – বিচরণ করেন; চিন্তকপং – যথারুচি; তস্মা – তাই; গহেত্তুব –
ইচ্ছায়; পরিবিসিতং – পরিবেশন করতে; উপধারেষ্টি – উপযুক্ত মনে করে; ঠিপেসি – নিযুক্ত করলেন; নিবেসনে –
ঘরে; জেট্টুঁধীতরং – জ্যেষ্ঠ কন্যা; বেয়াবচৎ – পরিচর্যা; পতিকুলং – স্বামীর গৃহে; সাপি – তিনিও; তথেব – সেৱণপ;
সোতাপন্ন – স্বোতাপন্ন; কণিট্ট – ছোট; পত্না – প্রাপ্ত হয়ে, লাভ করে; আতুরা – রোগ; আহাৰুপচ্ছেদং – আহারে
অনিষ্টা; দট্টকামা – দেখতে ইচ্ছা; পক্ষোসাপেসি – ডেকে পাঠালেন; অম্মা – মা (সমোধনার্থে); ন বিপ্লবামি –
প্রলাপ বকছি না; ভায়সি – ভয় পাছ; এতকং – এতদূর; উপন্নসোকং – উৎপন্ন শোক; অধিবাসেতুং – সম্বৰণ করতে,
অনুমোদন করতে; অসকোত্তো – অসমর্থ হয়ে ; সরীরকিচং – অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শেষকৃত্য; সন্তিকং – নিকটে; গহপতি –
গৃহপতি; উপাগতোসি – আসছে; কালকতা – মারা গেছে; কস্মা – কেন; সোচসি – অনুশোচনা করছ; একংসিকং –
একাস্ত; জানামেতং – তা তো জানি; হিরোত্সম্পন্না – লজ্জাশীলা ; সতিং পচুপট্টাপেতুং – সৃতি ঠিক রাখতে;
মহাসেচ্ছী – মহাশ্রেষ্টী, অত্যন্ত ধনশালী ব্যক্তি; ভাতিকা – ভাতা; কণিট্টতাযেব – কনিষ্ঠ বলে; মহাল্লিকা – বড়, বৃদ্ধ;
এবমাহ – এৱপ বললেন; কোহিং – কোথায়; নিবৰত্তা – উৎপন্ন হয়েছে; এগাতকানং – জ্ঞাতিদের মধ্যে; অস্তরে

নন্দমানা —আনন্দ মনে; নন্দনটানেয়েৰ — আনন্দময় স্থানে; অপমতা — অপমত হয়ে; পৰজিতা — প্ৰজিত; ইধনন্দতি — ইহলোকে আনন্দিত হয়; কৃতপুঁৰ্ণেৱা — কৃতপুণ্য; নান্পকারস্স —নান্পকারেৱ; পৰথ বিপাকং — রলোকে কৰ্মফল; সৌমনস্সমত্বেন — সৌমন অৰ্থাৎ আনন্দ দ্বাৰা বৰ্ধিত।

মৰ্মার্থ

শ্রাবস্তীতে অনাথপিডিক ও মহা-উপাসিকা বিশাখা প্ৰত্যেকেৰ ঘৱে দৈনিক দুই হাজাৰ ভিক্ষুকে ভোজন কৰাতেন। শ্রাবস্তীতে যাঁৱা দান দিতেন তাঁৱাও অনাথপিডিক ও বিশাখাৰ সময় নিয়ে দানকাৰ্য কৰাতেন। কাৰণ, তাঁৱা দুজন দানকাৰ্যে উপস্থিত থাকলে ভিক্ষুসংঘ পৰিতৃপ্ত সহকাৰে ভোজন কৰাতেন এবং দাতাৱাও আনন্দ পেতেন। সেই কাৰণে তাঁদেৱ দুজনেৱ গৃহে তাঁৱা ভিক্ষুসংঘকে খাদ্যতোজ্য পৰিবেশন কৰতে পাৱতেন না। অন্যদেৱ দানক্ৰিয়ায় অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতেন।

ভিক্ষুসংঘেৱ পৰিচৰ্যাৰ সুবিধাৰ্থে বিশাখা তাঁৰ পুত্ৰেৱ কন্যাকে উপযুক্ত মনে কৱে ভিক্ষুসংঘকে পৰিবেশন কৱাৱ জন্য নিযুক্ত কৱলেন। অনাথপিডিকও তাঁৰ মেয়ে মহাসুভদ্ৰাকে নিযুক্ত কৱলেন। মহাসুভদ্ৰা ধৰ্মকথা শুনে স্বোতাপন্তি ফল লাভ কৱলেন এবং পৰে স্বামীৰ ঘৱে চলে গেলেন। তাৱপৰ ছেটমেয়ে সুভদ্ৰার ওপৱ কাজেৱ ভাৱ দিলেন। তিনি বিয়েৰ পৰ শৃশুৱালয়ে স্বামীৰ ঘৱে কৰতে লাগলেন। ফলে সৰ্বকনিষ্ঠ মেয়ে সুমনাদেবীকে এ কাজে নিযুক্ত কৱলেন। তিনি সকৃদাগামী ফল লাভ কৱেন এবং কুমাৰী অবস্থাতেই ছিলেন।

এ সময় তাঁৰ রোগ হয়। রোগে জীৰ্ণ-শীৰ্ণ হয়ে যান। মৃতুকাল আসন্ন দেখে পিতাকে সংবাদ দিলেন। তখন অনাথপিডিক ছিলেন অন্য নিয়ন্ত্ৰণ-গৃহে। তিনি মেয়েৱ রোগসংবাদ শুনেই চলে এলেন। এসে মেয়েকে তাৱ অবস্থাৰ কথা জিজেস কৱলেন। তাঁদেৱ কথোপকথনে মেয়ে পিতাকে ‘কনিষ্ঠ আতা’ সমৰ্থন কৱলেন। পিতা মনে কৱলেন, মেয়ে যেন তাৱ সাথে প্ৰলাপ বকছে। ভয় পেয়েছে কিনা পিতা তাৱ জন্য চিহ্নিত হলেন। কিন্তু মেয়ে ভয় পায়নি বলে পিতাকে জানিয়ে দিল। এতদুৱ বলেই সুমনা দেবীৰ মৃত্যু হল। শ্ৰেষ্ঠী স্বোতাপন্তি হলেও মেয়েৱ মৃত্যু শোক সম্ভৱণ কৰতে পাৱলেন না। মেয়েৱ শেষকৃত্য সমাপন কৱে তিনি কাঁদতে কাঁদতে ভগবান বুদ্ধেৱ নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ অনাথপিডিকেৱ দৃঢ়িত মন দেখে তাৱ কাৰণ জিজেস কৱেন। শ্ৰেষ্ঠী তাঁৰ মেয়ে সুমনাদেবীৰ মৃত্যুৰ সংবাদ দিলেন। ‘সকলেৱ মৃত্যু অনিবার্য’ এ বিষয় সূতি কৱবাৱ জন্য বুদ্ধ শ্ৰেষ্ঠীকে উপদেশ দিয়ে সংহত কৱলেন। মৃত্যুকালে সুমনাদেবী পিতাকে ‘কনিষ্ঠ আতা’ সমৰ্থন কৱাতে তা তিনি বুদ্ধকে নিবেদন কৱলেন এবং পুণ্যবৰ্তী মেয়েৱ মৃত্যুক্ষণ কিৱুপ হবে তা নিয়ে ভাবিত হয়ে বুদ্ধকে জানালেন।

বুদ্ধ প্ৰত্যুতোৱে বললেন, সুমনাদেবী আনন্দময় স্থান তৃষ্ণিত ভবনে উৎপন্ন হয়েছে। মৃত্যুকালে সে প্ৰলাপ বকে নি। শ্ৰেষ্ঠী স্বোতাপন্তি ফললাভী এবং মেয়ে সকৃদাগামীৰ্ণী বলে সে মাৰ্গফলেৱ দ্বাৰা বড় বলে একুপ বলেছে। এ কথা প্ৰসঞ্জো বুদ্ধ যে গাথাটি বলেছিলেন তাৱ বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলঃ

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোকে ও পৱলোকে উভয়েই আনন্দিত হন।

আমাৱ দ্বাৰা পুণ্যকৰ্ম কৱা হয়েছে, এটা স্মৰণ কৱে তিনি আনন্দিত হন

এবং সুগতিপ্ৰাপ্ত হয়ে তিনি আৱও পৱমানন্দ লাভ কৱেন।

টীকা

অনাথপিডিক

তিনি বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুমন শ্রেষ্ঠী। অনাথপিডিকের বাল্য নাম ছিল সুদন্ত। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রেষ্ঠীপদ লাভ করে অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী হন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। অনাথ-আতুর তাঁর গৃহ থেকে ফিরে যেত না। সেজন্য তাঁকে ‘অনাথপিডিক’ বলা হত। তিনি এ নামেই সমধিক খ্যাত। তিনি বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অনেক অবদান রেখেছেন। শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার তাঁরই দান। এ বিহার নির্মাণ করার জন্য তিনি আঠার কোটি টাকা স্বর্গমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন। এ বিহারেই বুদ্ধ উনিশ বর্ষা অতিবাহিত করেছিলেন।

সুমনাদেবী

তিনি শ্রাবস্তীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সুদন্ত যিনি অনাথপিডিক নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পিতার সর্বকনিষ্ঠা কল্যা বলে তাঁকে পরিবারের সবাই আদর করত। তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। ডিক্ষুসঙ্গের ধর্মদেশনা শ্রবণকালে সূক্ষ্মাগামী ফল লাভ করেন। সর্বদা ডিক্ষুসঙ্গের পরিচর্যা করতেন। মৃত্যুর পর তুষিত সর্পে উৎপন্ন হন।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। দেবদত্তস্স বখু (১) এর সারমর্ম তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
- ২। দেবদত্তের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ৩। দেবদত্তের উপাখ্যানের আলোকে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ কর।
- ৪। ‘সুমনাদেবীয়া বখু’র বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।
- ৫। সুমনাদেবী কে ছিলেন? পিতার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বর্ণনা দাও।
- ৬। ধর্মপদটুঠকথা’র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ :

- ১। দেবদত্ত কে ছিলেন? তাঁর স্বভাব কীরূপ ছিল?
- ২। শ্রাবস্তীর লোকেরা কীভাবে দানকার্য সম্পন্ন করতো? সেই দানকার্যে অনাথপিডিক ও বিশাখার ভূমিকা কীরূপ ছিল?
- ৩। সুমনাদেবীর মৃত্যুর দৃশ্যটি সংক্ষেপে বল।
- ৪। নিচের গাথাটির বাংলা অনুবাদ কর :
‘যো চ বস্তুকসাবস্স সীলেসু সুসমাহিতা,
উপেতো দমসচেনসবেকাসাবমরহতীতি’।

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

- অনাথপিডিক শ্রেষ্ঠী, মহাউপাসিকা বিশাখা।
- “অনিক্ষসাবো”তি - এই ধর্মদেশনা বুদ্ধ কোথায়, কাকে এবং কী উদ্দেশ্যে বলেছিলেন?



গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

সাবথিয়ং হি ————— অনাথপিডিকস্স গেহে দ্বে ভিক্খুসহস্সানি —————
তথা বিসাখায় —————। সাবথিয়ং চ যো যো দানং ————— হোতি সো।
সো তেসং উভিন্নং ————— লভিত্বাব করোতি।

ঘ. সঠিক উভয়ের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। দেবদত্তের উপাধ্যাত্ম বৃন্দ কোথায় দেশনা করেছিলেন?

- | | | | |
|----|----------|----|---------|
| ক. | রাজগ্রহে | খ. | সারলাথে |
| গ. | বেনুবনে | ঘ. | জেতবনে |

২। যে দান করে অথচ অপরকে উৎসাহিত করে না, তার শুধু কী লাভ হয়?

- | | | | |
|----|-----------|----|------------|
| ক. | ভোগসম্পদ | খ. | পরিজনসম্পদ |
| গ. | উভয়সম্পদ | ঘ. | মিত্রসম্পদ |

৩। পূর্বজন্মে দেবদত্ত বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করে কিসের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন?

- | | | | |
|----|------------|----|----------------|
| ক. | মাছ ধরে | খ. | পাখি শিকার করে |
| গ. | ব্যবসা করে | ঘ. | হস্তী মেরে |

৪। তখন হস্তীর দলগতি কে ছিলেন?

- | | | | |
|----|------------|----|-----------|
| ক. | আনন্দ | খ. | দেবদত্ত |
| গ. | বোধিসত্ত্ব | ঘ. | মহাকাশ্যপ |

৫। ‘নিষ্পত্তিযো’ শব্দের অর্থ কী?

- | | | | |
|----|-----------|----|-----------|
| ক. | সৌভাগ্য | খ. | মন্দভাগ্য |
| গ. | দুর্ভাগ্য | ঘ. | হতভাগ্য |

৬। ‘বেষ্যাবচ্ছ’ শব্দের বাংলা কী?

- | | | | |
|----|-----------|----|------------|
| ক. | বোধিচর্চা | খ. | পরিচর্যা |
| গ. | পরচর্চা | ঘ. | জ্ঞানচর্চা |

৭। মহাউপাসিকা বিশাখা দৈনিক কত হাজার ভিক্ষুকে ভোজন করাতেন?

- | | | | |
|----|-----------|----|-----------|
| ক. | এক হাজার | খ. | দুই হাজার |
| গ. | তিন হাজার | ঘ. | চার হাজার |

৮। অনাথপিডিক শ্রেষ্ঠীর আসল নাম কী?

- | | | | |
|----|---------|----|---------|
| ক. | সুদত্ত | খ. | জিনদত্ত |
| খ. | জয়দত্ত | ঘ. | সোমদত্ত |

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାଯ

ଶୁଦ୍ଧକ ପାଠ

କରଣୀର ମେତ୍ରଂ

ନିଦାନଂ

୧. ସମ୍ବାନୁଭାବତୋ ଯକ୍ଖା ନେବ ଦସ୍‌ସେଷି ଡିଃସନ୍‌
ଯହାହି ଚେବାନ୍ୟୁଞ୍ଜନ୍ତୋ ରାତିଂ ଦିବମତନିତୋ ।
୨. ସୁଖ୍‌ ସୁପତି ସୁତୋ ଚ ପାପଂ କିଷିଂହ ପ ପ୍ରସତି,
ଏବମାଦି ଗୁଣୋପେତଂ ପରିଷ୍ଟଂ ତଂ ଭଗାଯ ହେ ।

ଶୁତ୍ରଂ

୧. କରଣୀଯମଥକୁସଲେନ ସନ୍ତ୍‌ ସନ୍ତ୍‌ ପଦଂ ଅଭିସମେତ,
ସଙ୍କୋ ଉଜ୍ଜୁ ଚ ସୁଜ୍ଜ ଚ ସୁବଚୋ ଚସ୍‌ ମୃଦୁ ଅନତିମାନୀ ।
୨. ସନ୍ତ୍‌ସଙ୍କୋ ଚ ସୁଭରୋ ଚ ଅଷ୍ପକିଚୋଚସନ୍ତ୍ରହୁକବୁତି
ସନ୍ତିନ୍ଦ୍ରିୟୋ ଚ ନିପକୋ ଚ ଅଷ୍ପଗର୍ବଭୋ କୁଳେସୁ ଅନନ୍ତଗିମ୍ନେଷ୍ଠୋ ।
୩. ନ ଚ ଖୁଦଂ ସମାଚାରେ କିଷିଂ ଯେନ ବିଏଂଏୟ ପରେ ଉପବଦେଯ୍‌
ସୁଖିନୋ ବା ଖେମିନୋ ହୋତ୍ର ସବେ ସତା ଭବତ୍ତ ସୁଖିତତା ।
୪. ଯେ କେଚି ପାନା ଭୃତ୍ୟ ତସା ବା ଥାବରା ବା ଅନବସେସା,
ଦୀଘା ବା ଯେ ମହତା ବା ମଜ୍ଜିମା ରସ୍‌କାନୁକଥୁଲା ।
୫. ଦିଟ୍ଟଠା ବା ଯେବ ଅଦିଟ୍ଟଠା ଯେ ଚ ଦୂରେ ବସନ୍ତି ଅବିଦୂରେ,
ଭୃତା ବା ସନ୍ତବେସୀ ବା ସବେ ସତା ଭବତ୍ତ ସୁଖିତତା ।
୬. ନ ପରୋ ପରଂ ନିକୁବେଥ, ନାତିମାଗ୍ନାଗ୍ରେଥ କଥଚି ନ କିଷିଂ
ବ୍ୟାରୋସନା ପଟିଷ୍ଟସାଗ୍ରାଗ ନାଗ୍ରାମାଗ୍ରାଗସ୍‌ ଦୁକ୍‌ଖମିଚେଯ ।
୭. ମାତା ଯଥା ନିୟଂ ପୁତ୍ରଂ ଆୟୁସା ଏକପୁତ୍ରମନୁରକ୍ତେ,
ଏବମିପ ସବଭୃତେସୁ ମାନସଂ ଭାବଯେ ଅପରିମାଣଂ ।
୮. ମେତ୍ରଂ ସବଲୋକନ୍ତିଂ ମାନସଂ ଭାବଯେ ଅପରିମାଣଂ,
ଉତ୍ସଂ ଅଧୋ ଚ ତିରିଯତ୍ତ ଅସମ୍ଭାବଂ ଅବେରମସପତ୍ରଂ ।
୯. ତିଟ୍ଟଂ ଚରଂ ନିସିଲ୍ଲୋ ବା ସଯନୋ ବା ଯାବତସ୍‌ ବିଗତମିଦ୍ଦୋ,
ଏତଂ ସତିଂ ଅର୍ବିଟ୍ଟଠେୟ ବ୍ରନ୍ଦମେତଂ ବିହାରମିଧମାହୁ ।
୧୦. ଦିଟ୍ଟଠଂ ଅନୁପଗମ୍ ସୀଲବା ଦସ୍‌ନେନ ସମ୍ପର୍ଳୋ,
କାମେସୁ ବିଲେୟ ଗୋଧଂ ନହି ଜାତୁ ଗବ୍ଭସେୟଂ ପୁନରେତୀତି ।

ଶରୀର

ସଂ ତଃ ସନ୍ତଃ ପଦ୍ମ - ସେଇ ଯେ ଶାନ୍ତ ନିର୍ବାଣ ପଦ୍ମ ଆହେ; ତଃ ଅଭିସମେଚ - ସେଇ ପଦ ଜ୍ଞାତ ହେଁ; ଅଥକୁସଲେନ କରଗୀଯ় - ତା ଲାଭେଷ୍ଟୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ; ସଙ୍କୋ - ଦକ୍ଷ; ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଝଞ୍ଜୁ; ସୁଜୁ - ଅକୁଟିଲ; ସୁବଚୋ - ମିଟ୍ଟିଭାଷି; ମୁଦୁ - ମୃଦୁ; ଅନତିମାନୀ ଚ ଅସ୍ମ - ନିରଭିମାନ ହବେ; ସନ୍ତୁସ୍ମକୋ - ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ; ସୁଭରୋ - ସୁଖପୋଷ୍ୟ; ଅପକିଚୋ - ଅଞ୍ଜକୃତ୍ୟ; ସଲହୁକବୁତି - ସଂଲଘୁକ ବୃତ୍ତି, ଅଲ୍ଲେ ତୁଫ୍ଟ ହେଁଯା; ସନ୍ତିଦ୍ଵିଷୋ - ଶାନ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟ; ନିପକୋ - ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ; ଅପଗବ୍ରତୋ - ଅପଗଲ୍ଭ; କୁଲେନୁ ଅନନ୍ତୁଗିର୍ଦ୍ଦେଖୋ - ଗୃହମୁଦ୍ରାର ପ୍ରତି ଅନାସଙ୍କ୍ତ; ନ ଚ କିଞ୍ଚିତ ଖୁଦଂ ସମାଚରେ - କୋନ କିଛୁ ହୀନ ଆଚରଣ କରବେ ନା; ଯେଣ ପରେ ବିଏସ୍‌ଏସ୍ ଉପବଦ୍ୟୁଃ - ଯା ଦୀରା ଅପର ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅପବାଦ କରତେ ପାରେନ; ସବେର ସନ୍ତା - ସକଳ ପ୍ରାଣୀ; ସୁଖିନୋ - ସୁଖି; ସୁଖିତତ୍ତ୍ଵ ଡବତ୍ତ - ସୁଖ ହୋକ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଚିତ୍ତ ହୋକ; ଯେ କେବି ଅନବସେମା - ଯେ ସମୁଦୟ; ତ୍ରୀ - ତୃକ୍ଷାୟକ୍ତ; ଥାବରା - ତୃକ୍ଷା ଓ ଭୟହୀନ; ଦୀଘା - ଦୀର୍ଘ; ମହତା - ମହତ; ମଜ୍ଜିବିମା - ମଧ୍ୟମାକୃତି; ରସ୍ମକା - ହୁମ୍ବା ଶରୀରଧାରୀ; ଅଣୁକା - କ୍ଷୁଦ୍ରଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ; ଥୁଲା - ସଥୁଲ; ପାଣା ଭୃତ୍ୟ - ଜୀବ ଆହେ; ଯେ ଚ ଦିଟ୍ଟଠା - ଯେ ସମୁଦୟ ଦୃଷ୍ଟି; ଯେ ଚ ଅଦିଟ୍ଟଠା - ଯେ ସମୁଦୟ ଅଦୃଷ୍ଟ; ଯେ ଚ ଦୁରେ ଅବିଦୁରେ ବା ବସନ୍ତି - ଯାରା ଦୁରେ ବା ନିକଟେ ବାସ କରେ; ଭୃତା - ଯାରା ଜନ୍ମେହେ; ସମ୍ଭବେସୀ - ଯାରା ଜନ୍ମାବେ; ନହିଜାତ୍ - ଜନ୍ମୁଗ୍ରହଣ କରେନ ନା; ନ ପରୋ ପରଃ - ଏକେ ଅପରକେ; ନିକୁବେଥ - ବସନ୍ତା କରବେ ନା; କଥଚି ନ କିଞ୍ଚିତ ନାତିମାଧ୍ୟେରଥ - କାଟକେ ଅବଜ୍ଞା କରବେ ନା; ବ୍ୟାରୋସନା ପାତିଘ୍ସଏସ୍‌ଏସ୍ - କାଯମାନୋବାକ୍ୟେର ବିକ୍ରିତିବଶତ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପାଦନ କରେ; ଅଏସ୍‌ଏସ୍ ଅଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍ - ଏକେ ଅପରକେ; ନ ଇଚ୍ଛେଯ - ଇଚ୍ଛା କରବେ ନା; ନିୟ - ସ୍ମୀଯ; ଏକପୁଣ୍ଡ - ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକେ; ଆୟୁସା - ଆୟୁ ଦ୍ଵାରା; ଅନୁରକ୍ତଖେ - ରକ୍ଷା କରେ; ସବରଭୂତେସୁ - ସକଳ ଜୀବେର ପ୍ରତି; ଏବିଷ୍ପ - ଏବୁପ; ଅପରିମାଣ - ଅପରିମୟ; ମାନସଃ ଭାବସେ - ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା କରବେ; ଉନ୍ଧଃ ଅଧୋ ଚ - ଓପରେ ଓ ନିଚେ; ତିରିଯଥ - ତିର୍ଯ୍ୟକଭାବେ; ସବଲୋକନିଃ - ସରବତ; ଅସମ୍ଭାବଃ - ଭେଦଜାନ ରହିତ; ଅବେର - ବୈରିତାହୀନ, ଶତ୍ରୁତାହୀନ; ତିଟ୍ଠଃ - ଚିଥିତ ଅବସ୍ଥାଯ; ଚରଃ - ବିଚରଣ କରତେ କରତେ; ନିସିନ୍ନୋ ବା - ଉପବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାଯ; ସଯନୋ ବା - ଶାୟିତ ଅବସ୍ଥାଯ; ଯାବତା - ଯତକ୍ଷଣ; ବିଗତମିର୍ଦ୍ଦେଖୋ ଅସ୍ମ - ମାନସିକ ଅଲସତା ବିଗତ ହୁଏ; ଏତଃ ସତିଃ ଅଧିଟ୍ଟିର୍ଯ୍ୟ - ଏ ସ୍ମୃତି ଅଧିଷ୍ଠାନ କରବେ; ଇଦଃ ବ୍ରକ୍ଷବିହାରମାତ୍ର - ଏକେ ବ୍ରକ୍ଷବିହାର ବଲେ । ଦିଟ୍ଟଠିଷ୍ଠି ଅନୁପଗମ - ମିଥ୍ୟାଦୃଷ୍ଟି ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ; ଶୀଲବା ଦସ୍ମନେନ ସମ୍ପନ୍ନା - ଶୀଲବାନ ଓ ସମ୍ୟକଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଆର୍ଯ୍ୟାବକ ; କାମେସୁ - କାମେର ପ୍ରତି; ଗେଧ - ବିନ୍ୟେ - ଲିପ୍ସା ବିଦୂରିତ କରେ; ଗବ୍ଭମେସ୍ୟ - ଗର୍ଭାଶୟ; ପୁନରେତି - ପୁନରାୟ ଆସେନ ନା ।

କରଗୀଯ ମୈତ୍ରୀ ସୁତ୍ରେର ଭୂମିକା

ଏକ ସମୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରାବନ୍ତୀତେ ଅବସ୍ଥାନ କରଛିଲେନ । ତଥନ ବର୍ଷାବାସେର ପ୍ରାକାଳେ ପାଂଚଶତ ଭିକ୍ଷୁ ଭଗବାନେର ନିକଟ ଥେବେ କରମ୍ବାନ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ତାରପର ହିମାଲୟର ପାଦଦେଶେ ମନୋରମ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷାବାସ ଆରମ୍ଭ କରେଛିଲେନ । ପାର୍ଶ୍ଵାବତୀ ଗ୍ରାମଗୁଲୋତେ ଭିକ୍ଷାଚରଣ କରେ ତାରା ନିର୍ବିଷେ ଶ୍ରାମଗ୍ୟଧର୍ମ ପାଲନ କରାଇଛିଲେନ । ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ଦେବନେ ଓ ନିୟମିତ ଧର୍ମଚରଣେ ତାଁଦେର ଶରୀର ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଁଲାଇଛି । ମେଖାନେ ବହୁ ବୃକ୍ଷଦେବତା ବାସ କରାଇନ । ଭିକ୍ଷୁଗଣେର ଶୀଲତେଜେ ତାଁରା ସ୍ଵ ସ୍ଥାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରତେ ପାରାଇଲେନ ନା । ଫଳେ ଆଜ୍ଞାୟ-ସଜଳ ନିଯେ ଇତଃଶ୍ଵର ପରିଭ୍ରମଣ କରାଇଲେନ । ଭିକ୍ଷୁଗଣ କଥନ ସେଇ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଯାବେନ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଲେନ । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାବାସ ଶେଷ ନା କରେ ତାଁରା ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରବେନ ନା ବୁଝିତେ ପେରେ ବୃକ୍ଷଦେବତାଗଣ ଉତ୍ପାତ ଶୁରୁ କରେନ । ତାଁରା ରାତେ ବିରାଟ ଆକୃତି ଧାରଣ କରେ ଭିକ୍ଷୁଦେର କାହେ ଏସେ ଚାତ୍ରକାର କରାଇନ । ଚାରଦିକେ ଦୁର୍ଗମ୍ବ ଛଡାଇନ । ତାଁଦେର ଉତ୍ପାତେ ଭିକ୍ଷୁଦେର ଶୀଳେର ବ୍ୟାପାତ ଘଟିଲ । ମାନସିକ ଦୁଷ୍ଟିକା ତାଁଦେର ଶରୀର କୃଷ ହଲ ।

অতঃপর সকল ভিক্ষু পরামর্শ করে এর প্রতিকারের জন্য শ্রাবণস্তীতে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তাঁদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন—‘ভিক্ষুগণ, তোমরা কেন বর্ষাবাসের মধ্যে দেশভ্রমণ করছ? বর্ষাবাসে দেশভ্রমণ বিধিবদ্ধ নয়। তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের অসুবিধার কথা ভগবানকে জানালেন। বুদ্ধ তাঁদেরকে পুনরায় সেস্থানে যাবার জন্য আদেশ দিলেন। অতঃপর তাঁদেরকে মৈত্রীসূত্র শিক্ষা দিয়ে বললেন—‘এটাই তোমাদের পরিত্রাণ ও কর্মস্থান হবে।’ ভিক্ষুরা পুনরায় সেস্থানে গিয়ে সেই পরিত্রাণ ভাবনা আরম্ভ করলেন। সেই পরিত্রাণের প্রভাবে ভিক্ষুগণ পুনরায় শীলতেজ প্রাপ্ত হলেন। বৃক্ষদেবতাগণও তাঁদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হলেন।

সেজন্য করণীয় মৈত্রী সূত্রের ভূমিকায় বলা হয়েছে:

১. যে পরিত্রাণের প্রভাবে যক্ষগণ তাঁ দেখাতে পারেন না, সেই সূত্র দিন রাত আলস্যহীন হয়ে ভাবনা করবে।
 ২. মৈত্রী সূত্র ভাবনাকারী সুখে নিদ্রা যায়। কোন কুষ্ঠপ্রদ দেখেন না।
- একপ গুণমুক্ত পরিত্রাণ আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে পাঠ করব।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের সারাংশ

সাধকের মূল লক্ষ্য হবে নির্বাণ লাভ। তিনি সরল, শান্তস্বভাব ও অভিমানশূন্য হবেন। চতুর্ভুক্ত পরিহার করে সাংসারিক জীবনের প্রতি অনাসন্তু হবেন। কোন পাপ কাজ করবেন না। ছোট-বড় সকল প্রাণীর প্রতি সর্বদা মৈত্রী চিন্তে অবস্থান করবেন। অল্প তুষ্টি, শান্তেন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞাবান হবেন।

বঞ্চনা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী না হয়ে সকলের সুখ কামনা করাই ভাবনাকারীর একান্ত কর্তব্য। মা যেমন তার একমাত্র ছেলেকে নিজের জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করেন, অনুরূপভাবে সাধকও শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ না রেখে সকলের প্রতি মৈত্রীভাবনা করবেন। স্থিত অবস্থায়, হাঁটতে হাঁটতে, উপবেশন অবস্থায়, শয়নে যতক্ষণ নিদ্রা যাবে না, ততক্ষণ এ স্থিতি করবে। এর নাম ‘ব্রহ্মবিহার’। মৈত্রীভাবনার মাধ্যমে যাঁরা কমপক্ষে স্ন্যাতাপন্তি ফল লাভ করেন; তাঁদের ভোগ ও কামলালসা বিদূরিত হয়। তাঁরা এ পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ব্ৰহ্মালোকে উৎপন্ন হয়ে সেখান থেকে নির্বাণ লাভ করেন।

টীকা

খুন্দক পাঠ

খুন্দক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ হল খুন্দকপাঠ। ‘কুন্দ পাঠ’, ‘অল্পতর পাঠ’— এ অর্থে গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে। নয়টি বিষয়বস্তু নিয়ে গ্রন্থটি সংকলিত হয়। যেমন— সরণস্ত্যং, দসসিক্থাপদং, দ্বাঙ্গিংসাকারো, কুমারপঞ্জহা, মঙ্গল সুন্তং, রতন সুন্তং, তিরোকৃত্ত সুন্তং, নিধিকড় সুন্তং ও করণীয় মেন্ত সুন্তং।

ত্রিশরণ গ্রহণ ও দশশীল পালন শ্রামণদের নিত্যকর্ম। মানবদেহের ৩২টি অংশ নিয়ে ‘দ্বাঙ্গিংসাকার’— অনিত্যভাবনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। দেহের ক্ষণস্থায়িত্ব বোঝাতে এবং এর প্রতি ঘৃণার উদ্দেক করার জন্যই এই পাঠ। চতুর্থ অংশ কুমার প্রশ়ে বৌদ্ধধর্মের মূল ধর্ম-দর্শন আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী পাঁচটি সূত্র মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান, ত্রিরত্ন, প্রকৃত সম্পদ প্রভৃতি নিয়ে বর্ণিত। গ্রন্থটি শিক্ষানবিসদের শিক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

মেত্তা

জীবন সাধনার পরিপূর্ণতায় মেতা বা মৈত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৈত্রী সাধনা দ্বারা মানুষ ইহজীবনে অস্থির মনকে শান্ত করে লক্ষ্যস্থলে সহজে পৌছতে পারে। শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও এর অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। অনাবিল সুখ-শান্তির একমাত্র পথ। মনে সর্বকগ মৈত্রীভাব পোষণ করা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রকৃষ্টতম উপায়। চিন্ত ও মনে মৈত্রীভাব পোষণ করে ভাবনা করার নাম 'ত্রুক্ষবিহার'। সাধনার সেই চারটি স্তর হল মৈত্রী, করণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। সুতরাং, মৈত্রী হল বৌদ্ধ সাধনার প্রথম স্তর। সাধক মনের উন্নেজনা ও হিংসাভাব বিদূরিত করে সুখে-শান্তিতে অবস্থান করেন।

মা যেমন তাঁর একমাত্র ছেলেকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তদুপ সকল প্রাণীর প্রতি প্রেম বিতরণের নামই মৈত্রী। এ প্রেম মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক মধুর করে এবং পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখে। মৈত্রী ভাবনা দ্বারা আত্ম-পর ভেদজ্ঞান লোপ পায়। সাধক সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী প্রসারিত করে শত্রুহীন, তয়হীন ও বেদনহীন হয়ে পরিপূর্ণ উদার মন নিয়ে অবস্থান করেন।

যিনি শত্রু-মিত্রের মধ্যস্থ ও আপনার মধ্যে বিভেদ দেখেন না তিনিই মৈত্রী ভাবনায় সফল হন। তিনি মনুষ্য-অমনুষ্য সকলের প্রিয়ভাজন হন। সুখে শয়ন করেন। দেবতা তাঁকে রক্ষা করেন। অগ্নি তাঁকে দহন করে না। শত্রু তাঁকে আক্রমণ করে না। তাঁর চিন্ত সমাহিত হয়। তিনি মৃত্যুকালে সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন। আর্যমার্গ ফল লাভ করে ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হন। পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। নির্বাণ সাক্ষাৎ করে বিমুক্ত হন।

লোকনীতি সুজন কাণ্ড

১. সবিভরের সমাসেথ, সবিভ কুবেৰ সন্থৰং,
সতঃ সদ্ব্যমঞ্চঞ্চায়সেযো হোতি ন পাপিযো ।
২. চজ দুজন সংসগ্রহং, ভজ সাধু সমাগ্রং,
কর পুঞ্জমহোরণ্তিং, সর নিচমলিচ্ছতং ।
৩. যথা উদুম্বর পক্ষা বহিরওকমেব চ,
অঙ্গো কিমিহি সম্পূর্ণা এবং দুজনহনযা ।
৪. যথা'পি পনসপক্ষা বহি কণ্টকমেব চ,
অঙ্গো অমতসম্পন্না এবং সুজনহনযা,
৫. সুক্রো'পি চন্দনতরং ন জহাতি গুৰ্ধং,
নাগো গতো রণমুখে ন জহাতি লীলং,
যন্তরগতো মধুরসং ন জহাতি উচ্ছুং;
দুক্রো'পি পশ্চিজনো ন জহাতি ধৰ্মং ।
৬. সীহো নাম জিঘছা'পি পশুনীনি ন খাদতি,
সীহো নাম কিসো চাপি নাগমংসং ন খাদতি ।
৭. কুলজাতো কুলপুত্রো কুলবৎসো সুরক্ষতো,
অঙ্গনা দুক্রো'পি হীনকম্মং ন কারয়ে ।
৮. চন্দনং সীতলং লোকে, ততো চন্দ'ব সীতলং;
চন্দন চন্দং-সীতম্ভা সাধুবাক্যং সুভাসিতং ।
৯. উদেয় ভানু পছিমে, মেরুরাজা নমেয়া'পি,
সীতলো যদি নৱকঞ্জ'পি, পৰবতগুগে চ উপসং
বিকসে, ন বিপরীতং সাধুবাক্যং কুদাচনং ।
১০. সুখা রূক্ষস্স ছায়া'ব, ততো এষাতি ঘাতা-পিতৃ,
ততো আচরিযো রঞ্জেৱা ততো বৃদ্ধস্স'নেকধা ।
১১. ভমরা পুপফমিছষ্টি, গুণমিছষ্টি সংজ্ঞনা,
মক্ষিকা পৃতিমিছষ্টি, দোসমিছষ্টি দুজনা ।
১২. মাতাহীনস্স দুব্ভাসা, পিতাহীনস্স দুক্রিয়া,
উভো মাতা-পিতাহীনা দুব্ভাসা চ দুক্রিয়া ।
১৩. মাতাসেট্টস্স সুভাসা, পিতাসেট্টস্স সুক্রিয়া,
উভো মাতা-পিতাসেট্ট সুভাসা চ সুক্রিয়া ।

১৪. সঙ্গামে সূরমিছতি, মন্ত্রীসু অকৃতহলং,
পিয়ঞ্চ অনু-পানেসু, অথকিচেসু পদিতং।
১৫. দুনখো সুনখং দিষ্ঠা দস্তং দস্সেতি হিংসিতুং,
দুজ্জনো সুজনং দিষ্ঠা রোসযং হিংসমিছতি।
১৬. মা চ বেগেন কিছানি কারেসি কারাপেসি বা,
সহসা কারিতং কশং মন্দো পচ্ছানুতপ্তি।
১৭. কোধং বিহিত্তা কদাচি ন সোচতি
মক্খপ্রহানং ইসযো বণ্ণযত্তি,
সবেবসং ফরসবাচৎ খমেথ
এতং খষ্টিং উত্তমমাছ সংস্তো।
১৮. দুকখো নিবাসো সম্বাধে ঠানে অসুচিসঙ্গতে,
ততো অরিম্হি অশ্পিযে, ততো'পি অকতঞ্চেত্তনা।
১৯. ওবদেয় অনুসাসেয় চ নিবারযে,
সতং হি সো পিযো হোতি, অসতং হোতি অশ্পিযো।
২০. উত্তমতনিবাতেন, সুৱং ভেদেন নিজজ্যে,
নীচং অপকদানেন, বীরিয়েন সমং জয়ে।
২১. ন বিসং বিসমিচ্ছাছ ধনং সজ্জস্স উচ্চতে,
বিসং একং'ব হনতি সকৰং সজ্জস্স সন্তকং।
২২. জবেন ভদ্রং জানাতি, বলিবদ্ধঞ্চ বাহনা,
দুহেন ধেনুং জানাতি, ভাসমানেন পত্তিতং।
২৩. ধনমপ্পমিল সাধুনং কৃপে বারী'ব নিস্সযো,
বহংবাপি অসাধুনং ন চ বারী'ব অণ্বে।
২৪. অপথেয় ন পথেয়, অচিষ্টেয়াং ন চিষ্টয়ে,
ধম্মেব সুচিষ্টেয়, কালং মোঘং ন অচ্ছয়ে।
২৫. অচিষ্টিতম্পি ভবতি, চিষ্টিতম্পি বিনসস্তি,
ন হি চিষ্টমযা তোগা ইথিযা পুরিসস্স বা।
২৬. অসন্তস্স পিযো হোতি, সন্তং ন কুরুতে পিযং,
অসতং ধমং ঝোচেতি তং পরাভবতো মুখং।
২৭. আপং পিবত্তি নো নজ্জা, কৃক্খা খাদন্তি নো ফলং,
বস্সন্তি কৃচি নো মেঘা, পরখায সতং ধনং।

শব্দার্থ

স্বত্ত্বারের — সাধুর সঙ্গে; সমাসেথ — বাস কর; কুবেথ— মিত্রতা কর; সপ্তধর্মঝ়েঝ়ায় — সত্যধর্ম জানা থাকলে; চজ — ত্যাগ কর; দুজ্জনসংসগ্রহং — দুর্জনের (থারাপ লোকের) সংসর্গ; ভজ — ভজনা কর, উপাসনা কর; সাধুসমাগমং — সাধু সমাগম; সর — সরণ কর; নিচ্ছমনিচ্ছতং (নিচচৎ + অনিচ্ছতং) — নিত্য ও অনিত্যকে; যথা — যেমন; উদুষ্মর — ডুমুর; বহিরভাগ; অঙ্গো — ভেতরভাগ; কিমিহিসম্পূর্ণা — কৃমিতে পরিপূর্ণ; দুজ্জনহনদয়া — দুর্জনের হনদয়; পনসপক্ষা — পাকা কাঁঠাল; কন্টকমেব — কন্টকময়, কাঁটায় পরিপূর্ণ; অমতসম্পূর্ণা — অমৃতময়; সুজনহনদয়া — সুজনের (সংব্যক্তির) হনদয়; সুকখো'পি — শুকালে; চন্দনতরু — চন্দনবৃক্ষ; ন জহাতি — ত্যাগ করে না; গতো — পতিত; নাগো — হাতি; যন্ত্রগতো — যন্ত্র দ্বারা মাড়ালে (মর্দন করলে); উচ্ছুং — ইক্ষু, আখ; জিঞ্চাপি — ক্ষুধার্ত হলে; পগ্নাদীনি — ত্বকপত্রাদি; ন খাদতি — খায় না; কিসো — কৃশ; নাগমংসং — হাতির মাংস; কুলজাতো — কুলীন বংশে; কুলবৎসো — বংশের মর্যাদা; সুরক্ষাতো — সুরক্ষা করে; দুক্খপ্রত্তে'পি — দুঃখ পেলেও; হীনকম্বং — হীনকর্ম। ততো — তদপেক্ষা; চন্দন — চন্দন সীতমহা — চন্দন ও চন্দনকিরণের চেয়েও শীতল; সুভাসিতং — সুভাষিত; উদেয় — উদিত হয়; ভানু — সূর্য; পছিমে — পশ্চিম দিকে; নমেয়া'পি — নমিত হয়; নরকাণ্পি — নরকাণ্পি; পৰবতং — পৰ্বতাণ্ডে; উপলং — পদ্ম; বিকসে — প্রস্ফুটিত হয়; কুদাচনং — কদাচ, কখনও; রূক্খসূস — বৃক্ষের; এগতি — জ্ঞাতি; বংশে়ে় — রাজা; সুখা — সুখদায়ক; বুদ্ধস্ম'নেকধা — বুদ্ধের শরণগ্রহণ; দুৰ্ভাসা — দুর্বাক, কটুভাষি; দুক্কিরিয়া — দুর্কর্মকারি, অনাচারি; মাতাসেট্টস্ম'নেকধা — মাতা শিষ্টাচারি হলে; সুভাসা — সুভাষী; সুক্রিরিয়া — সুকৰ্মী; সূরামিছতি — যোদ্ধার প্রয়োজন হয়; মন্ত্রীসু — মন্ত্রণাদাতার; অকুতৃহলং — নিরানন্দের সময়; পিয়ঘও — প্রিয়জনের; অথকিচেসু — অর্থ জানতে হলে; দন্তং দস্মেতি — দাঁত দেখায়; হিংসিতুং — হিংসা প্রকাশ করতে; রোসংং — আক্রোশ; মা চ কারেসি — কখনও করবে না; কারাপেসি — করাবে না; কিচানি — কার্য; পচ্ছানুত্পত্তি — পরে অনুত্পত্ত হয়। কোথং — ক্রোধ; বিহিত্তা — ত্যাগ করে; ন সোচতি — শোক করে না; মক্খপ্রহানং — অপরের দোষকীর্তন ত্যাগ করেছেন যাঁরা; ইসযো — ঋষিগণ; বগ্নায়তি — প্রশংসা করেন; ফরস্বাচাচং — পরুষ বাক্য, কর্কশ বাক্য; খমেথ — ক্ষান্ত থাকবে; উত্তমমাহ — উত্তম বলে; খন্তিং — ক্ষান্তি, ক্ষমা; সঙ্গো — সংপুরণ; সম্বাধে ঠানে — সংজীবী স্থানে; অসুচিসংজ্ঞতে — অপবিত্র স্থানে; অরিম্হি — শত্রুর সাথে; অপিয়ে — অপ্রিয়ের সাথে; অকৃতজ্ঞ লোকের; ওবদেয় — যে উপদেশ প্রদান করে; অনুসাসেয় — যে অনুশাসন করে; অসতং অপিয়ো হৈতি — অসতের অপ্রিয় হয়; উত্তমত্ত্বাতেন — আত্মাভিমান ত্যাগ করে; বিরিয়েন — বীর্যবলে; বিসং — বিষ; হনতি — হত্যা করে; সংজ্ঞস্ম ধনং উচ্চতে — সংজ্ঞের ধনই প্রধান; একং'ব — একজনকে; জবেন — দুর্গতির জন্য; বলিবদ — বলীবদ, ব্ৰহ্ম; বাহনা — বাহন; দুহেন — দোহনে; ভাসমানেন — বাক্যালাপে; ধনমপ্রিম্ম — অঞ্জনেও; বারিং'ব — জলের ন্যায়; অণ্বৰ — সাগর; আপং — জল; পিবতি — পান করে; বস্সন্তি — বর্ষণ করে; পরথায — পরোপকার; অপথেয়ে — অপ্রার্থিত বস্তু; ন পথেয় — প্রার্থনা করবে না; অচিত্তেয়ং — অচিন্তনীয় বিষয়; ধ্যমেব — ধ্যাচিন্তাই; অচিত্তিত্পিং — যা চিন্তা করা হয় নি; বিনস্সতি — বিনষ্ট হয়; চিন্তাম্যা — যা চিন্তা করে ঠিক করা হয়েছে; ইথিয়া-পুরিস্ম — স্ত্রী-পুরুষের; অসন্স্ম — অসাধুর; গোচেতি — পছন্দ হয়; পরাভবতো — পরাজিত হয়; সুজন — বশু; কাও — শ্রেণি, বিভাগ।

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

সাধুর সঙ্গে বাস ও মিত্রতা করাই উত্তম। সত্যধর্ম জানা থাকলেই ভাল। দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ, সাধুর ভজনা, দিন-রাত পুণ্যকর্ম সম্পাদন ও নিত্য-অনিত্যকে সরণ করাই শ্রেয়।

কাঁঠালের বাইরের অংশ কাঁটাযুক্ত। ভেতরভাগ অমৃতময়। সেৱপ সুজনের বহির্ভাগ সুন্দর না হলেও হনদয় কিন্তু গুণময়।

চন্দন বৃক্ষ শুকালেও সুগন্ধি থাকে। হাতি রগমুখে পতিত হলেও ক্রীড়া ত্যাগ করে না। সেৱপ পতিত ব্যক্তি দুঃখে

পতিত হলেও ধর্ম ত্যাগ করে না ।

সিংহ ক্ষুধার্ত হলেও ঘাস খায় না । সিংহ অনাহারে দুর্বল হলেও হাতির মাংস খায় না । কুলপুত্র বংশের মর্যাদা রক্ষা করে । সে নিজে দুঃখ পেলেও হীনকর্ম করে না ।

এ জগতে চন্দন শীতল । তার চেয়ে চন্দ্রের কিরণ আরও শীতল । কিন্তু চন্দন ও চন্দ্রকিরণের চেয়ে সাধুর সুভাষিত বাক্য সর্বাপেক্ষা শীতল ।

কোনদিন সূর্য পদিম দিকে উদিত হতে পারে । মেরুরাজ নমিত হতে পারে । নরকের অগ্নি শীতল হতে পারে । পর্বতের অগ্রভাগে পঞ্চ ফুল ফুটতে পারে । কিন্তু যাঁরা সৎপুরুষ, তাঁদের বাক্য বিপরীত হতে পারে না ।

বৃক্ষের ছায়ায় শ্রান্তের সুখ লাভ হয় । তা অপেক্ষা মাতা-পিতা ও জ্ঞাতিগণের আশ্রয় সুখকর । তার চেয়ে আচার্য ও রাজার আশ্রয় সুখদায়ক । বহুগুণে গুণান্বিত বুদ্ধের শরণ সর্বাপেক্ষা সুখকর ।

অমরেরা ফুল পেতে ইচ্ছা করে । সজ্জনেরা গুণ অর্জনে ব্যাপ্ত থাকে । মাছি পচাগম্বর ভালবাসে । আর দুর্জনেরা দোষ গ্রহণ করে ।

নিচকুলে জন্মজাত পুত্র কর্কশভাষি হয় । অনুরূপ পিতার পুত্রও অনাচারে রত হয় । মাতা-পিতা উভয়েই নিচকুলের হলে পুত্র মুখরা ও অনাচারি হয় ।

সংগ্রামে যোদ্ধার প্রয়োজন হয় । অসময়ে মন্ত্রদাতার পরামর্শ নিতে হয় । ভোজনে প্রিয়জনকে সাথে রাখতে হয় । আর দুর্বৃহ বিষয় জানতে হলে পতিতের সান্নিধ্য দরকার ।

এক কুকুর অন্য কুকুরকে দেখলে দাঁত বের করে হিংসা করে । সেরূপ দুর্জন সুজনকে দেখে আক্রোশ ও হিংসাপরায়ণ হয় । ক্রোধ ত্যাগ করলে কখনো শোক করতে হয় না । যারা অপরের দোষকীর্তন থেকে বিরত থাকে তাদেরকে ঝষিগণ প্রশংসা করেন । কর্কশ বাক্য বলা থেকে ক্ষান্ত থাকবে । সৎপুরুষেরা ক্ষান্তিগুণকে উত্তম বলে প্রশংসা করেছেন ।

সংকীর্ণ ও অপবিত্র স্থানে বাস করা দুঃখজনক । তার চেয়ে শত্রু ও অশ্রিয় লোকের সাথে বাস করা দুঃখকর । অকৃতজ্ঞ লোকের সাথে বাস করা অধিক দুঃখজনক ।

যে উপদেশ দেয়, অনুশাসন করে; অন্যায় কার্য থেকে নিবারণ করে; সে সৎ-এর প্রিয়পাত্র হয় বটে, কিন্তু অসৎ-এর অশ্রিয় হয় ।

আজ্ঞাভিমান ত্যাগ করে শ্রেষ্ঠজনকে জয় কর । ভেদ ব্যবহারে বীরপুরুষকে পরাজয় কর । নীচ-হন্দয়কে দান দিয়ে পরাত্মত কর । প্রচেষ্টা বলে সমজনকে পরাজিত কর ।

বিষ বিষ নয় । সঙ্গের ধনই প্রধান বিষ । বিষ একজনকে হত্যা করে । কিন্তু সঙ্গ-সম্পত্তি সকলকে বিনাশ করে ।

দ্রুতগতি দেখে অশুকে জানা যায় । ভার বহনে বৃষের শক্তি বোঝা যায় । দোহনে ধেনুর পরিচয় পাওয়া যায় । বাক্যালাপে পণ্ডিতকে বুঝাতে হয় ।

কৃপের জলের ন্যায় সাধু ব্যক্তির অল্প ধনেও উপকার হয় । সাগরের জলের মত অসাধু ব্যক্তির বহু ধনেও হিতসাধন হয় না ।

নদী কখনো জলগান করে না । বৃক্ষ কখনো ফল খায় না । মেঘ বাঁরি বর্ষণে মানুষের উপকার করে । সেরূপ, সাধু পরুষের ধন পরহিতার্থে ব্যয় করা হয় ।

অপ্রার্থিত বস্তুর চিন্তা করবে না। অচিন্তনীয় বিষয়ের চিন্তা করবে না। ধর্মচিন্তাই সুচিন্তার বিষয়। অথবা সময় কাটাবে না। যা চিন্তা করা হয় না, তাও ঘটে থাকে। যা চিন্তা করে ঠিক করা হয়েছে, তাও একদিন বিফল হয়। স্ত্রী-পুরুষ চিন্তানুরূপ ফল কখনো ভোগ করতে পারে না। যে অসাধুর প্রিয় হয়, সাধুর সেবা করে না, অধর্মকে ভালবাসে; সে সর্বদা পরাজিত হয়।

টীকা

লোকনীতি

সর্বসতরের মানুষ যে নীতি অনুসরণ করলে সর্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হয় তার নাম লোকনীতি। গাথাগুলোর অধিকাংশ পালি ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে খুবই মিল আছে। যেমন — সুজন কাডের ১নং গাথা ধৰ্মপদ-এ, ৩নং গাথা জাতকে, ২৬ নং গাথা সেল সুন্ত-এ, ২৭ নং গাথা পরাভুর সুন্ত-এ বর্ণিত হয়েছে। এরকম আরও অনেক গাথা পালিগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। তবে স্থান বিশেষে চাগক্য প্রোকেরও পুনরাবৃত্তি আছে। শুধু পালিতে ভাষাত্তর করা হয়েছে।

লোকনীতি গ্রন্থটি স্কুলকায়। এর বিষয়বস্তুকে সাতটি কাডে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা — ১। পতিত কাড়;
২। সুজন কাড়; ৩। বাল-দুজন কাড়; ৪। মিত কাড়, ৫। ইঞ্চি কাড়, ৬। রাজা-কাড়, ৭। পক্ষিপুক কাড়।

প্রত্যেকটি কাডের গাথাগুলো নামের সাথে সম্মত। বলতে গেলে, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের চলার পথে উপদেশগুলো মনে রেখে অগ্রসর হলে প্রভৃত মঙ্গল সাধিত হয়। তাই গাথাগুলো অনুবাদসহ মুখ্যস্থ করতে পারলে ভাল হয়।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ১। বুদ্ধ কাদের উদ্দেশ্যে ‘করণীয় মেন্ত সুন্ত’ দেশনা করেছিলেন? এ সূত্রের পটভূমি সংক্ষেপে বিবৃত কর।
- ২। করণীয় মেন্ত সুন্ত-এর সারমর্ম লেখ।
- ৩। করণীয় মেন্ত সুন্ত-এর আলোকে ‘মেতা’ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।
- ৪। লোকনীতি গ্রন্থের সুজন কাডের যে কোন তিনটি পালি গাথা বাংলা অনুবাদসহ উন্মৃত কর।
- ৫। সুজন কাডের বিষয়বস্তুর পুরুত্ব নির্ধারণ কর।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

- ১। ব্রহ্মবিহার কাকে বলে?
- ২। নির্বাণ লাভেছু ব্যক্তির করণীয় কী কী?
- ৩। ‘সকে সত্তা ভবত্ত সুখিতত্ত্বা’। — উন্মৃত অংশটির তাৎপর্য বাংলায় বুঝিয়ে দেখ।
- ৪। অনুবাদ করঃ

মাতা যথা নিযং পৃতং আযুসা একপুত্রমনুরক্ষে,

এবশ্বিং সববভূতেন্মু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।

- ৫। খুদক পাঠ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।



৭। সুজন কাত কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

- | | | | |
|----|------------|----|----------|
| ক. | খুদক পাঠ | খ. | লোকনীতি |
| গ. | সূত্রনিপাত | ঘ. | বিমানবথু |

৮। সুজনের দ্বয় কীৱগ?

- | | | | |
|----|----------|----|------------|
| ক. | ধ্যানময় | খ. | প্রজ্ঞাময় |
| গ. | গুণময় | ঘ. | শুতময় |

৯। সাধুপুরুষের ধন কিভাবে ব্যয় করা হয়?

- | | | | |
|----|------------------|----|----------------|
| ক. | রাষ্ট্রীয়কার্যে | খ. | ব্যক্তি শার্থে |
| গ. | সামাজিকতায় | ঘ. | পরহিতার্থে |

১০। 'জৈবেন' শব্দের অর্থ কী?

- | | | | |
|----|---------------|----|---------------|
| ক. | দুর্গতির জন্য | খ. | দুর্গতির জন্য |
| গ. | জীবের জন্য | ঘ. | জীবিকার জন্য |

**ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ
ଧର୍ମପଦ
ପଞ୍ଜକ ବଗୁଗ**

- ୧। କୋ ଇମଂ ପଠିବିଂ ବିଜେସ୍‌ସତି ସମଲୋକନ୍ଧ ଇମଂ ସଦେବକଂ?
କୋ ଧର୍ମପଦ ସୁଦେସିତଂ କୁସଲୋ ପୁଣ୍ୟମିବ ପଚେସ୍‌ସତି?
- ୨। ସେଥୀ ପଠିବିଂ ବିଜେସ୍‌ସତି ସମଲୋକନ୍ଧ ଇମଂ ସଦେବକଂ,
ସେଥୀ ଧର୍ମପଦ ସୁଦେସିତଂ କୁସଲୋ ପୁଣ୍ୟମିବ ପଚେସ୍‌ସତି ।
- ୩। ଫେନୁପରଂ କାଯମିମଂ ବିଦ୍ଵିତା ମରୀଚିଧରଂ ଅଭିସମୁଧାନୋ,
ଛେତ୍ରାନ ମାର୍ଦନ ପପୁଣ୍ୟକାନି ଆଦ୍ସନ୍ତ ମଞ୍ଚୁରାଜସ୍‌ ଗଛେ ।
- ୪। ପୁଣ୍ୟନି ହେବ ପଚିନନ୍ତଂ ବ୍ୟାସନ୍ତମନ୍ତ ନରଂ,
ସୁନ୍ତଂ ଗାମଂ ମହୋଦୋ'ବ ମଞ୍ଚୁ ଆଦାୟ ଗଛୁତି ।
- ୫। ପୁଣ୍ୟନି ହେବ ପଚିନନ୍ତଂ ବ୍ୟାସନ୍ତମନ୍ତ ନରଂ,
ଅତିନ୍ତ ଯେବ କାମେସୁ ଅନ୍ତକୋ କୁରୁତେ ବସଂ ।
- ୬। ଯଥାପି ଭମରୋ ପୁଣ୍ୟଂ ବଗୁଗନ୍ଧଂ ଆହେଠ୍ୟଂ,
ପଲେତି ରସମାଦାୟ ଏବଂ ଗାମେ ମୁଣ୍ଡି ଚରେ ।
- ୭। ନ ପରେସଂ ବିଲୋମାନି ନ ପରେସଂ କତାକତଂ,
ଅନ୍ତନୋ'ବ ଅବେକ୍ଖେଯ କତାନି ଅକତାନି ଚ ।
- ୮। ଯଥାପି ରୁଚିରଂ ପୁଣ୍ୟଂ ବନ୍ଧୁବନ୍ତଂ ଅଗନ୍ଧକଂ,
ଏବଂ ସୁଭାସିତ ବାଜ ଅହଲା ହୋତି ଅକୁବବତୋ ।
- ୯। ଯଥାପି ରୁଚିରଂ ପୁଣ୍ୟଂ ବନ୍ଧୁବନ୍ତଂ ସଗନ୍ଧକଂ,
ଏବଂ ସୁଭାସିତା ବାଚା ସଫଲା ହୋତି ସକୁବବତୋ ।
- ୧୦। ଯଥାପି ପୁଣ୍ୟରାସିମହା କର୍ଯ୍ୟା ମାଲାଗୁଣେ ବହ,
ଏବଂ ଜାତେନ ମଚେନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୁସଲଂ ବହୁ ।
- ୧୧। ନ ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧେ ପାଟିବାତମେତି ନ ଚନ୍ଦନଂ ତଗର ମଣ୍ଡିକା ବା,
ସତନ୍ଧ ଗନ୍ଧେ ପାଟିବାତମେତି ସକରା ଦିସା ସପ୍ତପୁରିସୋ ପରାତି ।
- ୧୨। ଚନ୍ଦନଂ ତଗରଂ ବା'ପି ଉପପଳଂ ଆଥ ବସିକି,
ଏତେସଂ ଗନ୍ଧ ଜାତାନଂ ସୀଲଗନ୍ଧେ ଅନୁଭବୋ ।
- ୧୩। ଅପ୍ରମାତ୍ରୋ ଅଯଃ ଗନ୍ଧେ ଯା'ଯଃ ତଗରଚନ୍ଦନୀ,
ଯୋ ଚ ସୀଲବରତଂ ଗନ୍ଧେ ବାତି ଦେବେସୁ ଉତ୍ତମୋ ।

୧୪ । ତେସଂ ସମ୍ପଲ୍ଲସୀଲାନଂ ଅପ୍ରମାଦବିହାରିନଂ,
ସମଦର୍ଶଣୀ ବିମୁତାନଂ ମାରୋ ମଗ୍ନଂ ନ ବିନ୍ଦତି ।

୧୫ । ସଥା ସଂକାରଧାନସିଂ ଉଜ୍ଜ୍ବିତସିଂ ମହାପଥେ,
ପଦୁମଂ ତଥ ଜାୟେ ସୁଚିଗନ୍ଧଂ ମନୋରମଂ ।

୧୬ । ଏବଂ ସଂକାରଭୂତେ ଅର୍ଥଭୂତେ ପୁଞ୍ଜନେ,
ଅତିରୋଚତି ପଞ୍ଚଗ୍ରାୟ ସମ୍ମାସମୁଦ୍ରସାବକୋ ।

ଶବ୍ଦାର୍ଥ

କୋ – କେ; ଇମଂ – ଏହି; ପଠବିଂ – ପୃଥିବୀ; ବିଜେସ୍‌ସତି – ଜୟ କରବେ; ସମଲୋକଦ୍ୱାରା – ସମଲୋକସହ; ସଦେବକଂ – ଦେବଲୋକସହ; ସୁଦେଶିତଂ – ସୁଦେଶିତ; କୁସଳୋ – ଦଙ୍କ; ପୁଷ୍ପଫିରି – ପୁଷ୍ପରେ ନ୍ୟାୟ; ପଚେସ୍‌ସତି – ଆହରଣ କରବେ; ସେଥେ – ଶିକ୍ଷାବ୍ରତୀ; ଶିକ୍ଷାରୀ; ଫେଣୁପମଂ – ଫେଣୁପିନ୍ଦେର ନ୍ୟାୟ; ମରୀଚିଦମଂ – ମରୀଚିକା ବିଶେ; ଅଭିସମୁଦ୍ରାନୋ – ସମ୍ଯକରଣପେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ; ଛେତାନ – ଛେଦନ କରେ; ମାରସ୍‌ସ ପପୁଫକାନି – ମାରେର ଫୁଲଶର, କାମେ ଆସନ୍ତି; ଅଦ୍ସନଂ – ଅଦ୍ସନ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟିର ବାହିରେ; ମଚ୍ଛରାଜ୍‌ସଂ – ମ୍ତ୍ୟରାଜେର । ପଚିନ୍ତଂ – ଆହରଣେ ନିରତ; ବାସନ୍ତମନସଂ – ଆସନ୍ତ ଚିତ୍ତ; ସୁତଂ – ସୁନ୍ତ; ଗାମଂ – ଗ୍ରାମ; ମହୋରୋବ – ପ୍ରବଳ ମୋତେର ନ୍ୟାୟ; ଆଦ୍ୟ ଗଛତି – ନିଯେ ଯାଇ; ମଞ୍ଚ – ମୃତ୍ୟୁ; କାମେସୁ – କାମେ; ଅଞ୍ଚଳୋ – ମୃତ୍ୟୁ; ଅତିତଂ – ଅତ୍ୟନ୍ତ; ଭମରୋ – ଭମର; ସେମନ – ସେମନ; ବଗନ୍ଧିର୍ଥ – ବର୍ଣ୍ଣର୍ଥ; ବିଲୋମାନି – ବିଚ୍ଛାତି; ପରେସଂ – ପରେର; କତାକତଂ – ବୃତ୍ତ ଓ ଅବୃତ୍ତ; ଅବକ୍ରଦ୍ୟ – ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖବେ; ରଙ୍ଗିରଂ – ସୁନ୍ଦର; ବର୍ଣ୍ଣବନ୍ତଂ – ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ; ଅଗମଧକଂ – ଗନ୍ଧିରୀନ; ଅଫଳା – ନିରଜଳ; ଅକୁକାତୋ – ନିରାର୍ଥକ; ସକୁକାତୋ – ସାର୍ଥକ; ପୁପ୍ଫରାସିମଧା – ପୁଷ୍ପରାଶି ଥେକେ; ମାଲାଗୁଣେ ବହୁ – ନାମାବିଧ ମାଳା; ଜାତେନ ମଧେନ – ଯେ ମାନବ ଜ୍ଞାନହଳ କରେଛେ; କତକଂ – କର୍ତ୍ତବ୍ୟ; ପଟିବାତମେତି – ବାୟୁର ପ୍ରତିକୁଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ; ସର୍ବାଦିସା – ସକଳ ଦିକ; ସପ୍ତପୁରିମୋ – ସଂପୁର୍ଣ୍ଣ; ପରାତି – ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ; ବାପି – କିଂବା; ବସିସିକୀ – ଚାମେଲୀ; ଏତେସଂ – ଏଦେର ଥେକେ; ଅନୁତ୍ତରୋ – ଉତ୍କର୍ଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ; ଅପ୍ରମତ୍ତୋ – ଅରମାତ୍ର, ଅପ୍ରମତ୍ତ; ସମ୍ପଲ୍ଲସୀଲାନଂ – ଶୀଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ; ଅପ୍ରମାଦବିହାରିନଂ – ଅପ୍ରମାଦପରାଯଣ; ସମଦର୍ଶଣୀ – ସମ୍ଯକରଣପେ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ; ବିମୁତାନଂ – ବିମୁନ୍ତ ହୁଏ; ନ ବିନ୍ଦତି – ଜାଗତେ ପାରେ ନା ; ସଂକାରଧାନସିଂ – ଆରଜନାରାଶିତ; ଉଜ୍ଜ୍ବିତସିଂ – ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନେ; ପଦୁମଂ ତଥ ଜାୟତେ – ତଥାୟ ପଦ ଜାନ୍ମେ; ସୁଚିଗନ୍ଧଂ – ପରିବତ୍ର ସୁଗନ୍ଧ୍ୟୁକ୍ତ; ଅର୍ଥଭୂତେ ପୁଞ୍ଜନେ – ଅର୍ଥ ଜନସାଧାରଣେର ମଧ୍ୟେ; ଅତିରୋଚତି – ଆଲୋକିତ ହୁଏ; ପଞ୍ଚଗ୍ରାୟ – ପ୍ରଜ୍ଞାୟ; ସମ୍ମାସମୁଦ୍ରସଂ ସାବକୋ – ସମ୍ଯକ ସମ୍ମଦ୍ରେର ଶାବକ ।

ସାରାଂଶ

ଉଦୟନ ଥେକେ ପୁଷ୍ପ ଚଯନେର ନ୍ୟାୟ ବୁଦ୍ଧବାଦୀ ସଂଗ୍ରହୀତ ହୁଯେଛେ । ସଂଧର୍ମ-ଶିକ୍ଷାରୀ ସମଲୋକସହ ଦେବ-ମନୁଷ୍ୟଲୋକ ଜୟ କରତେ ସକଳ । କାମନା-ବାସନାରୀନ ଭିକ୍ଷୁ ଏ ଦେହକେ କ୍ଷଣଭଜ୍ଞର ମନେ କରେ ମାରେର ପ୍ରଭାବ ଅଭିକ୍ରମ କରେନ । କାମପରାଯଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଷ୍ପଚଯନକାରୀର ନ୍ୟାୟ ଡୋଗବାସନାୟ ଲିଙ୍ଗତ ହୁଏ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୁଦୟେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖେ ପତିତ ହୁଏ । ମୁକ୍ତିକାମୀ ଭିକ୍ଷୁ ବତ୍ରିଶ ପ୍ରକାର ଘୃଣ୍ୟବସ୍ତୁତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ମରଦେହର ପ୍ରତି ସମାତ୍ରବୋଧ ତ୍ୟାଗ କରେନ । ଆର୍ଯ୍ୟମାର୍ଗ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ନିର୍ବାଣ ଉପଲବ୍ଧି କରେନ ।

ଭରମ ପୁଷ୍ପେର ବର୍ଣ୍ଣର୍ଥ ନଟ୍ଟ ନା କରେ କେବଳ ମୟୁ ଆହରଣ କରେ । ସେଇପାଇଁ ଧ୍ୟାନପରାଯଣ ଭିକ୍ଷୁ କାରୋ କ୍ଷତି ନା କରେ ଲୋକାଳୟ ଥେକେ ଭିକ୍ଷାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଜୀବିକା-ନିର୍ବାହ କରେନ । ପରେର ଦୋଷଗୁଣ ବିଚାର କରାଇ ଶ୍ରେୟ । ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପେର ଗନ୍ଧ ନା ଥାକଲେ ସମାଦୃତ ହୁଏ ନା । ତନୁପ ସୁଭାସିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିପାଲିତ ନା ହଲେ ନିଷ୍କଳ ହୁଏ । ସୁଭାସିତ ବୁଦ୍ଧବଚନ ଆଚରଣେ ଓପର ସାଫଳ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ । ମାଲାକାର ନାନା ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆହରଣ କରେ ସୁନ୍ଦର ମାଲା ତୈରି କରେ । ଦେଇପ ପଞ୍ଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିଓ ବିବିଧ ଦୂଷ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ସୁଗମ କରେନ । ଚନ୍ଦନ, ଟିଗର, ମଞ୍ଜିକା ପ୍ରଭୃତି ଫୁଲେର ଗନ୍ଧ ବିପରୀତେ ଗମନ କରେ ନା । କିନ୍ତୁ ଶୀଳଗମ୍ଭେର ସୌରତ ଚାରଦିକେ ଆମୋଦିତ ହୁଏ । ସଂପୁରଣରେ ସଂଶେଷ ସର୍ବତ୍ର

পরিব্যাপ্ত হয়। বৃন্দ শ্রাবকগণ তাঁদের শীলগম্ভৈ চারদিক প্রমোদিত করেন। সর্বপ্রকার গম্ভৈর চেয়ে শীলগম্ভই উত্তম। শীলবান ব্যক্তির খ্যাতি দেবতাদের মধ্যেও প্রসারিত হয়।

শীলবান ও উদ্যমী ভিক্ষুর গতি মারের গোচরীভূত নয়। রাজপথে পরিভ্রান্ত আবর্জনার স্তূপেও মনোরম সুগম্ভযুক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। সেৱন অবিদ্যাছন্ন মানব সমাজেও বৃন্দ শিষ্যগণ তাঁদের চরিত্র ও জ্ঞান-সৌরভে প্রদীপ্ত হন।

টীকা

ধর্মপদ

খুদক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘ধর্মপদ’ বৌদ্ধধ্যাসেন্ত্র সবচেয়ে পরিচিত ও প্রচারিত গ্রন্থ। নৈতিক মূল্য বিচারে গ্রন্থটি সর্বত্র সমাদৃত। ‘ধর্মপদ’-এর ‘ধর্ম’ শব্দের অর্থ স্বাভাবিক, নীতি, বিষয়, পদ্ধতি, পুণ্য। আর ‘পদ’ বলতে কারণ, পথ, রাস্তা, উপায়, মার্গ বোঝায়। সুতরাং, ধর্মপদ বা ধর্মপদ শব্দের অর্থ করা হয়েছে ‘পুণ্যের পথ’, ‘ধর্মের পথ’, ‘সত্যের পথ’।

ধর্মপদে ৪২৩টি গাথা আছে। গাথাগুলো ২৬টি বর্গে বিভক্ত। আলোচ্য বিষয়ের নাম অনুসারে বর্গগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। ধর্মপদের ২৬টি বর্গ নিম্নরূপ : যমক, অপ্যমাদ, চিত, পুণ্যক, বাল, পতিত, অরহস্ত, সহস্র, পাপ, দড়, জরা, অন্ত, সোক, বৃন্দ, সুখ, পিয, কোধ, মল, ধৰ্মাট্ঠ, যগ্ণ, পকিণক, নিরয, নাগ, তণ্হা, ডিকখু ও ব্রাহ্মণ বগ্গ।

নৈতিক উপদেশ ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মের তাত্ত্বিক উপদেশে ধর্মপদ সমৃদ্ধ। চতুর্য সত্য, অক্ষাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ সম্বলে এতে সুন্দরভাবে বুঝায়ে দেওয়া হয়েছে। বর্গগুলোর বিষয়বস্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশে ভরপূর।

বাল বগ্নগ

- ১। দীঘা জাগরতো রাতি দীঘৎ সন্তস্ম যোজনৎ,
দীঘো বালানৎ সংসারো সন্ধমৎ অবিজানতৎ।
- ২। চরচে নাথিগচ্ছেয় সেয়ৎ সন্দিসমতমো,
একচরিয়ৎ দলহৎ কথিরা নথি বালে সহায়তা।
- ৩। পুত্রামথি ধনমথি ইতি বালো বিহঞ্চ্চিতি,
অন্তাহি অন্তনো নথি কৃতো পুত্রো কৃতো ধনৎ।
- ৪। যো বালো মঞ্চিতি বাল্যৎ পঙ্গিতো বাপি তেন সো,
বালো চ পঙ্গিতমানী স নে বালোতি বৃচ্ছতি।
- ৫। যাবজীবংপি চে বালো পড়িতৎ পয়িরূপাসতি,
ন সো ধমৎ বিজানাতি দ্বৰ্বী সূপরসৎ যথা।
- ৬। মুহূর্মপি চে বিঞ্চ্চণৎ পঙ্গিতৎ পয়িরূপাসতি,
থিপং ধমৎ বিজানাতি জিবহা সূপরসৎ যথা।
- ৭। চরাতি বালা দুশ্মেধা অমিতেনে'ব অন্তনা,
করোত্তা পাপকৎ কমৎ যং হোতি কটুকপ্রফলৎ।
- ৮। ন তৎ কমৎ কতৎ সাধুৎ যং কঢ়া অনুতপ্রতি,
যস্ম অস্ময়খো রোদৎ বিপাকৎ পটিসেবতি।
- ৯। তৎ চ কমৎ কতৎ সাধুৎ যং কঢ়া নানুতপ্রতি,
যস্ম পটীতো সুমনো বিপাকৎ পটিসেবতি।
- ১০। মধু'ব মঞ্চিতি বালো যাব পাপৎ ন পচ্ছতি,
যদা চ পচ্ছতি পাপৎ অথ বালো দুক্খৎ নিগচ্ছতি।
- ১১। মাসে মাসে কুসগ্গেন বালো ভুঁজেথ তোজনৎ,
ন সো সংখতধমানৎ কলৎ অগ্রঘতি সোলসিং।
- ১২। ন হি পাপৎ কতৎ কমৎ সজ্জু ধীরং'ব মুচ্ছতি,
ডহন্তৎ বালমন্ত্রেতি তমাছন্নো'ব পাবকো।
- ১৩। যাবদেব অনঠায এগন্তৎ বালস্ম জাযতি,
হন্তি বালস্ম সুক্রকংসৎ মুদ্ধমস্ম বিপাত্যৎ।
- ১৪। অসতৎ ভাবলমিচ্ছেয় পুরেক্খারক্ষণ ভিক্খুসু,
আবাসেসু চ ইস্মরিয়ৎ পূজা পরকুলেসু চ।
- ১৫। মমেব কতঞ্চিত্তু গিহী পকবজিতা উভো,
মমেবাতিবসা অস্ম কিছাকিছেসু কিসিচি।
ইতি বালস্ম সংকপ্ণো ইচ্ছামানো চ বড়চতি।
- ১৬। অঞ্চেগাহি লাভপনিসা অঞ্চেগা নিববানগামিনী,
এবযেতৎ অভিঅঞ্চায ভিক্খু বুদ্ধস্ম সাবকো
সক্তারৎ নাভিনন্দেয় বিবেকমন্তব্যহয়ে।

শব্দার্থ

দীর্ঘ - দীর্ঘ; জাগরতো - জেগে থাকে; রাতি - রাত; সন্তস্ম - শ্রান্ত ব্যক্তির; বালানং - অজ্ঞদের; সন্ধর্ম - সন্ধর্ম; সংসারো - সংসার; অবিজ্ঞান্তং - অনভিজ্ঞ; চরংচে - [সংসারে] বিচরণ; নান্দিগচ্ছেয় - পাওয়া যায় না; সেয়ং - উন্নত; সদিসমন্তব্নো - নিজের সদৃশ; একচরিযং - একাকি বিচরণ; দল্হং - দৃঢ়তা; সহায়তা - সাহচর্য; পুত্রামুখি (পুত্রং + অথ) - পুত্র আছে; ধনমুখি (ধনং + অথ) - ধন আছে; বিহংগ্রাণ্তি - চিন্তা করে; অভাবি অভনো নথি - নিজেই নিজের নয়; কুতো - কিলৃপ; যো - যে; মণ্ড্রাণ্তি - মনে করে; পত্তিতমানী - পত্তিতাতিমানী, যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে; ॥ - বলা হয়; কথিত হয়; যাবজীবিস্তি - আজীবন; পঁয়িরূপাসতি - সান্নিধ্যে বাস করে; বিজানাতি - সম্যকভাবে জানতে পারে; খিপ্পং - শীঘ্ৰ, মুহূৰ্তকাল; দৰ্বী - চামচ; সূপৱসৎ - তরকারির স্বাদ; বালা দুষ্মেধা - মন্দবুদ্ধিসম্মত মূর্ধণ; অমিতো - অমিত্র, শক্তু; করোত্তা পাপকং কমং - পাপকর্ম করে; কটুকপঞ্চলং - দুঃখময় ফল; অনুতপ্তপতি - অনুতাপ করে; যসস - যার; অস্মসমুখো - অঙ্গসমুখে; রোদং - রোদন, কাল্পা; সুমনো - প্রসন্নচিত্ত; পটিসেবতি - ভোগ করে; নানুতপ্তপতি - অনুতাপ করতে হয় না; যাব পাপং ম পচচতি - যতদিন পাপ পরিণতি লাভ না করে; বালো দুক্খং নিগচ্ছতি - মূর্ধকে দুঃখ ভোগ করতে হয়; কুসংগেন - কুশগ্রস দ্বারা, তৃণ বিশেষের অগ্রভাগ দ্বারা; ভুংগ্রেখ - আহার করে; সংখাত ধম্মানং - জ্ঞাতধর্ম্মা ব্যক্তির, যে ব্যক্তি ধর্ম ভজত হয়; ন অগ্নঘতি - যোগ্য হয় না; সোলসিং - যোলভাগের একভাগ; সজ্জু - সদ্য; ধীরংব - দুধের ন্যায়; মুচ্ছতি - রক্ষা পায়; বিমুক্ত থাকে; ভস্মাচ্ছন্নো'ব পাবকো - ভস্মাচ্ছন্ন আগুনের ন্যায়; অনখায - অনর্থের জন্য; মুদ্রং - শির, মাথা; সুক্রং - সৌভাগ্য; ভাবনমিছেয় - লাভের ইচ্ছা করে; পুরেকথারং - প্রাধান্য; ইস্সরিযং - আধিপত্য; মমের কতমংগ্রান্তু - আমার দ্বারা কৃত মনে করুক; কিছাকিছেসু - কর্তব্য ও অকর্তব্যে; সংকপ্পো - সংকলন; মানো - অভিমান; বড়চতি - বৃদ্ধি পায়; লাভুপনিসা - লাভের উপায়; অভিগ্রাণ্য - পরিজ্ঞাত হয়ে; সক্কারং - সংকার; নাভিনদেয় - কামনা করবে না।

মর্মার্থ

বাল বর্গে মূর্ধ ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে। নিদ্রাহীন ব্যক্তির রাত দীর্ঘ হয়। পথশ্রান্ত ব্যক্তির অল্পপথও দীর্ঘ মনে হয়। সেৱুপ সন্ধর্মে অজ্ঞ ব্যক্তির সংসার যাত্রাও দীর্ঘ হয়। সেজন্য সংসার চলার পথে নিজের সমান অথবা উৎকৃষ্টতর সঙ্গী থাকা দরকার। নতুবা একাকী বিচরণ করাই শ্ৰেয়। কখনো মূর্ধের সাহচর্য করবে না।

মূর্ধ ব্যক্তি নিজেকে পণ্ডিত মনে করে। আসলে সে প্রকৃতই মূর্ধ। সারাজীবন ধর্মচৰ্চা করলেও ধর্মের স্বাদ বুঝতে পারে না। বিজ্ঞ ব্যক্তি মুহূৰ্তকাল পণ্ডিতের সান্নিধ্য পেলে ধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেন। মূর্ধকে চামচের সঙ্গে এবং জিহ্বাকে পণ্ডিতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। জিহ্বা তরকারির স্বাদ সহজে বোঝে কিন্তু চামচ তা পারে না।

নির্বোধ ব্যক্তি নিজের হিতাহিত বুঝতে পারে না। নিজের প্রতি নিজেই শক্তাচারণ করে। এমন কার্য করবে না যার জন্য অনুশোচনা করতে হয়। যে কর্ম দ্বারা ইহ-প্রকালের হিতসাধন হয় তা করা উচিত। পাপকর্মের ফল পরিপক্ষ না হওয়া পর্যন্ত মূর্ধ ব্যক্তি আনন্দ পায়। ফল দিতে আরম্ভ করলে ভীষণ যত্নগ্রস ভোগ করে। মৃচ্ছ ব্যক্তি দীর্ঘদিন কুশাশ্বে বসে আহার করলেও তপস্যা হয় না। অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির ধর্মাচারণজনিত পুণ্যের যোলভাগের একভাগও হয় না। শিঙ্গজান ও ধনার্জন মূর্ধব্যক্তিকে বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি তা যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা সমান ও প্রভৃত পুণ্যের অধিকারী হয়।

অজ্ঞ ভিক্ষুরাই বিহার, প্রভৃতি, নায়কত্ব লাভের জন্য উৎকৃষ্টত থাকে। ফলে ভাবনা ও মার্গফল লাভের অন্তরায় হয়। বুদ্ধশিষ্য শীলবান ভিক্ষুরা লাভ সংকার পরিত্যাগ করে মুক্তিমার্গ অনুসরণ করেন।

টীকা অভিএ়েংশ

অভিএ়েংশ বলতে অভিজ্ঞা বা উচ্চতর জ্ঞান বোঝায়। অভিজ্ঞা লৌকিক ও লোকোন্তর ভেদে দ্বিবিধি।

বিবিধি ঋদ্ধি, (লৌকিক শক্তি), দিব্যশ্রোতৃ, পরচিত্ত জ্ঞান, অতীত জন্মের স্মৃতি, দিব্যচক্ষু বা প্রাণিগণের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞানই লৌকিয় অভিজ্ঞা।

আসবক্ষয় জ্ঞান বা অকুশল মনোবৃত্তির ধ্বংসই লোকোন্তর অভিজ্ঞা। এতেই প্রকৃত দৃঃখ্যমুক্তি ঘটে। অর্থত্বফল লাভ হয়।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। পুঁজি বগুঁ-এর সারাংশ লেখ।
- ২। 'এতেসং গম্ভজ্ঞাতানং সীলগন্ধে অনুভরো' - উচ্চৃত গাথাংশের আলোকে শীলগুণ বর্ণনা কর।
- ৩। ধর্মপদ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
- ৪। বাল বর্গের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।
- ৫। বাল বর্গের উপমাগুলোর মাধ্যমে মূর্খলোকের ভ্রূপ তুলে ধর।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১। দক্ষ মালাকারের সাথে পড়িত ব্যক্তির সাদৃশ্য কোথায়?
- ২। বুদ্ধিশিয়গণের চরিত্র ও জ্ঞান-সৌরভ কীভাবে প্রদীপ্ত হয়?
- ৩। ধর্মপদের ছবিবিশাটি বর্গের নাম লেখ।
- ৪। বাল বর্গের আলোকে মূর্খ ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে আলোকপাত কর।
- ৫। ডিক্ষুদের মার্গফল লাভের অন্তরায় কী কী?
- ৬। 'অভিএ়েংশ' সম্পর্কে টীকা লেখ।

গ. বাংলায় অনুবাদ কর :

- ১। যথাপি কৃচিৎ পুঁজিৎ বঁঁঁবজ্ঞৎ সুগম্ধকৎ,
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সুকুবত্তো।
- ২। নহি পাপৎ কতৎ কমাং সজ্জু ধীরৎ ব মুছতি,
ডহস্তৎ বালমন্তুতি ভস্মাছন্নো'ব পাবকো।

ঘ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ১। 'বিএ়েংশ' শব্দের অর্থ কী?

- | | | | |
|----|------------|----|-----------|
| ক. | বিনষ্ট করে | খ. | বপন করে |
| গ. | চিন্তা করে | ঘ. | বিরাজ করে |

২। 'বস্সিকী' শব্দের অর্থ কোনটি?

- | | | | |
|----|---------|----|-------|
| ক. | চামেলী | খ. | টগর |
| গ. | মল্লিকা | ঘ. | চন্দন |

৩। নির্বাচ ব্যক্তি নিজের কী বুবতে পারে না?

- | | | | |
|----|-----------|----|----------|
| ক. | আত্ম-সমান | খ. | কাজ-কর্ম |
| গ. | হিতাহিত | ঘ. | মাতাপিতা |

৪। বাল বর্গে মূর্খ ব্যক্তির কী সমন্বে বলা হয়েছে?

- | | | | |
|----|-------|----|---------|
| ক. | চিত্ত | খ. | চারিত্র |
| গ. | ধর্ম | ঘ. | বল |

৫। ধর্মপদের গাথাগুলোকে কয়টি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে?

- | | | | |
|----|-------|----|-------|
| ক. | পঁচিশ | খ. | ছাবিশ |
| গ. | সাতাশ | ঘ. | আটাশ |

৬। বৃন্দশিয় শীলবান ভিক্ষুরা কী অনুসরণ করেন?

- | | | | |
|----|-------------|----|-------------|
| ক. | মুক্তিমার্গ | খ. | যুক্তিমার্গ |
| গ. | তীর্থমার্গ | ঘ. | মোক্ষমার্গ |

৭। শীলগম্ভের সৌরভ কোনদিকে আমোদিত হয়?

- | | | | |
|----|----------------|----|------------|
| ক. | বায়ুর অনুকূলে | খ. | উত্তর দিকে |
| গ. | দক্ষিণ দিকে | ঘ. | চারদিকে |

৮। 'দলহৃ' শব্দের অর্থ কী?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | দৃষ্টিতা | খ. | দৃঢ়তা |
| গ. | দক্ষতা | ঘ. | দারিদ্র্যতা |

৯। 'দক্ষী' বলতে কী বোঝায়?

- | | | | |
|----|------|----|------|
| ক. | দধি | খ. | দড়ি |
| খ. | চামচ | ঘ. | বচন |

ষষ্ঠ অধ্যায়

চরিয়া পিটক

সিবিরাজ চরিয়ৎ

- ১। আরিট্টসবহয়ে নগরে সিবিনামাসি খতিয়ো
নিসজ্জ পাসাদবরে এবং চিন্তেস'হং তদা।
- ২। যং কিঞ্চিং মানসং দানং অদিনং মে ন বিজ্ঞতি
যোপি যাচেয় মং চক্ৰুং দদেয়ং অবিকম্পিতো।
- ৩। মম সংকপ্তপং অঞ্চলিক্ষ্য সকো দেবানং ইসসরো
নিসন্নো দেব পরিসায ইদং বচনং অব্রুবি।
- ৪। নিসজ্জ পাসাদবরে সিবি রাজা মহিন্দিকো
চিন্তেন্তো বিবিধং দানং অদেয়াৎ সো ন পস্সতি।
- ৫। তথ্যং নু বিতথং এতং হন্দ বিমংসযামি তং
মুহূৰ্তং আগময্যাথ যাব জানামি তং মন্ত্রিতি।
- ৬। পবেধমানো ফলিতসিরো বলিতগতো জরাতুরো
অক্ষবন্ধো ব হত্তান রাজানং উপসজ্জন্মি।
- ৭। সো তদা পগৃগহেতুন বামং দক্ষিণবাহু চ
সিৱিসং অঞ্জলিং কঢ়া ইদং বচনং অব্রুবি।
- ৮। যাচামি তং মহারাজ ধৰ্মিকরট্টবড্চনং
তাব দানরতা কিন্তি উগ্রগতা দেবমানুসে।
- ৯। উভোপি নেতা নযনা অক্ষা উপহতা মম
একং মে নযনং দেহি ত্বং পি একেন যাপ্যাতি।
- ১০। তস্মা'হং বচনং সুত্তা হট্টো সংবিগ্রামানসো
কতঞ্জলি বেদজাতো ইদং বচনং অব্রুবিং।
- ১১। অহো মে মানসং সিদ্ধং সংকল্পো পরিপূরিতো
অদিনপুৰুণং দানবরং অজ্জ দস্সামি যাচকে।
- ১২। ইদানা'হং চিন্তাহতুন পাসাদতো ইথাগতো
ত্বং মম চিন্তং অঞ্চলিক্ষ্য নেতৃং যাচিতং আগতো।
- ১৩। এহি সিবক উট্টেহি মা দস্তহি মা পবেধযি
উভোপি নযনে দেহি উপ্পাতেত্তা বনিবকে।
- ১৪। ততো সো চ্যুদিতো ম্যহং সিবকো বচনং করো
উদ্ধৰিত্তান পাদাসি তালমিঞ্জং ব যাচকে।

- ১৫। দদমালস্স দেন্তস্স দিন্দালস্স মে সত্তো
চিন্তস্স অঞ্চলথা নথি বোধিয়া ঘেব কারণ।
- ১৬। ন ঘে দেন্সা উজ্জো চক্ষু অন্তুন ঘে ন দেন্সিয়ো
সকলঞ্চুতং পিয়ং ময়হং তমা চক্ষুং আদাসি'হতি।

অক্ষর

অরিট্টসবহুয়ে – অরিষ্ট নামক; সিবিনায়াসি – শিবি নামক; খতিয়ো – ক্ষত্রিয়; নিসজ্জ – বসে; পাসাদবরে – উত্তম প্রাসাদে; চিন্তে'হং – আমি চিন্তা করেছিলাম; তদা – তখন; যৎ কিঞ্চিৎ – যা কিছু; সানং অনিন্দ্ৰং – দান দেওয়ার আছে; মে ন বিজ্ঞতি – আমার দেশয়া হয় নি; হোপি – যে কেউ; যাচেয় – যাচ্ছন্ন করবে; মৎ চক্ষুং – আমার চক্ষু; সদেয়ং – দিব; অবিকল্পিতো – অবিচলিত চিন্তে; এম সংকল্পং – আমার সংকলন; সকো ইন্দ্ৰ' অঞ্চলথা – জ্ঞাত হয়ে; দেৱানং ইন্সন্নো – দেৱবাজা; বচনং – কথা; মিসিন্নো – বসে; দেৱগৱিসায – দেৱ পরিষদে; অনুবি – বলেছিলেন; মহিষ্মিকো – মহাখন্থিমান; চিন্তেজ্জো – চিন্তা করে; অদেয়ং – দেওয়া হয় নি; কৃথং – ঠিক; মুহূৰ্তং – মুহূৰ্তের মধ্যে; বিতথঃ – মিথ্যা, ভাস্ত; বিগৎসমামি – পরীক্ষা কৰব; পবেধমানো – কম্পমান; ফলিতসিৱো – পৰৱৰ্কণ; বলিতগতো – কুৰিতদেহ; জৱাতুৱো – জৱাগ্রস্থ; অধ্ববণ্ণো'ব – অল্প ব্যক্তির বেশে; উপসজ্জমি – উপস্থিত হলেন; পগ্গাহেক্তাম – প্রসারিত করে; বাযং দক্ষিণবাহু চ – বায ও ডান বাহুব্য; অঞ্জলিং কঢ়া – অঞ্জলিবস্থ হয়ে; উট্টবাহচনং – রাজের ছৈতেবী; কিন্তি – কীৰ্তি; উগ্গাঙ্গা – ছাড়িয়ে পড়েছে; উপহাঙ্গা – মষ্ট হয়ে গেছে; একং যে নয়নং দেহি – আমাকে একটি চক্ষু দিন; যাপয়া'তি – যাপন কৰুন; তস্মা'হং বচনং সূক্তা – আমি তাঁৰ কথা শুনে; সংবিগ্ধগামালসো – আলক্ষিত চিন্ত, মনের সংবেশে; পরিপূর্ণজ্ঞো – পরিপূর্ণ হওয়ায়; অনিন্দ্ৰপুৰবং-অস্তপূৰ্বং; অজ – আজ; সস্মামি – দিব; চিন্তহিত্বান – চিন্তা করে; বনিবককে – প্রাণীকে; ইধাগতো (ইধং + আগতো) – এখানে এসেছি; সীমক – অস্তু চিকিৎসক; উট্টেছি – উটুন; যা পবেধিষি – জীৱ হয়ো না; উপাটেজ্জা – উৎপাটিত করে, উপত্তে হেলে; তোমিতো – কথামত; তালমিজ্জং – জালের খাস; চিন্তস্স অঞ্চলথা – মনের বিকল কিয়া; বোধিয়া – বোধি লাভের জন্য; দেন্সা – ঈর্ষার পাত্র; সকলঞ্চুতং – সৰ্বজ্ঞতা।

সামৰণি

বোধিসন্ত একসময় অরিষ্ট নথে রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একদিন প্রাসাদে বসে তিনি চিন্তা করছিলেন, আর কিছু দান দেওয়ার বাকি আছে কিনা। তাঁৰ চক্ষু দান কৰার কথা ভাবলেন। দেৱবাজ ইন্দ্ৰ তা সত্ত কিনা পৰীক্ষা কৰবার জন্য মুহূৰ্তের মধ্যে রাজাৰ নিকট উপস্থিত হলেন। ইন্দ্ৰ পৰৱৰ্কণে জৱাগ্রস্থ কুৰিত দেহে এক অল্পের বেশে শিবি রাজাৰ একটি চক্ষু ছাইলেন। দেৱবাজ দুই হস্ত দ্বাৰা অঞ্জলিবস্থ হয়ে রাজাৰ দানেৰ প্ৰশংসা কৰলেন। দুই চক্ষু অক্ষকে একটি চক্ষু দান কৰে অপৰটি দ্বাৰা তাঁকে কালযাপন কৰতে বললেন। রাজা প্রাসাদ থেকে নেমে এসেছিলেন কাউকে চক্ষু দান কৰার জন্য। তাঁৰ মনেৰ বাসনা পূৰ্ণ হয়েছে। সংকল সিদ্ধ হয়েছে।

শিবিৱাজ অস্তু চিকিৎসককে ঢেকে মিয়ে এলোন। ইতস্তত না কৰে তাঁৰ চক্ষু দুটি উৎপাটন কৰতে আদেশ দিলেন। সিবক (অস্তু চিকিৎসক) তাই কৰল। চক্ষু দুটি দান কৰার সময় শিবিৱাজেৰ কোনো ভাবান্তৰ হয় নি। এটা কেবল বুদ্ধিকৃত লাভের জন্যই কৰেছিলেন। চক্ষু দুটি তাঁৰ ঈৰ্ষাৰ পাত্র নয়। তিনি চক্ষুকে ভালবাসতেন না তাও নয়। তাঁৰ কাছে সৰ্বজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি প্ৰিয় ছিল। সেজন্যই চক্ষু দুটি দান কৰেছিলেন।

টীকা

শিবিরাজ

শিবিরাজ চরিতে বোধিসত্ত্ব কিভাবে দান পারমী পূর্ণ করেছিলেন তাই বর্ণিত হয়েছে। বোধিসত্ত্বের একপ মৃষ্টিত্ব বিবরণ ঘটনা। শিবি জাতকেও অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়।

অতীতে শিবিরাজে শিবি মহারাজ রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব অরিষ্টপুর নগরে তাঁর পুত্রক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল শিবিকুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তত্ত্বশিলায় গিয়ে বিদ্যাপিত্তা করেন। শিক্ষা শেষে রাজধানী অরিষ্টপুর নগরে ফিরে আসেন। পিঙ্কা তাঁর পাতিত্যের পরিচয় পেয়ে উপরাজ্য শাসনের তাঁর অর্পণ করেন। কালক্রমে শিবি মহারাজের মৃত্যু হলে শিবিকুমার রাজা হন। তিনি মুগ্ধতিপদম পরিহারের জন্য মশবিদ রাজত্ব প্রতিপাদন করে রাজত্ব করতেন। তিনি নগরের চারাখারে, নগরের মধ্যে এবং রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ছয়টি দামলালা দির্ঘাগ করান। সেখান থেকে প্রতিদিন ছয় শক্ত মুক্তা ব্যয় করে মহাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে দামলালায় গিয়ে বিক্রণ-কার্য পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি গার্থিব সম্পদ সমস্ত দান করেন। বাহ্যদানে সত্ত্বাট না হয়ে শেষ পর্যন্ত চক্র দুটি দান করে দানের পরাকাণ্ঠা প্রদর্শন করেন।

চরিয়া পিটক

সুত পিটকের অন্তর্গত খৃদক নিকায়ের শেষ প্রাপ্ত চরিয়াপিটক। গ্রামটি সম্মূর্ণ গাথায় রাচিত। এতে ৩৫টি কাহিনী আছে। বোধিসত্ত্বরাপে জন্ম-জন্মান্তরে বৃন্থ যে পারমীগুলো পূরণ করেছিলেন সেগুলোর কথাই এতে বলা হয়েছে। এবং বৃন্থ এ কাহিনীগুলো বিবৃত করেছিলেন।

কাহিনীগুলো জাতকের অনুরূপ। কেবল পারমিতার চর্যার উক্তেশ্যেই এগুলো পদ্যে রাচিত হয়েছে। মতলারীতি ধর্মপদের মতই। অকত্তি, ধনঞ্জয়, সুদর্শন, গোবিন্দ, চন্দ্রকিণির, বেস্মান্তর, সমপত্তি, ভূরিদত্ত, চলেশ্য, ছুলবোধি, মহালোমহংস প্রভৃতি কাহিনীগুলো চরিয়া পিটকের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম বিশটি কাহিনীতে দান ও শীল পারমীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ১৫টি চরিত-নৈত্রন্যা, বীর্য, প্রজ্ঞা, ক্ষণ্ডি, সত্য, অধিষ্ঠাত্র, মৈত্রী ও উপেক্ষা – এ আটটি নিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

ধর্ম দেবদৃত চরিযং

- ১। পুনাপরং যথা হোমি মহাযক্খো মহিষ্ঠিকো,
ধর্ম্মো নাম মহাযক্খো সববলোকানুকস্তকো ।
- ২। দসকুসল কর্মপথে সমাদপেন্তো মহাজনং,
চরামি গামনিগমং সমিত্তো সপরিজ্ঞনো ।
- ৩। পাপো কদরিযো যক্খো দীপেন্তো দসপাবকে,
সো পেঁথ মহিয়া চরতি সমিত্তো সপরিজ্ঞনো ।
- ৪। ধর্মবাদী অধর্ম্মো চ উভো পচনিকা মযং,
দুরে দুরং ঘট্টযষ্টা সমিহ্মা পটিপথে উভো ।
- ৫। কলহো বন্তি অস্মা কল্যাণ পাপকস্স চ,
মগ্ন্মা ওক্মনখায মহাযুদ্ধো উপট্টিত্তো ।
- ৬। যদি অহং তস্স পকুপ্রেযং যদি ভিন্দে তপোগুণং,
সহ পরিজনেন তস্স রজভৃতং করেয়াহং ।
- ৭। অপি চাহং শীলরক্খায নিবাপেত্তান মানসং,
সহ-জনেন ওক্মিত্তা পথং পাপস্স অদাসি অহং ।
- ৮। সহ পথতো ওক্তো কত্তা চিত্তস্স নিবৃত্তিং,
বিবরং অদাসী পঠবী পাপযক্খস্স তাবদেতি ।

শর্কার্থ

পুনাপরং — পুনরায়; যদা — যথন; হোমি — হয়েছিলাম; মহিষ্ঠিকো — মহাখদিধমান; সববলোকানুকস্তকো — পৃথিবীর সকলের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে; দসকুসলকর্মপথে — দশপ্রকার কুশলকর্মপথে; সমাদপেন্তো — সম্মন্ন করার জন্য; মহাজনং — মহাপরিষদ, অনেক লোক; চরামি — বিচরণ করেছিলাম; গামনিগমং — গ্রাম ও নগর; সমিত্তো — শান্ত অবস্থা; মযং — আমরা; কদরিযো — কদর্য; দীপেন্তো — আলোকিত করতে; সপরিজ্ঞনো — পরিজনসহ; পচনিকা — বিপরীত; ঘট্টযষ্টা — সৃষ্টি করে; পটিপথে — গতিপথ; বন্তি — সংঘটিত হয়; কল্যাণ পাপকস্স — কল্যাণকামী ও পাপীদের মধ্যে; কলহো — বিবাদ; মগ্ন্মা — রাস্তা; ওক্মনখায — ছেড়ে দেওয়ার জন্য; উপট্টিত্তো — অবতীর্ণ হল; পকুপ্রেযং — ত্রুট্য হতাম; ভিন্দ — ভঙ্গ; তপোগুণং — তপগুণ; রজভৃতং — ভূমীভৃত; অপি চাহং — যদি চাহিতাম; শীল রক্ষার জন্য; নিবাপেত্তান — প্রশামিত করতে; মানসং — মনোভাব; ওক্মিত্তা — নেমে; পাপস্স — অধর্মকে; অদাসি — দিয়েছিলাম; চিত্তস্স নিবৃত্তিং — মনকে প্রশান্ত করে; বিবরং — বিদীর্ণ ।

সারমৰ্থ

বৌদ্ধিসত্ত্ব একসময় মহাখদিধমান দেব-পরিষদের ধর্ম নামক গুণসম্পন্ন দেবপুত্র ছিলেন। তখনও তিনি জগতবাসীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন। মানুষকে দশপ্রকার কুশলকর্মে উদ্বৃত্ত করার জন্য তাঁর পরিষদ নিয়ে গ্রামে নগরে পরিভ্রমণ করেছিলেন।

তিনি পাপকর্মে লিঙ্গ অধর্ম নামক দেবপুত্র ও যক্ষদেরকে দশপ্রকার অকুশল কর্মপথ থেকে বিরত রাখার উপদেশ দিতেন। সেজন্য সমগ্র জয়ুষীয় বিচরণ করেছিলেন। অধর্মবাদীর রথ ধর্মবাদীর রথের মুখোমুখি হয়েছিল। গতিপথে বাধার সৃষ্টি হওয়ার বিবাদ উৎপন্ন হয়। শেষে মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার উপকৰ্ম হয়। তিনি তাদেরকে মুহূর্তের মধ্যে



তথ্যাভূত করতে পারতেন। কিন্তু তপঃগুণ ভজা হওয়ার ভয়ে তা করেন নি। শীল রক্ষার জন্য তাঁর মনকে প্রশামিত করেছিলেন।

পারমী পূরণের জন্য তিনি পরিজন সহ রখ থেকে নেমে অধর্মবাদীদেরকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিবাদ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এ শীলগুণে পৃথিবী বিদীর্ঘ হয়ে পাপীকে গ্রাস করে। শীলগুণই জগতে শ্রেষ্ঠ।

টীকা

পারমী

পারমী বা পারমিতার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল পরম + ফিল + তা অর্থাৎ পরমের ভাব। এর আসল অর্থ দাঁড়ায় পূর্ণতা। ‘বোধি’ বা জ্ঞান লাভ হলেই পূর্ণতা লাভ করা যায়। সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ সাধিত হয় এমন বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিকেই পারমী বলে। পরম নির্বাণ লাভের অভিপ্রায়ে প্রজ্ঞাময় কুশল কর্মই পারমী।

পারমী দশ প্রকার। যথা – দান, শীল, নৈস্ত্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা। সম্যক সম্মোধি লাভের জন্য বুদ্ধকে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় উক্ত দশ প্রকার পারমী পূর্ণ করতে হয়েছিল।

অনুশীলনী

ক. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। শিবিরাজ চরিতের বিষয়বস্তুর বর্ণনা দাও :
- ২। শিবিরাজ কিভাবে দান পারমী পূর্ণ করেছিলেন? শিবিরাজ চরিতের আলোকে স্মের্থ।
- ৩। শিবিরাজের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ৪। ‘ধর্ম দেবদূত চরিয়ৎ’ এর সারমর্ম তোমার নিজের ভাষায় স্মের্থ।
- ৫। বোধিসত্ত্ব ধর্ম নামক দেবপুত্র হিসেবে জগতবাসীর প্রতিযে অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন তা উল্লেখ কর।

খ. সংক্ষেপে উত্তর স্মের্থ :

- ১। চরিয়া পিটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
- ২। শিবিরাজ কে ছিলেন? তিনি কীভাবে মহাদান দিয়েছিলেন?
- ৩। ‘পারমী’ বলতে কী বোঝা? পারমী কয় প্রকার ও কী কী?
- ৪। ধর্ম নামক দেবপুত্রের প্রকৃত পরিচয় কী? ধর্মবাদী ও অধর্মবাদীর মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন হয়েছিল কেন?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর:

মম সংক্ষপ্তঃ ————— সক্রো দেবানঃ —————।

মিসিলো ————— ইদঃ ————— অনুবি।

পাপো ————— যকখো ————— দসপাবকে

সো পেথ ————— চরতি ————— সপরিজ্জনো ।

ঘ. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। বোধিসত্ত্ব অরিষ্ট নগরে কোন রাজা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

- | | | | |
|----|------------|----|---------|
| ক. | মগধরাজ | খ. | কোশলরাজ |
| গ. | বারাণসীরাজ | ঘ. | শিবরাজ |

২। চরিষা পিটকে কয়টি কাহিনী আছে?

- | | | | |
|----|---------------|----|-------------|
| ক. | পঁচিশটি | খ. | পঁয়ত্রিশটি |
| গ. | পঁয়তাশ্চিশটি | ঘ. | পঁত্রান্তি |

৩। শিবরাজ কাকে তাঁর দুটি চক্র দান করেছিলেন?

- | | | | |
|----|-----------------------|----|-------------------|
| ক. | দুই চক্র অথবা লোকটিকে | খ. | দেবরাজ ইন্দ্রকে |
| গ. | আইরি ভিক্ষুকে | ঘ. | চক্রপাল স্থাবিরকে |

৪। 'পাসাদবরে' শব্দটির বাংলা অর্থ কী?

- | | | | |
|----|----------------|----|-------------------|
| ক. | প্রাসাদের ওপরে | খ. | প্রাসাদের ভেতরে |
| গ. | উত্তম প্রাসাদে | ঘ. | প্রাসাদের চারদিকে |

৫। 'সর্বজ্ঞতা' শব্দের পালি কোনটি?

- | | | | |
|----|----------------|----|--------------|
| ক. | সব্ববংগ্রহণ্তৎ | খ. | অনুংগ্রহণ্তৎ |
| গ. | সলায়তনৎ | ঘ. | বৃপায়তনৎ |

৬। 'পারমী' কয় প্রকার?

- | | | | |
|----|-----------|----|------------|
| ক. | আট প্রকার | খ. | নয় প্রকার |
| গ. | দশ প্রকার | ঘ. | বার প্রকার |

৭। শিবিকুমার কোথায় বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন?

- | | | | |
|----|-------------|----|------------|
| ক. | রাজগৃহে | খ. | নালন্দায় |
| গ. | অরিষ্ট নগরে | ঘ. | তক্ষশিলায় |

থেরগাথা

মালুজ্জ্যপুন্তো থেরো

মনুজস্স পমন্তচারিনো তণ্হা বড়চতি মালুবা বিয়,
সো পল্লুবতি হুরাহুরং ফলমিছং'ব বনস্মিং বানরো ।

যং এসা সহতে জমী তণ্হা লোকে বিসতিকা,
সোকা তস্স পবড়চতি অভিবট্টং'ব বীরণং ।

যো বো তং সহতে জমিং তণ্হং লোকে দুরচষং,
সোকা তম্হায পপতত্তি উদবিন্দু'ব পোকখরা ।

তং বো বদামি ভদং বো যাবন্তেখ সমাগতা,
তণ্হায মূলং খনথ উসীরখো'ব বীরণং ।

মা বো নলং'ব সেতো'ব মারো ভঙ্গি পুনপ্নুনং,
করোথ বুম্ববচনং খণ্ডো বো মা উপচগা ।

খণ্গা তীতা হি সোচতি নিরয়ম্হি সমশ্পিতা,
পমাদো রজো, পমাদানুপতিতো রজো;
অপমাদেন বিজ্ঞায অবহে সন্ত্বামন্তনোতি ।

শব্দার্থ

মনুজস্স — মানুষের; পমন্তচারিণো — প্রমন্তচারী; তণ্হা — তৃষ্ণা; মালুবা — মালুলতা, পত্রলতা (যে লতা অন্য বৃক্ষকে ধূংস করে); বিয় — মত, ন্যায়; বড়চতি — বৰ্ধিত হয়; পল্লুবতি — ধাবিত হয়; ফলমিছং'ব — ফলের প্রত্যাশায়; হুরাহুরং — এক স্থান থেকে অন্যস্থানে; বনস্মিং — বনে; বিসতিকা — বিষতুল্য; জমী — হীন, নিচ; সোকা — শোকসমূহ। বীরণ — বীরণত্ত্ব, বেণা বা খড় থেকে যে তৃণ জন্মে; সহতে — অভিভূত হয়, সহ্য হয়; উদবিন্দু'ব — বৃষ্টির জলের ন্যায়; দুরচষং — দুরত্ত্বক্রম; অভিক্রম করা কফ্টসাধ্য; পবড়চতি — প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি পায়; পপতত্তি — পড়ে যায়; পোকখরা — পদ্ম; তং বো বদামি — সেই কারণে বলছি; যাবন্তেখ সমাগতা — যারা এখানে সমাগত হয়েছে; তণ্হায মূলং — তৃষ্ণার মূল; খনথ — খনন কর; উসীরখো'ব বীরণং — বীরণ তৃণকে কোদাল দ্বারা; নলং'ব সেতো'ব — নদী তীরে জাত নলবনকে নদীস্তোত যেমন; ভঙ্গি — ভেঙ্গে ফেলে; পুনপ্নুনং — বারবার; করোথ — করবে; উপচগা — অভিক্রম কর; খণ্গাতীতা — সুক্ষমকে যারা অভিক্রম করে; নিরয়ম্হি সমশ্পিতা — নিরয়ে পতিত হয়; পমাদানুপতিতো — প্রমাদের বশবতী হয়ে; সন্ত্বামন্তো — কামরাগাদি শল্যসমূহ (প্রতিবন্ধক) ।

সারমর্ম

প্রমন্তচারী ব্যক্তির তৃষ্ণা মালুব লতার ন্যায় বৃদ্ধি পায়। বানর ফল লাভের আশায় বৃক্ষ থেকে বৃক্ষাভরে গমন করে। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিও তব থেকে ভবান্তরে ধাবিত হয়। বিষতুল্য বিষাক্ত তৃষ্ণা যে ব্যক্তিকে অভিভূত করে তার শোক ত্রামেই বৰ্ধিত হয়। যিনি হীন তৃষ্ণা ধূংস করেন, তাঁর শোকসমূহ পদ্মপত্র থেকে জলবিন্দু পতনের ন্যায় দূরীভূত হয়।

সেই কারণে মালুজ্জকাপুত্র স্থবির উপস্থিত সবাইকে অগ্রমত্ত হয়ে ত্যাগ বিনাশসাধন করতে বলেছিলেন। কৃষকেরা বীরণ তৃণকে কোদাল দ্বারা খনন করেন। সেখাপ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা অর্হংমার্গরূপ প্রজ্ঞাকোদাল দিয়ে অবিদ্যাদি ক্লেশরাশিকে ছেদন করেন।

মারের রাজ্য অতিক্রম করার জন্য বুদ্ধবচন যথানিয়ামে সম্পাদন করেন। যে বুদ্ধবচন রক্ষা করে না, সে সমস্ত সুক্ষণ অতিক্রম করে। তারা নিরয়ে পতিত হয়ে শোকার্ত হয়। দুঃখভোগ করে। প্রমাদ জন্মাত্তর বৃদ্ধি করে। অপ্রমাদ ও মার্গফলরূপ বিদ্যা হস্তয়ে আশ্রিত কামরাগাদির মূল উৎপাটন করে।

টীকা

মালুজ্জকাপুত্র থের

তিনি পূর্ববৃদ্ধগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর কোশলরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন অগ্রাসনিক। মাতার নাম মালুজ্জ্যা। তাই মাতার নাম অনুসারে তিনি 'মালুজ্জকাপুত্র' বলে পরিচিত হন।

তিনি যৌবনে গৃহত্যাগ করে পরিব্রাজক হিসেবে ঘুরে বেড়ান। পরে বুদ্ধের ধর্ম শুনে প্রবৃজিত হন এবং সহসা ষড়াভিজ্ঞ হন। জ্ঞাতিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি তাঁদের নিকট যান। জ্ঞাতিগণ ভাল খাদ্য পরিবেশন করে ধনের প্রলোভন দেখান। তারা তাঁর সম্মুখে ধনস্তুপ স্থাপন করেন। তাঁকে চীবর ত্যাগ করে সেই ধন দিয়ে স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন পূর্বক পুণ্যকার্য সম্পাদন করতে অনুরোধ জানান। স্থবির তাঁদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে আকাশে উপবেশন করেন। সেই সময় তিনি যে গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন সেগুলোই থের গাথায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

থের গাথা

থের গাথা খুন্দক নিকায়ের অষ্টম গ্রন্থ। এতে বুদ্ধের সমসাময়িক ২৬৪ জন থের কর্তৃক রচিত গাথা সংকলিত হয়েছে। জ্ঞানী ও বয়োবৃদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থের বা স্থবির বলা হয়। এ গ্রন্থে ১৩৬০টি গাথা আছে। গাথাগুলোকে ২১টি নিপাতে বিভক্ত করা হয়েছে: যেমনজ একে নিপাত, দ্বিক নিপাত, তিক নিপাত ইত্যাদি। গাথার সংখ্যা অনুসারেই এটা করা হয়েছে। গাথাগুলোতে বৌদ্ধ স্থবিরদের অভিজ্ঞতা সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁরা প্রকৃতির সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। বুদ্ধযুগে রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে থেরগাথা অন্যতম। প্রবৃজ্যা জীবনের ঘটনা এবং লোকেন্দ্র জীবনের পূর্ণতা এতে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া, বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ ও তত্ত্বগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে। মেতা, করণা, মুদিতা, উপেক্ষার আদর্শগুলো প্রতিপন্থ করা হয়েছে। মহাজ্ঞানী সারিপুত্র, মহাখণ্ডিমান মৌদগল্যায়ন, আনন্দ, উপালি, বজীশ, অঙ্গুলিমাল, তালপুট প্রভৃতি স্থবিরদের জীবনের গতি ও পরিণতি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে।

সোপাকো খেরো

দিষ্মা পাসাদছায়াঃ চঙ্কমন্তঃ নরুন্তমঃ,
তথ নং উপসজ্জন্ম বনিসং পুরিসুন্তমঃ।

একংসং চীবরং কত্তা সংহরিত্তান পাণযো,
অনুচঙ্কমিসং বিরজং সববসন্তানমুন্তমঃ।

ততো পঞ্চে অগুচ্ছ মং পঞ্চহানং কোবিদো বিদু,
অচ্ছষ্টী চ অভীতো চ ব্যাকাসিং সখুনো অহং।

বিস্মজিতেসু পঞ্চহেসু অনুমোদি তথাগতো,
ভিক্ষুসজ্জং বিলোকেত্তা ইমমথং অভাস্থ।

লাভা অঙ্গান-মগধানং যেসাযং পরিভুজতি,
চীবরং পিণ্ডপাতং চ পচ্চযং সযনাসনং।

পচ্চুট্ঠানং চ সামীচিং, তেসং লাভাতি চ' বুবি,
অজ্জতগৃণে মং সোপাক দস্সনাযো পসজ্জন।

এসা চেব তে সোপাক ভবতু উপসম্পদা,
জাতিযা সন্তবস্মো'হং লক্ষ্মান উপসম্পদঃ;

ধারেমি অভিমং দেহং' অহো ধম্ম-সুন্ধমতাতি।

শব্দার্থ

পাসাদছায়াঃ – প্রাসাদের (গম্বুজিতের) ছায়ায়; চঙ্কমন্তঃ – দিষ্মা – চঙ্কমণ করতে দেখে; নরুন্তমঃ – নরোন্তম; তথ – সেখানে; উপসজ্জন্ম – উপসিথিত হয়ে; একংসং – একাংশ; সংহরিত্তান – জোড় করে; পাণযো – হাত; অনুচঙ্কমিসং – পশ্চাতে চংক্রমণ করিঃ সববসন্তানমুন্তমঃ – সকল প্রাণিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ; পঞ্চহং – পঞ্চঃ; অগুচ্ছ – জিঙ্গেস করলেন; কোবিদো – পারদশী; বিদু – জ্বালী; অচ্ছষ্টী – অকশ্মিত; অভীতো – নির্ভয়ে; ব্যাকাসিং – ব্যাখ্যা করলেন; সখুনো – শাস্তাকে; অনুমোদি – অনুমোদন করলেন; বিস্মজিতেসু পঞ্চহেসু – প্রশ্নোত্তরের ব্যাখ্যা; বিলোকেত্তা – দর্শন করে; ইমমথং (ইমং + অথং) – এই অর্থ, এই বিষয়; অঙ্গান-মগধানং – অঙ্গ ও মগধবাসিদের, পরিভুজতি – পরিভোগ করে; অভাস্থ – ভাষণ দেন; সযনাসনং – শয্যাসন; পচ্চুট্ঠানং – প্রতুখান, আগস্তুকের সমানার্থ উঠে দাঁড়ানো; সামীচিং – সেবাকর্ম; লাভাতি – লাভ হয়; জাতিযা সন্তবস্মো'হং – সাত বছর বয়ঃক্রমকালে; ধারেমি – ধারণ করছি; অভিমং দেহং – শেষ জন্ম।

টীকা

সোপাকো খেরো

সোপাক স্থবির সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করেন। কামভোগের দোষ দেখে গৃহবাস ত্যাগ করে তাপস-প্রব্রজ্যা নেন। এক পর্বতে অবস্থানের সময় তার আসন্ন মৃত্যুদর্শনে ভগবান তথায় উপস্থিত হন। তান বৃক্ষ দর্শনে গ্রীত হয়ে শাস্তাকে পুক্ষাসন দান করেন। সেই পুণ্যফলে সোপাক মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হন।

গৌতম বুদ্ধের সময় বণিককুলে জন্মগ্রহণ করে সোপাক নামে অভিহিত হন। চারমাস বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। কাকা তাঁকে লালন-পালন করেন। নিজপুত্রের সাথে বাগড়া করায় কাকা অত্যন্ত রাগানৃত হন। তখনি তাঁকে হাত-পা বেঁধে শূশানে ফেলে দেয়া হয়। পারমীপূর্ণ বালকের কেউ অনিষ্ট করল না। সে অর্ধরাতে বিলাপ করতে লাগল - 'আমার কী দুর্ঘতি? আমার সহায় কে হবে? আমাকে কে অভয় দেবে? আমি তো একাকী বাঁধা অবস্থায় আছি'। তখন বুদ্ধ প্রাণিদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিয়ে দেখলেন। তিনি সোপাকের অর্হতাফলের বিষয় অবগত হয়ে নিজ দেহ হতে আলো প্রজ্ঞালিত করলেন। সৃষ্টি উৎপন্ন করে বললেনজ 'সোপাক, এস, ডয় কর না। তথাগতকে দর্শন কর। রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তোমাকে মৃত্যু করব'।

বুদ্ধের প্রভাবে বালকের বন্ধন খুলে গেল। গাথা শ্রবণের পর স্নোতাপন্ন হয়ে জেতবনের গম্ভুকুটিরের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে ছেলেকে না দেখে তাঁর মা কাকাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছুই জানে না উত্তর দিল। পরিশেষে মা বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। তথাগত তাঁকে ধর্মোপদেশ দিলে সোতাপন্ন হলেন। মাকে ধর্মদেশনা করার সময় সোপাকও অর্হতাফল লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স সাত বছর। ভগবান তাঁকে উপসম্পদা দেয়ার ইচ্ছায় ভান পরীক্ষা করার জন্য দশটি প্রশ্ন করেছিলেন। সোপাক উত্তর প্রদানে বুদ্ধকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। সাত বছর বয়স্ক কুমারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বলে এ প্রশ্নগুলো 'কুমার পঞ্চঃ' (কুমার পঞ্চ) এবং শ্রামণেরকে প্রশ্ন করেছিল বলে 'সামগ্রের পঞ্চঃ' বা 'শ্রাবণের পঞ্চ' নামে অভিহিত। এখনও শ্রামণেরদেরকে এ প্রশ্নগুলো উত্তরসহ শিক্ষা করতে হয়।

সামৰ্থ্য

বুদ্ধের ঝন্দি প্রভাবে সোপাক বন্ধনমুক্ত হয়ে শূশান থেকে জেতবনের গম্ভুকুটির বিহারে উপস্থিত হন। তখন বুদ্ধ চৎক্রমণ করেছিলেন। সোপাক তাঁকে বন্দনা করে বুদ্ধের পেছনে পেছনে চৎক্রমণ করতে লাগলেন। বুদ্ধ তাঁকে দশটি প্রশ্ন করেন। সোপাক সুন্দর ও নিতীকভাবে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন। তথাগত তাঁতে সন্তুষ্ট হন। তৎপর তিঙ্গুসংঘের পরিষদে তিনি সোপাক শ্রামগ্রের বিষয় বলতে গিয়ে অঙ্গ-অগ্রহবাসির প্রদত্ত চীবর, পিণ্ড, শয্যাসন ও ঔষধপত্র দানের প্রশংসা করলেন। 'ভিক্তু সোপাক তা পরিভোগ করছে, ওটাই তাদের মহালাভ।' - একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সাতবছর বয়স্ক সোপাক উপসম্পদা প্রাপ্ত হলেন। এ জন্মই তাঁর অস্তিম দেহধারণ ছিল। আহো! নৈর্বাণিক ধর্মের কী প্রভাব!

থেরী গাথা

মন্দা থেরী

আতুরং অসুচিং পৃতিং পস্স নন্দে সমুস্সয়ং।

অসুভায় চিত্তং ভাবেহি একগংগং সুসমাহিতং॥

অনিমিত্তং ভাবেহি মানানুস্যমুজ্জহঃ।

ততো মানাভিসম্যা উপসন্তা চরিস্সমিঃ॥

শব্দার্থ

আতুরং - আতুর, রঞ্চ, শোকের কারণ; অসুচিং - অশুচি, অপবিত্র; পৃতিং - পৃতি, পচা; পস্স - দেখ; সমুস্সয়ং - সুন্দর দেহ, শরীরপিণ্ড; অসুভায় - অসার, অশুভ; চিত্তং ভাবেহি - চিত্তকে (ধ্যানে) মগ্ন কর; একগংগং - একাগ্রা; সুসমাহিতং - সুসমাহিত; অনিমিত্তং - যা অস্থায়ী পদার্থের ওপর নির্ভর করে না; মান - নিজের রূপ, শরীর, পদ ইত্যাদির অভিমান; উজ্জহ (উৎ + জহ) - পরিত্যাগ কর; উপসন্তা - উপশম করে; চরিস্সমি - বিচরণ করবে।

সারমূল

নন্দা তাঁর সৌন্দর্যের অহংকার করতেন। ভিকুণ্ঠী হয়েও তা তিনি পরিত্যাগ করতে পারেননি। সেজন্য বৃক্ষ তাঁকে ভর্সনা করতেন বলে তাঁর নিকটে যেতেন না। অর্থচ জ্ঞান লাভের উপযুক্ত ছিলেন। বৃক্ষ মহা-প্রজাপতিকে আদেশ দিশেন যে, সমস্ত ভিকুণ্ঠী যেন তাঁর নিকট এসে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে। নন্দা নিজের পুরিবর্তে অনাজনকে পাঠালেন। তগবান প্রতিনিধি পাঠাতে নিষেধ করলেন। এরূপে বাধ্য হয়ে নন্দাকে আসতে ইল। তগবান তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে এক সুন্দরী স্ত্রীলোকের মৃত্তি উপস্থাপিত করলেন। তাঁর বার্ধক্য ও পরিণতি প্রদর্শন করে দেহের অসারতা দেখালেন। এই দৃশ্য নন্দার মর্মে আঘাত করল। বৃক্ষ সেই সময় নন্দাকে সমোধন করে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা দুটি গাথায় খেরী নিজেই রচনা করেন। নিম্নে তাঁর অনুবাদ দেওয়া হল :

নন্দে! পৃতি, অশুচি ও ব্যাধির এ দেহ-সমষ্টিকে অবলোকন কর। সুসমাহিত ও একগ্র চিত্তে অশুভ
ভাবনায় চিন্তকে নিয়োজিত কর। অনিষ্ট, দুঃখ ও অনাঞ্চল্যপুর অনিমিত্তের ওপর চিন্তকে প্রতিষ্ঠিত করে
অহংকার বিদূরিত কর। চিন্তকে সম্যকভাবে দমন করে শান্ত ও নির্মল অবস্থায় স্থিত হও।

টীকা

নন্দা

তিনি বিপস্তী বৃক্ষের সময়ে বন্ধুমতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন জানৈক ধনবান নাগরিক। নাম রাখা হয়েছিল অভিনগ-নন্দা। ছেটকাল থেকে ধর্মে অধুরক্তা ছিলেন। বিপস্তী বৃক্ষ পরিনির্বাপিত হলে নন্দা তাঁর স্তৃতি মন্দিরে রঞ্জ-খচিত একটি সোনার ছাতা দান করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি সৌত্তম বৃক্ষের সময় কপিলাবস্তু নগরে শাক্য খেমকের প্রধানা স্ত্রীর কল্যাঙ্গপে জন্ম দেন। সুন্দর দেহ গঠনের জন্য তাঁর নাম তখনও অভিবৃপ্ত নন্দা রাখা হয়।

স্বয়ম্ভুর সভার দিন নন্দার ইস্তিপত যুবক শাক্যকুমার চরভূতের মৃত্যু হয়; তাই তাঁর পিতামাতা তাঁর অনিচ্ছাসংস্কৃতে প্রবৃজ্যা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করেন। তিনি ভিকুণ্ঠীসংঘে প্রবেশ করেও নিজ দেহ-সৌন্দর্য দেখে নিজেই মৃত্যু হতেন। বৃক্ষ জাগতিক অনিষ্ট-বিষয়ে দেশনা করতেন বলে তাঁর সঙ্গে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু তগবান জানতেন নন্দা জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্রী।

পরে নন্দা বৃক্ষের অলৌকিক শক্তিবলে পৃতিগম্ভীর দেহের অসারতা উপলব্ধি করেন। বৃক্ষের ধর্মদেশনাকালে নন্দা অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

খেরী গাথা

খেরীগাথা খুন্দক নিকায়ের নবম গ্রন্থ। গ্রন্থখানিতে ৭৩ জন খেরী-র গাথা সংগৃহীত হয়েছে। তাতে খেরী-দের জীবন কাহিনী বর্ণিত আছে। তাঁদের রচিত গাথার সংখ্যা ৫২২। এঁদের মধ্যে ২৩ জন সম্মানবৃক্ষীয় রাজপরিবারের বধ ও কল্যা, ১৩ জন শ্রীষ্টী বা বণিক সম্মানায়, ৭ জন ব্রাক্ষণ ও ১৫ জন পতিতা নারী।

এ গ্রন্থে ভিকুণ্ঠীদের বাস্তিগত সুখ-দুঃখ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলা হয়েছে। তাঁরা আত্মস্তুতে বলীয়ান ছিলেন। সমাজের বহু অবহেলিত নারীকে ধর্মে স্থান দেওয়া হয়েছিল। পুত্রহারা কৃশা সৌত্তমী; স্বামী পরিত্যক্তা ইসিদাসী, আন্তীয়-স্বজনহারা, পাগলিমীপ্রায় পটাচারা; গণিকা আম্রপাণী প্রমুখ নারী ভিকুণ্ঠীসংঘে যোগদান করে আজ্ঞ-পরহিতে অবদান রেখেছিলেন।

সেই যুগের সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান নির্ণয় করার পক্ষে এই সংকলন গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন ভারতীয়

ସମାଜ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ତଥ୍ୟେ ଗ୍ରନ୍ଥାଚ୍ଚାରୀ ସମ୍ମଦ୍ଧ । ଗ୍ରନ୍ଥାଚ୍ଚାରୀକେ ଭାରତୀୟ ଗୀତିକାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟେ ପ୍ରଥମ ସାରିତେ ସଥାନ ଦେଓଯା ହୋଇଛେ । ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ-ଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷା-ଦୀକ୍ଷାର ଆଲୋଚନାଓ ଏତେ ସଂକ୍ଷେପେ ଉପ୍ରେସ୍ ଆଛେ ।

ଏତେ ବୈଷୟିକ ବର୍ଣନା ବେଶ ଥାକଲେ ଭିକ୍ଷୁଗୀଦେର ନିର୍ବାଣ-ସାଧନାଓ କମ ନେଇ । ସଂଘମଧ୍ୟେ ତାରା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପେତେନ । ମୁକ୍ତିଲାଭେର ଆଶାଇ ଛିଲ ତାଦେର ସଂସାର ତ୍ୟାଗେର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ସୁଭା ଥେରୀ

- ୧ । ଦହରାହଂ ସୁନ୍ଦରବନନା ସଂ ପୁରେ ଧର୍ମମସୁଣିଃ ।
ତସ୍‌ସା ମେ ଅପ୍ରମତ୍ତାୟ ସଚାତିସମୟୋ ଅଛୁ ॥
- ୨ । ତତୋହଂ ସବକାମେସୁ ଭୂଃ ଅରତିମଞ୍ଜୁଗଂ ।
ସକ୍ତ୍ୟାସିଂ ଭ୍ୟଂ ଦିଵା ନେକ୍ଷମଂ ସେବ ପିହୟୋ ॥
- ୩ । ହିତ୍ତାନ୍ତଃହଂ ଏଗତିଗଗଂ ଦାସକମ୍ପରାନି ଚ ।
ଗାମଥେତ୍ତାନି ଫୀତାନି ରମଣୀୟେ ପମୋଦିତେ ।
ପହାୟଃହଂ ପରବଜିତା ସାପତେଯଃଂ ଅନପୃଷ୍ଠକ ॥
- ୪ । ଏବଂ ସମ୍ବାୟ ନିକ୍ଷମ୍ ସମ୍ବମ୍ମେ ସୁପରେଦିତେ ।
ନ ମେ ତଃ ଅସ୍ମ ପତିରଙ୍ଗଃ ଆକିଷଣ୍ଣଏଣ୍ଣର୍ହି ପଥବେ ॥
ସା ଜାତରୂପରଜତଃ ଠପେତ୍ତା ପୁନରାଗମେ ॥
- ୫ । ରଜତଃ ଜାତରଙ୍ଗଃ ବା ନ ବୋଧାୟ ନ ସନ୍ତ୍ୟେ ।
ନ ଏତଃ ସମଗ୍ରସାରପୃଷ୍ଠଃ ନ ଏତଃ ଆରିସଧନଃ ॥
- ୬ । ଲୋଭନଃ ମଦନଃ ଚେତଃ ମୋହନଃ ରଜବଢ଼ନଃ ।
ସାସଙ୍ଗଃ ବହୁ ଆହ୍ସାଂ ନର୍ଥ ଚେଥେ ଧୂରଂ ଠିତି ॥
- ୭ । ଏଥରତା ପମତା ଚ ସଂକିଳିଟ୍ଟମନା ନରା ।
ଆଏଣମାଏଣ ବ୍ୟାରମ୍ଭା ପୁରୁକୁବନ୍ତି ମେଧଗଂ ॥
- ୮ । ବଧୋ ବନ୍ଦୋ ପରିକିଳେସୋ ଜାନି ସୋକପରିଦବୋ ।
କାମେସୁ ଅଧିଗ୍ନାନଃ ଦିସ୍‌ସତେ ସ୍ୟନଃ ବହୁ ॥
- ୯ । ତଃ ମାଏଣାତୀ ଅମିତା ବ କିଂ ମଂ କାମେସୁ ଯୁଝଥ ।
ଜାନାଥ ମଂ ପରବଜିତଃ କାମେସୁ ଭୟଦସ୍‌ସିନିଃ ॥
- ୧୦ । ନ ହିରଣ୍ୟସୁବନ୍ଦେନ ପରିକ୍ରୀଯନ୍ତି ଆସବା ।
ଅମିତା ବଧକା କାମା ସପତା ସନ୍ତ୍ୱବନ୍ଧନା ॥
- ୧୧ । ତଃ ମାଏଣାତୀ ଅମିତା ବ କିଂ ମଂ କାମେସୁ ଯୁଝଥ ।
ଜାନାଥ ମଂ ପରବଜିତଃ ମୁଣ୍ଡଃ ସଂଘାଟିପାରତ ॥
- ୧୨ । ଉତ୍ତିଠିପିଣ୍ଡେ ଉପ୍ରେ ଚ ପଂସୁକୁଳଙ୍ଗ ଚୀବରଂ ।
ଏତଃ ଖୋ ମମ ସାକପୃଷ୍ଠଃ ଅନଗାରପନିସ୍‌ସଯୋ ॥

- ১৩। বন্তা মহেসিনা কামা যে দিকবা যে চ মানুসা ।
খেমট্ঠানে বিমুক্তা তে পতা তে অচলং সুখং॥
- ১৪। মাহং কামেহি সংগচ্ছৎ বেসু তাণং ন বিজতি ।
অমিত্বা বধকা কামা অগ্রগ্রূপমা দুর্কথা॥
- ১৫। পরিপন্থে এসো সভযো সবিঘাতো সকষ্টকো ।
গেৰো সুবিসমো চেসো মহতো মোহনামুখো॥
- ১৬। উপসংগো ভীমরূপো চ কামা সপ্তপ্রিয়মা ।
যে বালা অভিনন্দন্তি অৰ্থভূতা পৃথুজন্মা॥
- ১৭। কামপজ্জনসন্তা হি জনা বছ লোকে অবিদ্যসৃ ।
পরিযন্তং নাভিজানন্তি জাতিযা মরণস্স চা॥
- ১৮। দুগ্গতিগমনং মগ্নং মনস্সা কামহেতুকং ।
বছ বে পটিপজ্জন্তি অঙ্গনো রোগমাবহং॥
- ১৯। এবং অমিতজননা তাপনা সংকলেসিকা ।
লোকামিসা বন্ধনীযা কামা মরণবন্ধনা॥
- ২০। উম্মাদনা উলঃপনা কামা চিত্তপমাথিনো ।
সন্তানং সংকলেসায খিপ্পং মারেন ওড়তিতং॥
- ২১। অনস্তাদীনবা কামা বহুকথা মহাবিসা ।
অপ্পস্সাদা রণকরা সুক্ষপক্ষবিসোসনা॥
- ২২। সাহং এতাদিসং কত্তা ব্যসনং কামহেতুকং ।
নতং পচাগমিস্সামি নিবানাভিরতা সদা॥
- ২৩। রণং করিত্বা কামানং সীতভাবাভিকঙ্গনী ।
অপ্পমত্তা বিহিস্সামি তেসং সংযোজনক্ষয়ো॥
- ২৪। অসোকং বিরাজং খেং আরিয়াট্টঙ্গিকং উজুং ।
তং মগ্নং অনুগচ্ছামি যেন তিণা মহেসিনো॥
- ২৫। ইমং পস্সথ ধৰ্ম্মট্টং সুভং কমারবীতরং ।
অনেজং উপসম্পজ্জ রূক্ষমূলংহি ঝায়তি॥
- ২৬। অজ্ঞট্টমী পৰবজিতা সদবা সম্বন্ধসোভণা ।
বিনীতা উপলব্ধায ভেবিজ্ঞা মচচুহয়নী॥
- ২৭। সাযং ভূজিস্সা অনণা ভিক্ষুণী ভাবিতিদ্বিযা ।
সৰ্বব্যোগবিসংযুতা কতকিক্তা অনাসবা॥
- ২৮। তং সকো দেবসজ্জেন উপসংগম্য ইল্লিয়া ।
নমস্সতি ভূতপতি সুভং কমার ধীতরং॥

শব্দার্থ

দহরাহং – তরুণ বয়সে; সুন্ধবসনা – নির্মল বস্ত্র; ধম্মসুণিঃ – ধর্মোপদেশ শুনলাম; তস্মা – সেদিন; অপ্পমত্তায় – অপ্রমত্তভাবে; সচ্চাতিসময়ো – সত্যের প্রকৃত জ্ঞান; অহু – লাভ করেছিলাম; ততোহং – সেদিন থেকে; সবকামেসু – সর্বপ্রকার ভোগসুখে; অরতিমজবাগং – অনাসন্তি জন্মাল; সক্ষায়স্মিঃ – সৎকায়ে; ভয়ং দিষ্মা – ভয় দেখে; নেক্খমং – পরিত্যাগ; এতাতিগণং – জ্ঞাতিগণ; গামথেতানি – গ্রামের ক্ষেত; কম্মকারা – কর্মকারণ; পহায়হং – নিঃক্ষেপ করে; পৰবজিতা – পৰবজিত হলাম; সাপত্যয়ং – গ্রিশৰ্ম, ধন-সম্পদ; অন্পকং (ন + অপ্পকং) বিশাল; এবং সদধায় – পূর্ণ শুন্ধায়; সদধায়ে সুপ্পবেদিতে – সদৰ্থে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে; যা – যেগুলো; জাতৱপরজতং – সোনা-রূপা; ঠপেত্তা – রেখে; পুনরায়ে – পুনরায় আসতে পারি না; ন বোধায় – বোধিও নয়; ন সন্তয়ে – শান্তিও নেই; আকিষ্মণ্ড্রং – কিছুই না; সমগ্নসুপ্পং – শ্রমণের উপযুক্ত; অরিযধনং – আর্যধন; রজবড্জনং – কামের জনক; সাসঙ্গং – আশঙ্কা; নথি চিতি – স্থিতি নেই; সংকলিট্টমনা – ভোগলালায়িত; আও়ওমং – পরস্পর; ব্যাকুল্বা – বিবুদ্ধ; মেধগং – শত্রুতা; পরিকলিসা – পরিক্রেশ, নির্যাতন; সোকপরিদবো – শোক ও বিলাপ; অধিপন্নানং – অমঙ্গল, ক্ষতিকর; দিস্মতে – দর্শন করে; হির়ংওসুবশেন – হিরণ্য ও স্বর্ণ দ্বারা; পরিক্রৈয়স্তি – বিনষ্ট হয় না। সপ্তা – শত্রুগণ; সলঃবন্ধনা – শৈল্যবিন্ধ, শরবিন্ধ; সংঘাটিপারুতং – পীতবসনা; সংঘাটি পরিহিত; পংসুকুলং চীবরং – ধূলিমান চীবর; অনাগারূপনিস্সযো – গৃহহীন জীবন; মহেসিনা – মহৰ্ষিগণ, মহাপুরুষগণ; অচলং – নিরবচ্ছিন্ন; মাহং সংগচ্ছং – আমি লিপ্ত নই; ন বিজ্ঞতি – পরিত্রাণ নেই; অগ্নিক্ষেপুপমা – অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়; সবিধাতো – বিরক্তিকর; উপসংগং – উপসর্গ; সপ্তপ্রসূরূপমা – সংপৰ্ব ন্যায়; পুরুজনা – পৃথকজন, অভ্যন্তর; কামহেতুকং – ভোগতৃষ্ণা; পটিপজ্জন্তি – নিজেই উৎপন্ন হয়; রংঃ করিত্তা – সংগ্রাম করে; সংযোজনক্ষয়ে – সংযোজন ছিন্ন করে, শৃঙ্খল ছেদন করে; ব্যাযতি – ধ্যান করে; তেবিজ্ঞা – ত্রিবিদ্যা; সকো – ইন্দ্র।

সারমর্ম

শুভা তরুণ বয়সে একদিন নির্মল বস্ত্র পরিধান করে ধর্মশূব্ধণ করেছিলেন। সেদিনই তিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ঐদিন থেকে ভোগসুখে অনাসন্ত হলেন। দেহের অনিত্যতা উপলব্ধি করলেন। দাস-দাসী, জ্ঞাতিগণ পরিত্যাগ করে প্রবৃজ্যা অবলম্বন করেন। সুবিশাল গ্রিশৰ্ম পেছনে পড়ে রাইল।

তিনি শুন্ধায় সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হয়েছিলেন। তাই স্বর্ণ, রৌপ্য, ভোগ্যবস্তুর প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকতে পারে না। এগুলো শ্রমণের উপযুক্ত নয়। মোহ ও কামের জনক। এগুলো স্থিতিহীন, আশঙ্কা ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ। প্রমত্ত ব্যক্তিরা এতে আসন্ত হয়ে পরস্পর শত্রুতা করে।

হত্যা, বন্ধন, নির্যাতন, বিত্তনাশ, শোক, বিলাপই কামাসন্ত মানুষের পরিণতি। তবু তাঁর জ্ঞাতিগণ পুনরায় সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। ভোগতৃষ্ণা ত নির্দয়, প্রাণনাশী শত্রু। মানুষকে শরবিন্ধ করে। জ্ঞাতিগণ জেনে রাখ, শুভা এখন মুক্তি মস্তক, পীতবসনা, প্রবৃজিতা এক ভিক্ষুণী।

তিনি পার্থিব ভোগ্যবস্তুতে লিপ্ত নন। সংসার ত প্রজ্ঞালিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়। কণ্টকাকীর্ণ, দুর্গম গহবর বিশেষ। যারা অভ্যন্তর ও আসক্তিযুক্ত তাদের কাছেই সংসার শ্রীতিপুদ। ভোগতৃষ্ণাই দুর্গতির কারণ। তা মানুষকে পার্থিব প্রলোভনেই রাখে। তৃষ্ণা থেকেই উন্মত্তা ও প্রলাপের উৎপত্তি। অনন্ত দুর্দশার কারণ। মানবজীবনের আলোর শোষণকারী।

তিনি এতদ্বৰ অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার ধ্বংস অবশ্য করবেন। নির্বাণের অনুসরণই তাঁর আনন্দ। এখন পরম শান্তি নির্বাণের অপেক্ষায় আছেন। যে মার্ণে শোক নেই, নির্বাণ প্রত্যক্ষকরণীয়, মহৰ্ষিরা যদ্বারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়েছেন, তিনি সেই আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গই অনুসরণ করছেন।

প্রবৰতী তিনটি গাথা বুদ্ধভাষিত। শুভার দীক্ষার অষ্টম দিনে তিনি অর্হতফল লাভ করলে বৃদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে

বলেছিলেন যার মর্মার্থ নিম্নরূপ :

যেদিন শুভা শুন্ধ্যাবতী হয়ে প্রব্রজিতা হন, সেই থেকে অষ্টম দিনে উৎপলবর্ণা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে অর্হতফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ত্রিবিদ্যায় সিদ্ধ; মৃত্যুঞ্জয়ী। তিনি মুক্ত, অংশী ও সর্ববন্ধন ছিন্ন। তাঁর সমুদয় কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে; তিনি অনাসঙ্গ।

টীকা

শুভা

জন্ম-জন্মাত্তরে পুণ্য সংক্ষয় করে ইনি শৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন একজন ধনী শ্বর্ণকার। অতীব সুন্দরী ছিলেন বলে কল্যার নাম রাখা হয় ‘শুভা’। বয়ঝুপ্তা হলে শুভা বুদ্ধের উপদেশ শুনে হ্রোতাপন্ন হন। পরবর্তীকালে তিনি গৃহত্যাগ করে মহাপ্রজাপতির নিকট প্রব্রজিতা হন।

আত্মায়বর্গ তাঁকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাদের সাংসারিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবৃত করে উপদেশ দান করেন। অহর্তৃ প্রাপ্তির পর তিনি তাঁর গৃহীজীবনও অনাগারিক জীবনের বিমুক্তির বিষয় ঘোষণা করেন। তাঁর বর্ণিত সেই বিষয় গাথাকারে থেরী গাথায় সংকলিত হয়েছে।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। মালুক্যপুতো থেরো'র গাথাগুলোর সারাংশ লিপিবদ্ধ কর।
- ২। 'তণ্হায মূলং খণ্থ উসীরথো'র বীরগং'। উক্ত গাথাংশে তৃষ্ণাকে বীরণ তৃণের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? মালুক্যপুতো থেরো-র গাথাগুলোর আলোকে গাথাংশটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান কর।
- ৩। থের গাথার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।
- ৪। সোপাকো থেরো'র জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ৫। নন্দা থেরী'র জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে বুদ্ধ দেশিত অনিত্য গাথাটির ভাবার্থ লেখ।
- ৬। থেরী গাথার বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
- ৭। সুভা থেরী'র গাথাগুলোর সারমর্ম লেখ।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ১। জাতিগণ মালুক্যপুতো থেরকে সংসারে ফিরে যাবার জন্য কিভাবে প্রশংস্য করেছিলেন?
- ২। সোপকো থেরো কে ছিলেন?
- ৩। সোপকো থেরোর গৃহীজীবনে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা সংক্ষেপে লেখ।
- ৪। থেরী নন্দা কিসের অহংকার করেছিলেন? তিনি বুদ্ধের নিকট যেতে চাইতেন না কেন?
- ৫। থেরী সুভা কে ছিলেন? বুদ্ধ তাঁকে কীভাবে প্রশংসা করেছিলেন?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- মা বো নলং ব _____ মারো ভঞ্জি _____,
 করোথ _____ বুদ্ধবচনং _____ বো মা উপচগা।
 ততো পঞ্চহে _____ মৎ পঞ্চহানং _____ বিদু,
 অচ্ছম্তী চ _____ চ ব্যাকাসিং _____ অহং।

घ. सत्थिक उत्तरे टिक (✓) चिह्न दाओ :

१। प्रजावान ब्यक्तिरा अर्हं मार्गस्तप प्रजाकोदाल दियें की हेदन करेन?

- | | | | |
|----|-----------|----|--------------|
| क. | त्वंगराशि | ख. | मृत्तिकाराशि |
| ग. | क्रेशराशि | घ. | बृक्षराजि |

२। धेर गाथाय तत्त्वन धेर-र गाथा संकलित हयेहे?

- | | | | |
|----|-----|----|-----|
| क. | २६३ | ख. | २६४ |
| ग. | २६५ | घ. | २६६ |

३। बुद्ध शिष्यदेव मध्ये के महारूपिद्विमान हिलेन?

- | | | | |
|----|-----------|----|------------|
| क. | आनन्द | ख. | उपालि |
| ग. | सारिपुत्र | घ. | मोदगल्यायन |

४। 'कोविदो' शब्देर अर्थ की?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| क. | पारदर्शी | ख. | अर्थदर्शी |
| ग. | अनुदर्शी | घ. | कायानुदर्शी |

५। सोपाको धेरो कत बहर बयासे अर्हत्त प्राप्त हन?

- | | | | |
|----|-------|----|--------|
| क. | दण | ख. | विश |
| ग. | त्रिश | घ. | चत्तिश |

६। नम्दा धेरी किसेर अहंकार करतेन?

- | | | | |
|----|------------|----|-------------|
| क. | धनेर | ख. | विद्यार |
| ग. | सौन्दर्येर | घ. | सर्व-रौप्यर |

७। धेरी गाथाय तत्त्वन धेरी-र गाथा संगृहीत आहे?

- | | | | |
|----|----|----|----|
| क. | ७२ | ख. | ७३ |
| ग. | ७४ | घ. | ७५ |

८। 'मेधगं' बलते की बोवाय?

- | | | | |
|----|---------|----|---------|
| क. | मित्रता | ख. | मलिनता |
| ग. | शत्रुता | घ. | तिक्तता |

সপ্তম অধ্যায়

গ. ব্যাকরণ

সংজ্ঞা

- যে শাস্ত্রে কোন ভাষা বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়, সে শাস্ত্রকে সে ভাষার ব্যাকরণ বলে।
- দেশ ভেদে ভাষা নানা প্রকার। যথা- পালি, বাংলা, উর্দু, ইংরেজি, সংস্কৃত ইত্যাদি। বুদ্ধ যে ভাষায় তাঁর ধর্ম প্রচার করেছেন, তার নাম পালিভাষা।
- যে পুস্তক পাঠ করলে পালিভাষা শুন্ধ করে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় এবং ভাষা সমন্বে ব্যৃৎপত্তি বা জ্ঞান জন্মে তাকে পালি ব্যাকরণ বলে।

পালি ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক

পালিভাষার সাথে বাংলাভাষার সম্পর্ক গভীর। পালিভাষা দীর্ঘদিন ভারতের জাতীয় ভাষা ছিল। বাংলাভাষা সমন্বে জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমে পালিভাষার জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। বিশেষত বাংলাভাষার ক্রম বিকাশের ধারা, ধৰন, শব্দগুচ্ছ, বাগধারা প্রভৃতি পালিভাষাও সাহিত্যের বিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন, বৌদ্ধ চর্যাপদের ভাষাই প্রাচীন বাংলাভাষা।

এক হাজার বছর আগে বাংলাভাষার উদ্ভব হয়। প্রাকৃতভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে জনসাধারণের ভাষায় রূপ নেয়। তার পরবর্তী রূপ অপবংশ। এর পূর্ববর্তী রূপ মাগধী। মাগধীভাষা পরিশীলিত হয়ে পালিভাষা নামধারণ করে বিশাল পালিসাহিত্য গড়ে উঠেছে। এ পালিভাষার ধৰন কখনও সোজাসুজি, কখনো প্রাকৃতের মাধ্যমে বাংলাভাষায় পরিণত হয়েছে। যেমন- কম্ব > কর্ম; হথ > হস্ত > হাত; ভত > ভাত; অষ্ট > আম; খণে খণে > ক্ষণে ক্ষণে ইত্যাদি।

সংক্ষি

দুই বর্ণ পরস্পর মিলিত হলে ঐ মিলনকে সংক্ষি বলে।

সংক্ষি তিন প্রকার। যথা : সরসংক্ষি, ব্যঞ্জনসংক্ষি ও নিগ্রগহিত বা অনুস্বার সংক্ষি।

১। সর সংক্ষি

স্বরবর্ণ ও স্বরবর্ণে মিলে যে সংক্ষি হয় তাকে সর সংক্ষি বলে। যথা : নোহি + এতং = নোহেতং; কো + আসি = কোসি।

২। ব্যঞ্জন সংক্ষি

ব্যঞ্জনবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে মিলে যে সংক্ষি হয় তার নাম ব্যঞ্জন সংক্ষি। যথা : মচুনো + পদং = মচুনোপদং; মুনি + চরে = মুনীচরে।

৩। নিগ্রগহিত বা অনুস্বার সংক্ষি

নিগ্রগহিত বা অনুস্বারের সাথে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সম্বন্ধ হয় তাকে নিগ্রগহীত বা অনুস্বার সংক্ষি বলে। যথা : সচং + চ = সচচং; তং + পি = তপ্পি।

সাক্ষির সংজ্ঞাসহ উদাহরণ

স্বর সংক্ষি

১। সরা-সরে লোপঃ

স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে পূর্বস্বর লুপ্ত হয়। যথা- এক + উন = একুন; পঞ্চ + ইন্দ্ৰিয়ানি = পঞ্চিন্দ্ৰিয়ানি; অথ + এব = অথেব; পঞ্চ + ওদন = পঞ্চোদন; সম্বা + ইধ = সম্বীধ; বুদ্ধ + উপ্পাদো = বুদ্ধোপ্পাদো; ন + এব = নেব; পন + এতৎ = পনেতৎ।

২। বা পরো অসুরপা

পরস্পর সন্তুষ্টি স্বরবর্ণ যদি একরূপ হয় তাহলে পরবর্তী স্বরবর্ণ লোপ পায়। যথা- হুত্তা + অপি = হুত্তাপি; মিগী + ইব = মিগীব; চন্তারো + ইমে = চন্তারোমে; ইতি + অপি = ইতিপি; তে + অপি = তেপি।

৩। কৃচি সবপ্লাঁ লুপ্তে

পূর্বের স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে পরের স্বর কখনও কখনও অসমান প্রাপ্ত হয়। ই, ঈ, স্থানে এ কার এবং উ, উ স্থানে ওকার হয়। যথা- বুদ্ধস্স + ইব = বুদ্ধস্সেব; মহা + ইসি = মহেসি; যথা + ইদকং = যথোদকং; ন + উপোতি = নোপতি; চন্দ + উদয = চন্দোদয়ো।

৪। দীঘঃ

পূর্বের স্বর লুপ্ত হলে পরের স্বর কৃচিৎ দীর্ঘ হয়। যথা- তত্ত + অহং = তত্তাহং; চ + উভযং = চুভযং; তথা + উপমং = তথুপমং; যানি + ইধ = যানীধ; সচে + অহং = সচাহং; কিঙ্গি + অপি = কিঙ্গাপি।

৫। পুরো চ

পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে পূর্বের স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। যথা- কিংসু + ইধ = কিংসুধং; সাধু + ইতি = সাধুতি; ন + অহং = নাহং; দস্সামি + ইতি = দস্সামীতি; ত্রুমি + ইতি=ত্রুমীতি।

৬। ব্যবস্থসূচা দেশো

অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তঃস্থিত 'এ' কারের স্থানে কৃচিৎ 'ঘ'-কার আদেশ হয়। যথা- তে + অহং = ত্যাহং; তে + অথু = ত্যাথু; তে + অজ্জ = ত্যাজ্জ; মে + অযং = ম্যাযং; তে + অস্য + ত্যাস্য; অগ্গি + আগারে = অগ্গ্যাগারে।

৭। ইবন্নো ঘং ন বা

ই-বর্ণ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই-বর্ণের স্থানে কখনও কখনও য আদেশ হয়। যথা- ইতি + এতৎ = ইত্যেতৎ; ইতি + আদি = ইত্যাদি = ইচ্ছাদি; বুত্তি + অস্স = বুত্ত্যস্স; পতি + অন্তৎ = পত্যন্তৎ = পচ্ছন্তৎ; বিত্তি + অনুভুব্যতে = বিভ্যন্তুভুব্যতে; বি + আপাদ = ব্যাপাদং; বি + অঞ্জনং = ব্যাঞ্জনং; বি + আকতো = ব্যাকতো।

৮। ব্যোদুদুন্তানং

স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তঃস্থিত ও-কার ও উ-কারের স্থানে কৃচিৎ ব আদেশ হয়। যথা- সো + অস্স = অস্স; খো + অস্স = খুস্স; অনু + এতি = অন্তেতি; বহু + আবাধো = বহুবাধো; সু + আগতৎ = স্বাগতৎ; সো + অহং = স্বাহং; সো + অস্স = স্বস্স।

৯। দো ধস্স চ

স্বরবর্ণ পরে থাকলে ধ এর স্থানে কৃচিৎ দ আদেশ হয়। যথা- ইধ + অহং = ইদাহং; ইধ + ভিক্ষবে = ইদভিক্ষবে।

১০। সবেৰাচষ্টি

স্বৰবৰ্ণ পৱে থাকলে পূৰ্ববৰ্তী তি-কাৰেৱ স্থানে চ আদেশ হয়। যথা- ইতি + অস্স = ইত্যস্স; পতি + অন্তঃ = পচত্তঃ; পতি + আগমি = পচাগমি; অতি + আসন্ন = অচুসন্ন; অতি + উন্হ = অচন্হ; জাতি + অন্ধে = জচন্ধে।

১১। এবাদিস্স বি পুৰোৱাৰস্সো

স্বৰবৰ্ণেৱ পৱে এব থাকলে 'এ'-ৰ স্থানে বিকল্পে বি আদেশ হয় এবং পূৰ্বেৱ স্বৰহৰ্ত্ব হয়। যথা - যথা + এব = যথাৰিব; তথা + এব = তথাৰিব; সা + এব = সাৰিব।

১২। য-ব-ম-দ-ন-ত-ক্ল-চা-গমা।

স্বৰবৰ্ণেৱ পৱে স্বৰবৰ্ণ থাকলে কখনও কখনও উভয় স্বৰবৰ্ণেৱ মধ্যে য ব ম দ ন ত র ল এই ব্যঞ্জন বৰ্ণেৱ আগম হয়। যথা :

য আগমে ৪ যথা + ইদং = যথযিদং; ন + ইমস্স = নযিমস্স; পরি + ওসানং = পরিযোসানং; ন + ইদং = নযিদং; পরি + অন্তঃ = পরিযন্তঃ; পরি + এসতি = পরিয়েসতি।

ব আগমে ৩ তি + অঙ্গিকং = তিবজিকং; প + উচ্চতি = পুচ্ছতি

ম আগমে ৩ লহ + এস্সতি = লহমেস্সতি; কসা + ইব = কসামিব; একং + একং = একমেকং; ইধ + আহ = ইধমাহ।

দ আগমে ৪ অন + অথং = অন্তদথং; সম + অঞ্চঞ্চা = সম্মাঞ্চঞ্চা; যাৰ + এব = যাবদেব; তাৰ + এব = তাবদেব; য + অথং = যদথং; কিঞ্চিৎ + এব = কিঞ্চিদেব; অহ + এব = অছদেব।

ন আগমে ৪ ইতো + আযতি = ইতেনাযাতি; চিৱং + আযতি = চিৱন্নাযাতি।

ত আগমে ৪ অজ + অগংগে = অজতগংগে; তসা + ইহ = তসাতিহ; যসা + ইহ = যসাতিহ।

র আগমে ৪ নি + অন্তরং = নিৰন্তৰং; সৰিব + এব = নি + উন্তৰো = নিৰুন্তৰো; নি + উপদ্বো = নিৰুপদ্বো; দু + অতিক্মো = দুৱতিক্মো; দু + আগতং = দুৱাগতং; পাতু + আহোসি = পাতুৱহোসি; পুন + এব = পুনৱেব; ধি + অথু = ধিৱথু; পুন + এতি = পুনৱেতি; সাস্পো + ইব = সাস্পোৱিব; পাত + আসো = পাতৱাসো।

ল আগমে ৪ ছ + অভিঞ্চঞ্চা = ছলভিঞ্চঞ্চা; ছ + আযতনং = ছলায়তনং।

১৩। অবেৰা অভি

স্বৰবৰ্ণ পৱে থাকলে 'অভি' উপসৰ্গেৱ স্থানে 'অবত' আদেশ হয়। যথা - অভি + উগ্গগতো = অবুগ্গগতো; অভি + উদীৱিতং = অবডুদীৱিতং; অভি + ওকাসো = অবডোকাসো।

১৪। অজ্ঞৰো অধি

স্বৰবৰ্ণ পৱে থাকলে অধি উপসৰ্গেৱ স্থানে অজ্ঞা আদেশ হয়। যথা - অধি + অভাসি = অজ্ঞাভাসি; অধি + ওকাসো = অজ্ঞোকাসো; অধি + আগমা = অজ্ঞাগমা; অধি + উপগতো = অজ্ঞুপগতো; অধি + আসয = অজ্ঞাসয; অধি + উপেতি = অজ্ঞুপেতি।

১৫। পাস্স চন্দোৱস্স

স্বৰবৰ্ণ পৱে থাকলে 'পা' শব্দেৱ পৱে গ আদেশ হয় এবং পা শব্দেৱ অন্তঃস্বৰহৰ্ত্ব হয়। যথা - পা + এব = পগেব।

১৬। গো সৱে পুথস্সাগমো কুচি

স্বৰবৰ্ণ পৱে থাকলে পুথু শব্দেৱ অন্তে কখনও কখনও গ আগম হয়। যথা - পুথ + এব = পুথগেব।

১৭। ইবগু বগ্রা ঝলা। ঝলানং ইযুবা সরে বা

অসদৃশ স্বরবর্ণ পরে থাকলে কখনও কখনও ই-বর্ণ স্থানে ‘ইয়’ এবং উ-বর্ণের স্থানে ‘উব’ আদেশ হয়। যথা - তি + অন্ধং = তিযন্ধং; পঞ্চমী + অন্তং = পঞ্চমীযন্তং; তি + অন্তং = তিযন্তং; পুথু + আসনে = পুথুবাসনে; সঙ্গমী + অথে = সঙ্গমীযথে।

১৮। ও সরে চ

স্বরবর্ণ পরে থাকলে ‘গো’ শব্দের ও কারের স্থানে অব আদেশ হয়। যথা - গো + অজিনং = গবাজিনং; গো + এলকং = গবেলকং।

১৯। অতিস্স চন্তস্স

ই বর্ণ পরে থাকলে ‘অতি’; ‘ইতি’ এবং ‘পতি’ শব্দের তি-কারের স্থানে চ-কার আদেশ হয় না। যথা - অতি + ইতো = অতীতো; অতি + ঈরিতং = অতীরিতং; ইতি + ইতি = ইতীতি; পতি + ইতো + পতীতো।

২০। তেন বা ইবগ্নে

ই বর্ণ পরে থাকলে ‘অভি’ এবং ‘অধি’ শব্দের স্থানে কখনও কখনও যথাক্রমে ‘অব্বত’ এবং ‘অজ্জৰা’ আদেশ হয় না।

যথাজ্ঞ অভি + ইজ্জৰিতং = অভিজ্জৰিতং; অধি + ঈরিতং = অধীরিতং।

ব্যঞ্জন সম্বিধ

১। সরা ব্যঞ্জনে দীঘং

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে কুচিং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা- দু + রক্খং = দুরক্খং; সম্ম + ধম্মং = সম্মধম্মং; খন্তি + বলং = খন্তীবলং; জায়তি + ত্যং = জায়তীত্যং; উজু + চ = উজূচ।

২। রসসং

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্বের স্বর কখনও কখনও হ্ৰস্ব হয়। যথা- তোবাদী + নাম = তোবাদিনাম; ভাবী + গুণেন = ভাবিগুণেন; পরা + কমো = পরকমো; আ + সাদো = অসৃসাদো; পুঁঁলা + ধম্মা = পুঁঁলধম্মা।

৩। পরহেভাবো ঠানে

স্বরবর্ণের পরস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ কখনও কখনও দ্বিতীয় হয়। যথা- প + গহো = পগ্গহো; ইধ + পমাদো = ইদপ্পমাদো; বিজ্ঞু + লতা = বিজ্ঞুলতা; নি + গতং = নিগ্গতং; নানা + পকারেহি = নানাপ্কারেহি; জাতি + সর = জাতিস্সর; বি + ভন্তো = বিবভন্তো; প + বজ্জং = পবজ্জং; চতু + দসো = চতুদসো; দু + সীলো = দুস্সীলো; অ + পমাদো = অপ্পমাদো; বি + এগানং = বিএগানং; বহ + সুতো = বহস্সুতো; সীল + বতং = সীলবতং; পুন + পুন = পুনপুনং।

৪। লোপঞ্চ অত্তাকারো

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে কুচিং ‘সো’ এবং ‘এসো’ শব্দের ও-কার স্থানে অ-কার হয়, এবং কখনও কখনও পূর্বস্থিত অকার স্থানে উকার ও-কার স্থানে ওকার হয়। যথা - এসো + খো = এস খো; সো + গচ্ছং = স গচ্ছং; সো + সীলবা = স সীলবা; সো + ভিক্খু = স ভিক্খু; জানেম + তং = জানেমুতং; নু + তং = নোতং।



৫। বক্ষে বোসাদোসানং ততিষ্ঠ - পঠমা

স্বরবর্ণের পরস্থিত বগীয় দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের সাথে সেই বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ যুক্ত হয়। যথা- নি + ঘোসো = নিগঘোসো; পঠম + ঝানং = পঠমজ্ঝানং; অভি + ঝায়তি = অভিজ্ঞায়তি; বিং + ধংসেতি = বিন্ধসেতি; মহা + ধনো = মহন্ধনো; পঞ্চ + খন্ধা = পঞ্চক্খন্ধা; বোধি + ছায়া = বোধিছায়া; নি + ঠিংতং = নিট্ঠিতং।

৬। ও-অবস্থা

ব্যঙ্গনবর্ণ পরে থাকলে 'অব' শব্দের স্থানে কখনও কখনও ওকার আদেশ হয়। যথা- অব + কামো = ওকামো; অব + নম্ধা = ওনম্ধা; অব + বদতি = ওবদতি; অব + সানং = ওসানং।

৭। এতেসমো লোপে

বিভক্তির লোপ হলে মন গণাদি শব্দের অন্ত্য অ-কার স্থানে ও কার হয়। যথা - মন + মযং = মনোমযং; মন + সেট্টো = মনোসেট্টো; অহ + রতং = অহোরতং; তম + মুদো = তমোনুদো; অয + পত্তো = অযোপত্তো; তপ + ধনো = তপোধনো; বাযু + ধাতু = বাযোধাতু; তেজ + কসিনং = তেজোকসিনং; রহ + গতো = রহোগতো।

৮। কৃচি ও ব্যঙ্গনে

ব্যঙ্গনবর্ণ পরে থাকলে 'অতিপ' এবং 'পর' শব্দের পর ওকার আগম হয়। যথা - অতিপ + খো = অতিপগোখো; পর + গতং = পরোগতং, পর + সহস্রং = পরোসহস্রং।

৯। যবতং ত-ল-ন-দকারানং ব্যঙ্গনানি চ-ল-ঝঃ-ঝকারতং।

ই বর্ণের স্থানে যকার আদেশ হলে শব্দের অন্ত্য ত্য ল্য ন্য এবং দ্য স্থানে কৃচিৎ যথাক্রমে চ ল ঝঃ ও জ আদেশ হয় এবং এদের দ্বিতীয় হয়। যথা- জাতি + অন্ধো = জচন্ধো; বিপলি + আসো = বিপল্লাসো; যদি + এবং = যজেবং; অপি + একচে = অপ্পেকচে।

১০। কৃচি পাটি পতিস্থ

স্বরবর্ণ অথবা ব্যঙ্গনবর্ণ পরে থাকলে 'পতি' শব্দের কৃচিৎ 'পাটি' আদেশ হয়। যথা-
পতি + হঞ্চঞ্চতি = পাটিহঞ্চঞ্চতি।

১১। তবিপরিতুপদে ব্যঙ্গনে চ

ব্যঙ্গনবর্ণ পরে থাকলে 'অব' শব্দের স্থানে কখনও কখনও উকার আদেশ হয়। যথা- অব + গতে = উগ্গতে; অব + গচ্ছতি = উগ্গচ্ছতি; অব + গহেত্তা = উগ্গহেত্তা।

নিগৃহীত বা অনুস্বার সম্বিধ

১। বগৃগতং বা বগৃগে

বগীয় বর্ণ পরে থাকলে অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা- তং + এগং = তঞ্চেগাণং; তং + ঠানং = তষ্ঠানং; কিং + কতো = কিঙ্গতো; সং ; জাতো = সংজ্ঞাতো, জুতিং + ধরো = জুতিন্ধরো।

২। সম্বেচ

অনুস্বারের পর য থাকলে অনুস্বার এবং অন্তঃস্থ য উভয়ে মিলে ঝঃঝঃ হয়। যথা- সং + যোগ = সঞ্চেয়েগ; বিসং + যোগ = বিসঞ্চেয়েগ; যং + দেব = যঞ্চেয়দেব; সং + যতো = সঞ্চেয়তো।

৩। নিগ়গহীতঞ্চ

স্বরবর্ণ কিংবা ব্যঙ্গনবর্ণ পরে থাকলে কৃচিং নিগ়গহীত আগম হয়। যথা- চক্ৰু + উদপাদি = চক্ৰুং উদপাদি; অব + সিরো = অবৎসিরো; অনু + থুলানি = অনুংথুলানি; পূৰ্ব + গমা = পুৰকজামা।

৪। কৃচি লোপঃ

স্বরবর্ণ পরে থাকলে কখনও কখনও নিগ়গহীতের লোপ হয়। যথা- বিদূনং + অগ়গং = বিদূনগ়গং; তাসং + অহং = তাসাহং।

কথং + অহং = কথাহং; কিৎ + অহং = ক্যাহং।

৫। ব্যঙ্গনে চ

ব্যঙ্গনবর্ণ পরে থাকলে কৃচিং অনুষ্ঠারের লোপ হয়। যথা- বুদ্ধানং + সামনং = বুদ্ধানসামনং; অরিয়সচানং + দস্সনং = অরিয়সচানদস্সনং; অবিসং + হারো = অবিসাহারো।

৬। পরো বা স্বরো

কখনও কখনও নিগ়গহীতের পরবর্তী স্বরবর্ণের লোপ হয়। যথা- চক্ৰং + ইব = চক্ৰব; বীজং + ইব = বীজব; কিৎ + ইতি = কিষ্টি; দাতুং + অপি = দাতুমিপ; তৃং + অসি = তৃংসি।

৭। ব্যঙ্গনে চ বিসংগ্রেঞ্জণে

নিগ়গহীতের পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে সংযুক্ত ব্যঙ্গনবর্ণের প্রথমটাও লুপ্ত হয়। যথা- এবং + অসস = এবংস; পুপ্ফং + অস্সা = পুপ্ফংসা; পুতং + অসসা = পুতংসা।

৮। অদাসরে

স্বরবর্ণ পরে থাকলে অনুষ্ঠারের স্থানে বিকল্পে ম-কার এবং দ-কার আদেশ হয়। যথা- তং + অহং = তমহং; যং + আহং = যমাহং; কিৎ + এতং = কিমেতং; যং + অনিছং = যদনিছং; এতং + অবোচ = এতদবোচ; এবং + অস্স = এবমস্স।

৯। অনুপদিষ্টানং বৃত্তযোগতো

উপসর্গ, নিপাতাদির যোগে যে সকল সংক্ষি পূৰ্বে বর্ণিত হয়নি, সেই স্বর, ব্যঙ্গন ও অনুষ্ঠার সংক্ষির সূত্রানুসারে তাদের রূপসিদ্ধি দেখানো হল।

১. **স্বর সংক্ষিতে** - প + অজ্ঞানং = পাজ্ঞানং; পর + আসনং = পরাসনং; উপা + আগতো = উপাগতো; অধি + আসযো = অজ্ঞাসযো; ধী + অতিক্রমো = ধীতিক্রমো।
২. **ব্যঙ্গন সংক্ষিতে** - পরি + গহো = পরিগহো; নি + খমতি = নিক্খমতি; নি + কসাবো = নিক্সাবো; দু + ভিক্খং = দুবিভক্খং; সু + গহো = সুগহো।
৩. **অনুষ্ঠার সংক্ষিতে** - সং + দিট্ঠং = সন্দিট্ঠং; নি + গতং = নিগ্গতং।

১০। অং ব্যঙ্গনে নিগ়গহীতঃ

ব্যঙ্গন বর্ণ পরে থাকলে অনুষ্ঠারের কৃচিং লোপ হয় না। যথা- এবং + বুডে = এবংবুডে, তং + সাধু = তংসাধু।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। পালিভাষার সাথে বাংলাভাষার সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।
 - ২। সঙ্কি কাকে বলে? সঙ্কি কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও।
 - ৩। নিম্নের সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা কর এবং উদাহরণ দাও :
- সরাসরে লোপঃ; বা পরো অসূর্পা; কৃচা সবগুং লুভ্তে; বামোদুদস্তানং; সবৰোচষ্টি, পরদ্বেভাবো ঠানে;
- লোপঃও তত্ত্বাকারো; বগংগে ঘোসা-ঘোসানং তত্য-পঠমা; পুথুস্ম ব্যঞ্জনে; নিগংগাহীতঃও; মদাসরে।

৪। সঙ্কি কর :

পক্ষোদন; নোপেতি; সাধূতি; পচচত্তঃ; যাবদেব; পাতরাসো; বিজ্ঞুলতা; ওবদতি; পরোগতঃ;

সঞ্চেত্রাগ; তমহং।

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১। পালিং ব্যাকরণ কাকে বলে?
- ২। পালিভাষা থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলাভাষায় আগত পাঁচটি শব্দের উদাহরণ দাও।
- ৩। নিগংগাহীত সঙ্কি কাকে বলে? দুটি উদাহরণ লেখ।
- ৪। লোপঃও তত্ত্বাকারো কোন সঙ্কির অন্তর্গত সংজ্ঞা? তিনটি উদাহরণ দাও।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও :

১। পালিতে সঙ্কি কত প্রকার?

- | | |
|---------|--------|
| ক. তিনি | খ. চার |
| গ. পাঁচ | ঘ. ছয় |

২। স্বরসঙ্কির উদাহরণ কোনটি?

- | | |
|-------------|-----------|
| ক. দুস্মীলো | খ. ওকামো |
| গ. পরোগতঃ | ঘ. সাধূতি |

৩। ব্যঞ্জন সঙ্কির উদাহরণ কোনটি?

- | | |
|------------|-----------|
| ক. পনেতঃ | খ. পকবজঃ |
| গ. নিগংগতঃ | ঘ. ক্যাহং |

৪। পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হলে পূর্বের স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। -এটির সংজ্ঞা কোনটি?

- | | |
|----------------------|-------------|
| ক. কৃচা সবগুং লুভ্তে | খ. দীঘং |
| গ. পুবৰচ | ঘ. দোধস্ম চ |

লিঙ্গ

যে বিশেষ্য পদ দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ-নপুংসক পার্থক্য করা যায় তার নাম লিঙ্গ। লিঙ্গ - ধাতু, প্রত্যয় ও বিভক্তি বর্জিত হয়। পালিতে লিঙ্গ তিনি প্রকার। যথা - পুঁলিঙ্গ, ইঞ্চি লিঙ্গ (স্ত্রীলিঙ্গ) ও নপুংসক লিঙ্গ।

- ১। যেসব শব্দ পুরুষ জাতি বোঝায় তাকে পুঁলিঙ্গ বলে। যথা- কুমারো, পিতা ইত্যাদি।
 - ২। যেসব শব্দে স্ত্রী জাতি বোঝায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যথা- মাতা, কুমারী, কঞ্চিত্ব ইত্যাদি।
 - ৩। যেসব শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কোনটাই বোঝায় না তার নাম ক্লীব লিঙ্গ। যেমন- ফল, বারি, বন ইত্যাদি।
- নিম্নে লিঙ্গ পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :

ক. আ-কারান্ত পুঁলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগ হয়।

পুঁলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
খতিয়ো (ক্ষত্রিয়)	খতিয়া
মানুস (মানুষ)	মানুসা
অস্স (অশ্ব)	অস্সা
কণিট্ঠ (কনিষ্ঠ)	কণিট্ঠা

খ. অ-কারান্ত শব্দের উভর কোন কোন ক্ষেত্রে 'ই' প্রত্যয় যোগ হয়।

পুঁলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মাণব	মাণবী
সুন্দর	সুন্দরী
ত্রাক্ষণ	ত্রাক্ষণী
দেব	দেবী

গ. কতকগুলো শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে 'নী' প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়।

পুঁলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মালী	মালিনী
দণ্ডী	দণ্ডিনী
তপস্সী	তপস্সিনী
মেধাবী	মেধাবিনী

বিশেষণের তারতম্য

বিশেষণ

- ১। যা দ্বারা বিশেষ্যের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রকাশ পায় তাকে বিশেষণ বলে। যথা- ধৰলো গো।
- ২। সাধারণত বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, যে বচন ও যে বিভক্তি হয়, বিশেষণের ও সেই লিঙ্গ, সেই বচন ও সেই বিভক্তি হয়। যথা- সুন্দরো দারকো; সুন্দরী দারিকা, সুন্দরং ফলং।
- ৩। কতকগুলো বিশেষণের কথনও কথনও বচন, লিঙ্গ ও বিভক্তির পরিবর্তন হয় না। যেমন - সতং দারকা; বীসতি চিত্তানি- একশতজন বালক, বিশ প্রকার চিত্ত।
- ৪। বিশেষ বিশেষণের লিঙ্গ কথনও কথনও উদ্দেশ্যের অনুযায়ী হয় না। যথা- গুণ পমাণং; পমাদো মচ্ছনো পদং গুণগুলোই প্রমাণ; প্রমাদ মৃত্যুর পথ।

বিশেষণের তারতম্য

বিশেষণের তারতম্য বোঝাতে পালিতে বেশ কিছু নিয়ম আছে। দুই পদের মধ্যে তুলনা বোঝাতে বিশেষণ পদের শেষে 'তর' বা ইয় প্রত্যয় হয় এবং অনেকের মধ্যে তুলনা হলে 'তম', ইস্সিক, ইট্ট প্রত্যয় যুক্ত হয়।

নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

বিশেষণ পদ	দুই এর মধ্যে তুলনা	অনেকের মধ্যে তুলনা
সুচি (শুচি)	সুচিতর	সুচিতম
পাপ	পাপতর	পাপতম
কাল	কালতর	কালতম
সাধু	সাধুতর	সাধুতম
কট্ট (নিকৃষ্ট)	কট্টিয়	কট্টিট্ট

মা, বা, বী, বিন প্রভৃতি প্রত্যয়স্ত বিশেষণ শব্দের উন্নর ইথ, ইয়, ইট্ট ও ইস্সিক প্রত্যয় হলে ঐ সকল প্রত্যয়ের নিকটবর্তী পূর্ববর্তী স্বরের লোপ হয়।

গুণবা	গুণিয	গুণিট্ট
জুতিমা (জ্যোতিষ্মান)	জুতিয	জুতিট্ট
সতিমা (স্মতিমান)	সতিয	সতিট্ট
মেধাবী	মেধিয	মেধিট্ট
ধনবা	ধনিয	ধনিট্ট

এমন কিছু বিশেষণ আছে যা সাধারণ নিয়মে পড়ে না। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

অপ (কতিপয়)	কনিয	কনিট্ট
বৃত্ত (বৃথ)	সাদিয	সাদিট্ট
অন্তিক (নিকট)	নেদিয	নেদিট্ট
গুরু (ভারী)	গরিয	গরিট্ট

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। লিঙ্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণ সহ লেখ।
- ২। লিঙ্গান্তর করণ :

 - খণ্ডিয়ো, অস্সি, দেবী, মালিনী, তপস্সী, মেধাবী।

- ৩। বিশেষণের তারতম্যের কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ কর।
- ৪। প্রত্যয়বোধে নিম্নের বিশেষণগুলোর প্রত্যেকটির তারতম্য দেখাও।
কর্তৃ; সতিমা; ধনবা; মেধাবী; বুড়ত; অস্তিক; পাপ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১। লিঙ্গ কাকে বলে? প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ দাও।
- ২। বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণ সহ লেখ।
- ৩। বিশেষণের তারতম্য বলতে কী বোবা?
- ৪। বিশেষণের তারতম্যের সাধারণ নিয়মে পড়ে না এমন চারটি প্রত্যয়স্ত শব্দের উদাহরণ দাও।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (/) চিহ্ন দাও :

- ১। স্ত্রীলিঙ্গ পদ কোনটি?

ক.	সুন্দর	খ.	দেব
গ.	মানব	ঘ.	খণ্ডিয়া

- ২। পুরুষিঙ্গ পদ কোনটি?

ক.	কণিট্ঠা	খ.	মালিনী
গ.	অস্সা	ঘ.	মালী

- ৩। দুই এর মধ্যে তুলনামূলক বিশেষণ কেন্দ্রটি?

ক.	জুতিমা	খ.	গুণবা
গ.	গুরু	ঘ.	মেধিয়

- ৪। অনেকের মধ্যে তুলনার উদাহরণ কোনটি?

ক.	সাধুতর	খ.	ধনবা
গ.	কণিট্ঠ	ঘ.	অপ্প

অষ্টম অধ্যায়

শব্দক্রিপ্তি (Declension)

পালিতে লিঙ্গ-এ সাত প্রকার বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা : প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী। এক সংখ্যা বুঝালে একবচন ও একাধিক সংখ্যা বুঝালে বহুবচন। বচন ভেদে প্রত্যেক বিভক্তি দ্বিবিধ। সম্মোধন পদকে পালিতে ‘আলাপনং’ বলে।

বিভক্তির শ্রেণী

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সি	সো
দ্বিতীয়া	অং	সো
তৃতীয়া	না	হি
চতুর্থী	স	নং
পঞ্চমী	আ, মহা	হি
ছট্টী	স	নং
সপ্তমী	সিং	সু

অ-কারান্ত পুৎসিঙ্গ শব্দের বিভক্তির আকৃতি

	একবচন	বহুবচন
পঠমা (কতা)	ও	আ
দ্বিতীয়া (কম)	অং	এ
তৃতীয়া (করণ)	এন	এহি, এভি
চতুর্থী (সমন্বয়)	অসস,	নং
পঞ্চমী (অপাদান)	আ, সমা, মহা	এহি, এভি
ছট্টী (সমন্বয়)	অসস	নং
সপ্তমী (অধিকরণ)	এ, সিং, মহি	এসু
আলাপনং (সম্মোধন)	আ	আ

বুদ্ধ (Buddha)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	বুদ্ধা	বুদ্ধা
দূতিয়া	বুদ্ধং	বুদ্ধে
ততিয়া	বুদ্ধেন	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
চতুর্থী	বুদ্ধসং, বুদ্ধায়	বুদ্ধানং
পঞ্চমী	বুদ্ধা, বুদ্ধমহা, বুদ্ধম্বা	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
ছৃষ্টী	বুদ্ধসং	বুদ্ধানং
সপ্তমী	বুদ্ধে, বুদ্ধমিহ, বুদ্ধসিং	বুদ্ধেসু
আলাপনং	বুদ্ধ, বুদ্ধা	বুদ্ধা

দারক (boy) = দালক

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	দারকে	দারকা
দূতিয়া	দারকং	দারকে
ততিয়া	দারকেন	দারকেহি, দারকেভি
চতুর্থী	দারকসং, দারকায়	দারকানং
পঞ্চমী	দারকা, দারকস্মা, দারকমহা	দারকেহি, দারকেন
ছৃষ্টী	দারকসং	দারকানং
সপ্তমী	দারকে, দারকসিং, দারকমিহ	দারকেসু
আলাপনং	দারক	দারকা

নর (A man)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	নর	নরা
দূতিয়া	নরং	নরে
ততিয়া	নরেন	নরেহি, নরেভি
চতুর্থী	নরসং, নরায়	নরানং
পঞ্চমী	নরো, নরসং, নরমহা	নরেহি, নরেভি
ছৃষ্টী	নরসং	নরানং
সপ্তমী	নরে, নরসিং, নরমহা	নরেসু
আলাপনং	নর	নরা

দ্রুষ্টব্য : ধম্ম, সংঘ, কায়, যক্খ, নাগ, দোস, মোহ, অসুস, সুর, অজ, দেব, অসুর, কচ্ছপ, বক, মিগ, ঘব, লোক, নিলয়, রথ, গম, নিবাম, আগম, সকুণ, আলয়, গম্ভুক, কিন্নব, মনুসং, পিসাচ, মাতঙ্গ, তুরগ, তুরঙ্গ, সীহ, ব্যগ্ধ, পসদ, তা঳, বকুল, কিংসুক, পচিন্দ ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত বুদ্ধ, দারক, নর শব্দের ন্যায়।

আ-কাৰান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

সখা (Friend)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সখা	সখা, সখাযো, সখিনো, সখা
দুত্যা	সথৎ, সখানৎ, সখারৎ	সখা, সখাযো, সখিনো, সখানো
তত্যা	সখিনা	সখারেহি, সখারেভি, সখেহি, সখেভি
চতুর্থী	সখিনো, সখিস্ম	সখারানৎ, সখিনৎ, সখানৎ
পঞ্চমী	সখারা, সখিনা, সখারস্মা	সখারেহি, সখারেভি, সখেহি, সখেভি
ছৃষ্টী	সখিনো, সখিসম	সখারানৎ, সখীনৎ, সখানৎ
সন্তমী	সখে	সখেসু, সখারেসু
আলাপনৎ	সথ, সখা, সখি,	সখী, সথে সখা, সখাযো, সখিনো, সখানো

সা = (সন = Dog)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সা	সা, সানো
দুত্যা	সানৎ, সং	সানে
তত্যা	সানা, সেন	সানেহি, সানেভি, সেহি, সেভি
চতুর্থী	সাস্ম, সায়	সানৎ
পঞ্চমী	সানা, সম্মা, সম্হা	সানেহি, সানেভি, সেহি, সেভি
ছৃষ্টী	সাস্ম	সানৎ
সন্তমী	সানে, সন্তৎ, সম্মি	সানেসু, সাসু
আলাপনৎ	সা	সা, সানো

ই-কাৰান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তিৰ আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	ই, যো
দুত্যা	ং	ই, যো
তত্যা	না	হি, ভি
চতুর্থী	স্ম, মো	নৎ
পঞ্চমী	না, সা, মহা	হি, ভি
ছৃষ্টী	স্ম, মো	নৎ
সন্তমী	সিং, মহি	সু
আলাপনৎ	+	ই, যো

ଶୁନି (ଶୁନି - Sage)

ବିଭକ୍ତି	ଏକବଚନ	ବହୁବଚନ
ପଠମା	ଶୁନି	ଶୁନୀ, ଶୁନ୍ୟୋ
ଦୂତିଆ	ଶୁନିଂ	ଶୁନୀ, ଶୁନ୍ୟୋ
ତତିଆ	ଶୁନିନା	ଶୁନୀହି, ଶୁନୀଭି
ଚତୁର୍ଥୀ	ଶୁନିସ୍ମ, ଶୁନିନୋ	ଶୁନୀନ୍
ପଞ୍ଚମୀ	ଶୁନିନା, ଶୁନିସା ଶୁନିମହା	ଶୁନୀହି, ଶୁନୀଭି
ଛଟ୍ଟୀ	ଶୁନିନୋ, ଶୁନିସ୍ମ	ଶୁନୀନ୍
ସଞ୍ଚମୀ	ଶୁନିସିଂ, ଶୁନିମହି	ଶୁନୀସୁ
ଆଲାପନ୍	ଶୁନି	ଶୁନୀ, ଶୁନ୍ୟୋ

ଇ-କାରାଣ୍ଡ ପୁଣିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ

କପି (Monkey)

ବିଭକ୍ତି	ଏକବଚନ	ବହୁବଚନ
ପଠମା	କପି	କପୀ, କପ୍ୟୋ
ଦୂତିଆ	କପିଂ	କପୀ, କପ୍ୟୋ
ତତିଆ	କପିନା	କପୀ, କପ୍ୟୋ
ଚତୁର୍ଥୀ	କପିନା, କପିସ୍ମ	କପୀନ୍
ପଞ୍ଚମୀ	କପିନା, କପିସା, କପିମହା	କପୀହି, କପୀଭି
ଛଟ୍ଟୀ	କପିନୋ, କପିସ୍ମ	କପୀନ୍
ସଞ୍ଚମୀ	କପେ, କପିସିଂ କପିମହି	କପୀସୁ
ଆଲାପନ୍	କପି	କପୀ, କପ୍ୟୋ

ଅଶ୍ଵ (Fire)

ବିଭକ୍ତି	ଏକବଚନ	ବହୁବଚନ
ପଠମା	ଅଶ୍ଵ	ଅଶ୍ଵୀ, ଅଶ୍ଵ୍ୟୋ
ଦୂତିଆ	ଅଶ୍ଵିଂ	ଅଶ୍ଵୀ, ଅଶ୍ଵ୍ୟୋ
ତତିଆ	ଅଶ୍ଵିନା	ଅଶ୍ଵୀତି, ଅଶ୍ଵୀଭି
ଚତୁର୍ଥୀ	ଅଶ୍ଵିନୋ, ଅଶ୍ଵିସ୍ମ	ଅଶ୍ଵୀନ୍
ପଞ୍ଚମୀ	ଅଶ୍ଵିନା, ଅଶ୍ଵିସା, ଅଶ୍ଵିମହା	ଅଶ୍ଵୀହି, ଅଶ୍ଵୀଭି
ଛଟ୍ଟୀ	ଅଶ୍ଵିନୋ, ଅଶ୍ଵିସ୍ମ	ଅଶ୍ଵୀନ୍
ସଞ୍ଚମୀ	ଅଶ୍ଵିମହି, ଅଶ୍ଵିସିଂ	ଅଶ୍ଵୀସୁ, ଅଶ୍ଵାସୁ
ଆଲାପନ୍	ଅଶ୍ଵ	ଅଶ୍ଵୀ, ଅଶ୍ଵ୍ୟୋ

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଜୋତି, ପାନି, ମୁଟ୍ଟି, ବୋଧି, ସନ୍ଧି, ମତି, କବି, ଅପି, ଆହି, କଳି, ହରି ଇତ୍ୟାଦି ରୂପ ଉପରୋକ୍ତ କପି ଏବଂ ଅଶ୍ଵ ଶଦେର ନ୍ୟାୟ ।

ই-কারান্ত পুঁজিঙ্গ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	ঈ, নো
দুতিয়া	ং, নং	ঈ, নো
ততিয়া	না	হি, তি
চতুর্থী	স্স	নং
পঞ্চমী	না, স্মা, ম্হা	হি, তি
ছট্টী	স্স, নো	নং
সন্তমী	সিং, মহি	সু
আলাপনং	ই	নো, ঈ

মন্তী (Minister)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মন্তী	মন্তী, মন্তিনো
দুতিয়া	মন্তিনং, মন্তিং	মন্তী, মন্তিনো
ততিয়া	মন্তিনা	মন্তীহি, মন্তীভি
চতুর্থী	মন্তিনো, মন্তিস্স	মন্তীনং
পঞ্চমী	মন্তিনা, মন্তিম্হা, মন্তিস্মা	মন্তীহি, মন্তীভি
ছট্টী	মন্তিনো, মন্তিস্স	মন্তীনং
সন্তমী	মন্তিনি, মন্তিসিং, মন্তিমহি	মন্তীসু, মন্তিসু
আলাপনং	মন্তি	মন্তী, মন্তিনো

দত্তী (Mendicent)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	দত্তী	দত্তী, দত্তিনো
দুতিয়া	দত্তিং, দত্তিনং	দত্তী, দত্তিনো
ততিয়া	দত্তিনা	দত্তীহি, দত্তীভি
চতুর্থী	দত্তিনো, দত্তিস্স	দত্তীনং
পঞ্চমী	দত্তিনা, দত্তিম্হা, দত্তিস্মা	দত্তীহি, দত্তীভি
ছট্টী	দত্তিনো, দত্তিস্স	দত্তীনং
সন্তমী	দত্তিনি, দত্তিমহি, দত্তিসিং	দত্তীসু, দত্তিসু
আলাপনং	দত্তি	দত্তী, দত্তিনো

দ্রষ্টব্য : ধমী, সংঘী, মালী, ভাগী, কারী, মারী, সুখী, গণী, দষ্টী, পক্ষী, হঠী ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত মন্তী এবং দত্তী

ই-কারান্ত শব্দের ন্যায়।



আ-কারান্ত স্ত্রীগোপন

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	আ, যো
দূতিয়া	ঁ	আ, যো
ততিয়া	আয়	হি, ভি
চতুর্থী	আয	নঁ
পঞ্চমী	আয	হি, ভি
ছট্টী	আয	নঁ
সপ্তমী	আয, আযঁ	সু
আলাপনঁ	এ	আ, যো

লতা (Creeper)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	লতা	লতা, লতায়ো
দূতিয়া	লতঁ	লতা, লতায়ো
ততিয়া	লতায	লতাহি, লতাভি
চতুর্থী	লতায	লতানঁ
পঞ্চমী	লতায	লতাহি, লতাভি
ছট্টী	লতায	লতানঁ
সপ্তমী	লতায, লতাযঁ	লতাসু
আলাপনঁ	লতে	লতা, লতায়ো

কণ্ঠেশ্বরী (Daughter) কন্যা

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	কণ্ঠেশ্বরী	কণ্ঠেশ্বরী, কণ্ঠেশ্বরীযো
দূতিয়া	কণ্ঠেশ্বঁ	কণ্ঠেশ্বরী, কণ্ঠেশ্বরীযো
ততিয়া	কণ্ঠেশ্বায	কণ্ঠেশ্বাহি, কণ্ঠেশ্বাভি
চতুর্থী	কণ্ঠেশ্বায	কণ্ঠেশ্বানঁ
পঞ্চমী	কণ্ঠেশ্বায	কণ্ঠেশ্বাহি, কণ্ঠেশ্বাভি
ছট্টী	কণ্ঠেশ্বায	কণ্ঠেশ্বানঁ
সপ্তমী	কণ্ঠেশ্বায, কণ্ঠেশ্বানঁ	কণ্ঠেশ্বাসু
আলাপনঁ	কণ্ঠেশ্বে	কণ্ঠেশ্বরী, কণ্ঠেশ্বরীযো

দ্রষ্টব্য : নিদা, ভিক্খা, বাহা, নাবা, তণ্ডা, মেতা, পঞ্চেশ্বরী, সম্বা ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত লতা এবং কণ্ঠেশ্বরী শব্দের ন্যায়।

ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	ঈ, যো
দুত্যা	ং	ঈ, যো
তত্যা	যা	হি, তি
চতুর্থী	যা	নং
পঞ্চমী	যা	হি, তি
ছট্টী	যা	নং
সপ্তমী	যা, যং	সু
আলাপনং	+	ঈ, যো

মতি (Intellect)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মতি	মতী, মতিযো
দুত্যা	মতিং	মতী, মতিযো
তত্যা	মতিযা, মত্যা	মতীহি, মতীভি
চতুর্থী	মতিযা, মত্যা	মতীনং
পঞ্চমী	মতিযা, মত্যা	মতীহি, মতীভি
ছট্টী	মতিযা, মতিযং	মতীনং
সপ্তমী	মতিযা, মতিযং, মত্যা, মত্যং	মতীসু
আলাপনং	মতি	মতী, মতিযো

রাতি (Night)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	রাতি	রাতী, রাতিযো, রাত্যো
দুত্যা	রাতিং	রাতী, রাতিযো, রাত্যো
তত্যা	রাতিযা, রত্যা	রাতীহি, রাতীভি
চতুর্থী	রাতিযা, রত্যা	রাতীনং
পঞ্চমী	রাতিযা, রত্যা	রাতীহি, রাতীভি
ছট্টী	রাতিযা, রত্যা	রাতীনং
সপ্তমী	রাতিযং, রত্যং, রত্যা,	রাতীসু
আলাপনং	রাতং, রত্তো, রত্তিযা	রাতী, রাতিযো, রাত্যো

দ্রষ্টব্য : পন্তি, কিপ্তি, মুন্তি, কন্তি, সন্তি, বোধি, জাতি, মতি, ছবি ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত মতি এবং রাতি শব্দের ন্যায়।

ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তি আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	ই, যো
দুতিয়া	ং	ঈ, যো
ততিয়া	যা	হি, তি
চতুর্থী	যা	নং
পঞ্চমী	যা	হি, তি
ছুটী	যা	নং
সন্তোষী	য়, যং	সু
আলাপনং	ঈ, ই	ঈ, যো

নদী (River)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	নদী	নদী, নদিয়ো, নজেৱা
দুতিয়া	নদিয়া, নদ্যা, নজ্জা	নদী, নদিয়ো, নজেৱা
ততিয়া	নদিয়া, নদ্যা, নজ্জা	নদীহি, নদীভি
চতুর্থী	নদিয়া, নদ্যা, নজ্জা	নদীনং
পঞ্চমী	নদিয়া, নদ্যা, নজ্জা	নদীহি, নদীভি
ছুটী	নদিয়া, নদ্যা, নজ্জা	নদীনং
সন্তোষী	নদিয়া, নদিযং, নজ্জং, নদ্যা	নদীসু
আলাপনং	নদি	নদী, নদিয়ো নজেৱা

ইঞ্জী (স্ত্রী = Woman)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ইঞ্জী	ইঞ্জী, ইঞ্জিয়ো
দুতিয়া	ইঞ্জিযং, ইঞ্জিং	ইঞ্জী, ইঞ্জয়ো
ততিয়া	ইঞ্জিয়া	ইঞ্জীহি, ইঞ্জীভি
চতুর্থী	ইঞ্জিয়া	ইঞ্জীনং
পঞ্চমী	ইঞ্জিয়া	ইঞ্জীহি, ইঞ্জীভি
ছুটী	ইঞ্জিয়া	ইঞ্জীনং
সন্তোষী	ইঞ্জিয়া	ইঞ্জীসু
আলাপনং	ইঞ্জি	ইঞ্জী, ইঞ্জিয়ো

দ্রষ্টব্যঃ মাতুলানী, গুগবতী, মাণবী, ভিক্খুণী, গবী ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত নদী এবং ইঞ্জী শব্দের ন্যায়।

অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ঁ	আনি
দুতিয়া	ঁ	আনি
ততিয়া	না	হি, ভি
চতুর্থী	স্‌স	নং
পঞ্চমী	স্মা, মহা	হি, ভি
ছট্টী	স্‌স	নং
সতৰ্মী	সিং	সু

ফল (Fruit)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ফলাং	ফলা, ফলানি
দুতিয়া	ফলং	ফলে, ফলানি
ততিয়া	ফলুল	ফলেহি, ফলেভি
চতুর্থী	ফলসুস, ফলাঘ	ফলানং
পঞ্চমী	ফলা, ফলস্মা, ফলমহা	ফলেহি, ফলেভি
ছট্টী	ফলসুস	ফলানং
সতৰ্মী	ফলে, ফলস্মিং, ফলমহি	ফলেসু
আলাপনং	ফলা	ফলা, ফলানি

ক্ষম (কর্ম - Action)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	কম্যং	কম্যা, কম্যানি
দুতিয়া	কম্যং	কম্যে, কম্যানি
ততিয়া	কম্যুনা, কম্যানা, কম্যেন	কম্যেহি, কম্যেভি
চতুর্থী	কম্যুনো, কম্যমুস	কম্যানং
পঞ্চমী	কম্যা, কম্যুনা কম্যামহা, কম্যস্মা	কম্যেহি, কম্যেভি
ছট্টী	কম্যুনা, কম্যমুস	কম্যানং
সতৰ্মী	কম্য, কম্যানি কম্যামুহি কম্যমিঃ	কম্যেস্য
আলাপনং	কম্য, কম্যা	কম্যা, কম্যানি



দ্রষ্টব্য : ধন, হৃদয়, বন, ওসৎ, তিন, বাত ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত ফল এবং কম্য শব্দের ন্যায়।

ই-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	+	নি, ঈ
দুতিয়া	ং	নি, ঈ
ততিয়া	না	হি, তি
চতুর্থী	সং, নো	নং
পঞ্চমী	না, স্যা, ম্হা	হি, তি
ছট্টী	স্স, নো	নং
সন্তমী	সিং, ম্হি	সু

বারি (জল = Water)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	বারি	বারীনি, বারী
দুতিয়া	বারিং	বারীনি, বারী
ততিয়া	বারিনা	বারীহি, বারীভি
চতুর্থী	বারিনো, বারিস্স	বারীনং
পঞ্চমী	বারিনা, বারিস্মা	বারিম্হা বারীহি, বারীভি
ছট্টী	বারিনো, বারিস্স	বারীনং
সন্তমী	বারিসিং, বারিম্হি	বারীসু
আলাপনং	বারি	বারীনি, বারী

দ্রষ্টব্য : সশ্চি, অট্টি, অক্খি, সথি ইত্যাদি রূপ উপরোক্ত বারি শব্দের ন্যায়।

আখ্যাতিক বিভক্তি

ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি হয়, তাদের আখ্যাতিক বিভক্তি বলা হয়। পালিতে আখ্যাতিক বিভক্তি আট প্রকার। যথা-
 ১। বন্ধমানা (বর্তমান কাল); ২। পঞ্চমী; ৩। সন্তমী (সন্তমী); ৪। পরোক্ষা (পরোক্ষা); ৫। হীয়ঙ্গী (ঘটমান); ৬।
 অজ্ঞতনী (অতীত কাল); ৭। ভবিস্সসতি (ভবিষ্যত কাল); ৮। কালাতিপত্তি।

১। বন্ধমানা (বর্তমান কাল)

বর্তমান কালে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলে ধাতুর উত্তর বন্ধমানা বিভক্তি হয়। তি, অন্তি, সি, থ প্রত্তি বন্ধমানার বিভক্তি।
 যথা- সে যায় - সো গচ্ছতি।

২। পঞ্চমী

আদেশ ও আশীর্বাদ অর্থে ধাতুর উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। তু, অন্ত, হি, য প্রত্তি পঞ্চমীর বিভক্তি। যেমন-
 সো সুখী ভবতু - সে সুখী হোক।

৩। সম্মী (সম্মতী)

অনুমতি ও পরিকল্পনা অর্থে ধাতুর উত্তর সম্মী বিভক্তি হয়। এয়, এযুৎপ্রভৃতি সম্মী বিভক্তি। যথা- সো কমং করেহ্য - তার কাজ করা উচিত।

৪। পরোক্ষী (পরোক্ষ)

অতীতকালে অধিকতর পূর্বের ঘটনায় পরোক্ষী বিভক্তি হয়। এতে আ, ইমহ প্রভৃতি বিভক্তি ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। যেমন- পাচক ভাত পাক করেছিল - সূদো ওদনং পপচ।

৫। হীয়ন্তী (পুরাঘটিত)

গতকল্য প্রভৃতি বোঝাবের জন্য ধাতুর উত্তর হীয়ন্তী (পুরাঘটিত অতীত) বিভক্তি যোগ হয়। এতে ই, ইমহে প্রভৃতি হীয়ন্তীর বিভক্তি। যথা- পাচক ভাত পাক করেছে - সূদো ওদনং অপচ।

৬। অজ্ঞনী (অতীত কাল)

সাধারণ অতীতকালে অজ্ঞনী বিভক্তি হয়। ই, ইস্যু প্রভৃতি যুক্ত হয়। যথা- পাচক ভাত পাক করল = সূদো ওদনং অপচ।

৭। ভবিস্সন্তি (ভবিষ্যত কাল)

তবিষ্যতকালে ধাতুর উত্তর ‘ভবিস্সন্তি’ বিভক্তি হয়। ইস্সতি, ইস্সন্তি প্রভৃতি বিভক্তি হয়। যেমন - পাচক ভাত পাক করবে - সূদো ওদনং পচিস্সন্তি।

৮। কালাতিপত্তি

ক্রিয়ার সময় অতীত হয়ে গেলে কালাতিপত্তি হয়। ইস্সং, ইস্সম্হা বিভক্তি এতে প্রয়োগ হয়। যথা - যদি রাম প্রথম বয়সে প্রবৃজ্যা গ্রহণ করত, তাহলে সে অর্হৎ হত = সচে রামো পঠম - বস্সে পকবজং অলভিস্স, সো অরহো অভবিস্স।

(ক) আখ্যাতিক বিভক্তিসমূহ দুভাগে বিভক্ত। যথা - ১. পরস্সপদ (কর্তৃবাচ্য) ও ২. অন্তনোপদ (কর্মবাচ্য)।

- ১। পরস্সপদ (কর্তৃবাচ্য) - আমি চন্দ্ৰ দেখি = অহং চন্দ্ৰং পসুসামি।
- ২। অন্তনোপদ - আমা কৰ্তৃক চন্দ্ৰ দৃষ্ট হয় = ম্যা চন্দো দিস্সতে।

(খ) প্রত্যেক আখ্যাতিক বিভক্তির দুটি বচন। যথা- ১। আমি হাসছি = অহং হসামি। ২। আমরা হাসছি = মযং হসাম।

(গ) আখ্যাতিক বিভক্তির তিনটি পুরুষ। যথা- পঠম পুরিসো - প্রথম পুরুষ; মজ্জিম পুরিসো - মধ্যম পুরুষ এবং উত্তমো পুরিসো - উত্তম পুরুষ।

১. পঠমো পুরিসো - সো (সে), সকুগো (পাখি); তে (তারা), সকুগা (পাখিরা)।
২. মজ্জিমো পুরিসো - ত্বং (তুমি); তুমহে (তোমরা)।
৩. উত্তমো পুরিসো - অহং (আমি); মযং - আমরা।

দ্রষ্টব্য : উত্তম পুরুষের অহং, মযং এবং মধ্যম পুরুষের ত্বং, তুমহে ছাড়া অন্যান্য নামবাচক পদ প্রথম পুরুষের অন্তর্গত।

**বিভক্তির আকৃতি
বস্তুমানা (বর্তমান কাল)**

পরস্পরপদ

	পঠম পুরিসো (প্রথম পুরুষ)	মজ্জাখিম পুরিসো (মধ্যম পুরুষ)	উত্তম পুরিসো (উত্তম পুরুষ)
একবচন	তি	সি	মি
বহুবচন	অস্তি	থ	ম
		অন্তনোপদ	
একবচন	তে	সে	এ
বহুবচন	অস্তে	বহে	মহে
		পঞ্চমী	
		পরস্পরপদ	
একবচন	ত	হি, অ	মি
বহুবচন	অস্তু	থ	ম
		অন্তনোপদ	
একবচন	তং	স্মু	এ
বহুবচন	অস্তং	বহো	আম্বে
		সন্তুষ্মী	
একবচন	এয়	এয়াসি	এয়ামি
বহুবচন	এয়ং	এয়াথ	এয়াম
		অন্তনোপদ	
একবচন	এথ	এথো	এয়াং
বহুবচন	এরং	এয়াবহো	এয়ামহে
		অজ্ঞাতনী	
		পরস্পরপদ	
একবচন	ই, ঈ	ই, ও	ইং
বহুবচন	ইংসু, উং	ইথ	ইম্হা, ইম্হ
		অন্তনোপদ	
একবচন	আ	সে	অ
বহুবচন	উ	বহং	মহে
		ভবিস্মস্তি	
		পরস্পরপদ	
একবচন	ইস্মস্তি	ইস্মসি	ইস্মামি
বহুবচন	ইস্মস্তি	ইস্মস্থ	ইস্মাম

	পঠম পুরিসো (প্রথম পুরুষ)	মজ্জিম পুরিসো (মধ্যম পুরুষ)	উত্তম পুরিসো (উত্তম পুরুষ)
		অন্তনোপদ	
একবচন	ইস্সতে	ইস্সসে	ইস্সং
বহুবচন	ইস্সন্টে	ইস্সব্বহে	ইস্সম্হে
		পরোক্তি	
		পরস্সপদ	
একবচন	অ	এ	অ
বহুবচন	উ	ইথ	ইম্হ
		অন্তনোপদ	
একবচন	ইথ	ইথো	ই
বহুবচন	ইরে	ইব্বহো	ইম্হে
		হীয়ত্তলী	
		পরস্সপদ	
একবচন	অ	ও	অ
বহুবচন	উ	ৃ	ম্হা
		অন্তনোপদ	
একবচন	থ	সে	ইং
বহুবচন	থুং	বহং	আম্হসহে
		কালাত্তিপত্তি পরস্সপদ	
একবচন	ইস্সা	ইস্সে	ইস্সং
বহুবচন	ইস্সংসু	ইস্সথ	ইস্সম্হা
		অন্তনোপদ	
একবচন	ইস্সথ	ইস্সে	ইস্সং
বহুবচন	ইস্সিংসু	ইস্সব্বহে	ইস্সাম্হসে

ধাতুরূপ

ভূ-ভব (হওয়া) -to be

বক্তব্যান্ত

পরস্সপদ

	পঠম পুরিসো (প্রথম পুরুষ)	মজ্জবিম পুরিসো (মধ্যম পুরুষ)	উত্তম পুরিসো (উত্তম পুরুষ)
একবচন	ভবতি	ভবসি	ভবামি
বহুবচন	ভবন্তি	ভবথ	ভবাম
		অন্তনোপদ	
একবচন	ভবতে	ভবসে	ভবে
বহুবচন	ভবন্তে	ভবব্যহে	ভবাম্যহে
		পঞ্চমী	
		পরস্মস্পদ	
একবচন	ভবতু	ভব, ভবাহি	ভবামি
বহুবচন	ভবন্তু	ভব্য	ভবাম
		সন্তুষ্মী	
		পরস্মস্পদ	
একবচন	ভবে, ভবেয়	ভবে, ভবেয্যাসি	ভবে, ভবেয্যামি
বহুবচন	ভবেয্যাং	ভবেয্যাথ	ভবেয্যাম
		অন্তনোপদ	
একবচন	ভবেথ	ভবেথো	ভবেয্যাং
বহুবচন	ভবেরং	ভবেয্যাব্যহো	ভবেয্যাম্যহে
		অজ্ঞতন্মী	
		পরস্মস্পদ	
একবচন	ভবি, অভবি	ভবি, অভবি	ভবিং, অভবিং
বহুবচন	ভবিংসু, অভবিংসু	ভবিথ, অভবিথ	ভবিম্যহা অভবিম্যহা
		অন্তনোপদ	
একবচন	অভবা	অভবসে	অভবং
বহুবচন	অভবু	অভবিব্যহং	অভবিম্যহে
		ভবিস্সস্তি	
		পরস্মস্পদ	
একবচন	ভবিস্সতি	ভবিস্সসি	ভবিস্সামি
বহুবচন	ভবিস্সস্তি	ভবিস্সথ	ভবিস্সাম
		অন্তনোপদ	
একবচন	ভবিস্সতে	ভবিস্সসে	ভবিস্সং
বহুবচন	ভবিস্সস্তে	ভবিস্সব্যহে	ভবিস্সাম্যহে

	পঠম পুরিসো (প্রথম পুরুষ)	মজুরিম পুরিসো (মধ্যম পুরুষ)	উত্তম পুরিসো (উত্তম পুরুষ)
একবচন	বভূব	বভূবে	বভূব
বহুবচন	বভূবু	বভূবিথ	বভূবিমহ
একবচন	বভূবিথ	বভূবিথো	বভূবি
বহুবচন	বভূবিবে	বভূবিবহো	বভূবিমহে
		দীমন্তনী	
একবচন	অভূবা	অভূবো	অভূবৎ, অভূব
বহুবচন	অভূবু	অভূবথ	অভূবমহা
একবচন	অভূবথ	অভূবসে	অভূবিং
বহুবচন	অভূবথৎ	অভূববহং	অভূববামহসে
		কালাত্তিপত্তি	
একবচন	অভূবিস্স	অভূবিস্সে	অভূবিস্সৎ
বহুবচন	অভূবিস্সংসু	অভূবিস্সথ	অভূবিস্সমহা
একবচন	অভূবিস্সথ	অভূবোপদ	অভূবিস্সৎ
বহুবচন	অভূবিস্সংসু	অভূবিস্সসে	অভূবিস্সমহসে

√পচ = পাক করা (to cook)

	পঠম পুরিসো	মজুরিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	পচতি	পচসি	পচামি
বহুবচন	পচতি	পচথ	পচাম
		অভূবোপদ	
একবচন	পচতে	পচসে	পচে
বহুবচন	পচতে	পচবহে	পচামহে

		পঞ্চমী	
		পরস্তসপ্দ	
একবচন	পচতু	পচ, পচাহি	পচামি
বহুবচন	পচতু	পচথ	পচাম
		অন্তনোপদ	
একবচন	পচতং	পচস্তু	পচে
বহুবচন	পচতং	পচব্বহো	পচামসে
		সপ্তমী	
		পরস্তসপ্দ	
একবচন	পচেয়	পচেয়্যাসি	পচেয়ামি
বহুবচন	পচেয়ং	পচেয়্যাথ	পচেয়াম
		অন্তনোপদ	
একবচন	পচেৱ	পচেৱো	পচেয়ং
বহুবচন	পচেৱং	পচেয়্যাব্বহো	পচেয়ামহে
		অজ্জতী	
		পরস্তসপ্দ	
একবচন	অপচি, পচি	অপচি, পচি	অপচিং, পচি
বহুবচন	অপচিংসু, পচিংসু	অপচিথ, পচিথ	অপচিম্হা, পচিম
		অন্তনোপদ	
একবচন	অপচা	অপচিসে	অপচং
বহুবচন	অপচু	অপচিবহং	অপচিম্হে
		ত্রিসস্তি	
		পরস্তসপ্দ	
একবচন	পচিসস্তি	পচিসস্তি	পচিস্মামি
বহুবচন	পচিসস্তি	পচিস্সথ	পচিস্মাম
		অন্তনোপদ	
একবচন	পচিস্সতে	পচিস্সসে	পচিস্সং
বহুবচন	পচিস্সত্তে	পচিস্সবহো	পচিস্সম্হ

√গম = যাওয়া (to go)

	পরস্তসপ্দ	
	বন্ধুমানা	
একবচন	পঠঘ পুরিসো	মজুক্ষিম পুরিসো
বহুবচন	গচ্ছতি	গচ্ছসি
	গচ্ছত্তি	গচ্ছথ

		পঞ্চমী	
একবচন	গচ্ছতু	গচ্ছ, গচ্ছাই	গচ্ছামি
বহুবচন	গচ্ছন্তু	গচ্ছথ	গচ্ছাম
		সপ্তমী	
একবচন	গচ্ছেয্য	গচ্ছেয্যাসি	গচ্ছেয্যামি
বহুবচন	গচ্ছেয়ুং	গচ্ছেয্যাথ	গচ্ছেয্যাম
		অজ্ঞতনী	
একবচন	গচ্ছি, অগচ্ছি	গচ্ছি, অগচ্ছি	গচ্ছিঃ
বহুবচন	গচ্ছিন্দু	গচ্ছিথ	গচ্ছিম্হা
		ভবিস্মস্তি	
		অন্তলোপদ	
একবচন	গচ্ছিস্মস্তি	গচ্ছিমস্মসি	গচ্ছিস্মসামি
	গমিস্মস্তি	গমিস্মসি	গমিস্মসামি
বহুবচন	গচ্ছিস্মস্তি	গচ্ছিস্মস্থ	গচ্ছিস্মসাম
	গমিস্মস্তি	গমিস্মস্থ	গমিস্মসাম

ঠ = তিট্টতি = দাঁড়ান (to stand)

	পঠম পুরিসো	মজুমিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
		বন্ধমানা	
একবচন	তিট্টতি	তিট্টসি	তিট্টামি
বহুবচন	তিট্টত্তি	তিট্টথ	তিট্টাম
	পঞ্চমী		
একবচন	তিট্টতু	তিট্ট, তিট্টাই	তিট্টামি
বহুবচন	তিট্টত্তু	তিট্টথ	তিট্টাম
	সপ্তমী		
একবচন	তিট্টেয্য	তিট্টেয্যাসি	, তিট্টেয্যামি
বহুবচন	তিট্টেয়ুং	তিট্টেয্যাথ	তিট্টেয্যাম
	অজ্ঞতনী		
একবচন	তিট্টিঃ, অট্টাসি	তিট্টিঃ, অট্টাসি	তিট্টিঃ, অট্টাসিঃ
বহুবচন	তিট্টিসু, অট্টাসু	তিট্টিথ, অট্টাসিথ	অট্টাসিম্হা, তিট্টিম্হা
	ভবিস্মস্তি		
একবচন	ঠস্মস্তি	ঠস্মস্তি	ঠস্মসামি
	তিট্টিস্মস্তি	তিট্টিস্মসসি	তিট্টিস্মসামি
বহুবচন	ঠস্মস্তি	ঠস্মস্থ	ঠস্মসাম
	তিট্টিস্মস্তি	তিট্টিস্মস্থ	তিট্টিস্মসাম

দা = দদাতি - দেওয়া (to give)

		বস্তুমালা	
একবচন	দেতি, দদাতি	দদাসি	দদামি
বহুবচন	দদাতি	দদথ	দদাম
		পদ্ধতিমী	
একবচন	দদাতু	দদ, দদাহি	দদামি
বহুবচন	দদাতু	দদথ	দদাম
		সম্ভূতিমী	
একবচন	দদেয়	দদেয়াসি	দদেয়ামি
বহুবচন	দদেয়ং	দদেয়াথ	দদেয়াম
		অজ্ঞাতনী	
একবচন	দদি, অদাসি	দদিং, অদাসিং	
বহুবচন	দদিংসু, অদাসু	দদিংথ, অদাসিথ	দদিংমহা, অদাসিমথ
		ভবিস্মস্তি	
একবচন	দস্মতি; দদিস্মস্তি	দস্মসি, দদিস্মসি	দস্মামি, দদিস্মসামি
বহুবচন	দস্মতি, দদিস্মস্তি	দস্মথ, দদিস্মথ	দস্মাম, দদিস্মসাম

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। অ-কারাত্ত পুঁলিঙ্গ শব্দবিভক্তির আকৃতিগুলো লেখ ।
- ২। নিম্নের শব্দগুলোর সকল বিভক্তি ও বচনে পূর্ণরূপ লেখ :
বৃদ্ধ; সখা; মুনি; মণ্ডী; লতা; নদী; ফল ।
- ৩। আ-কারাত্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের আকৃতিগুলো লেখ ।
- ৪। আধ্যাতিক বিভক্তি কত প্রকার ও কী কী? সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও ।
- ৫। বচন ও পুরুষভেদে আধ্যাতিক বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও ।
- ৬। ধাতু বিভক্তির পরস্মস্পদ (কর্তৃবাচ্য) এর আকৃতি অবিকল উন্মৃত কর ।
- ৭। নিষ্ঠালিখিত ধাতুগুলোর কর্তৃবাচ্যে পূর্ণরূপ লেখ :
ঝুঁটু; ঘুচ; ঘুম; ঘঠা; ঘদা ।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ১। পালিতে বিভক্তি কত প্রকার ও কী কী?
- ২। ই-কারাত্ত পুঁলিঙ্গ শব্দের একবচনে ও বহুবচনে বিভক্তির আকৃতিগুলো লেখ ।
- ৩। পালিতে ‘দণ্ডী’ শব্দের পদ্ধতিমী ও যষ্টী বিভক্তির রূপগুলো লেখ ।
- ৪। বর্তমান কালের ক্রিয়াবিভক্তি কীভাবে গঠিত হয়? উদাহরণ দাও ।
- ৫। কালাতিপত্তি বলতে কী বোঝা?
- ৬। ঘুর্গম ধাতুর বর্তমান কালের রূপ লেখ ।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও:

১। সম্মোধন পদকে পালিতে কী বলে?

- | | | | |
|----|--------|----|---------|
| ক. | আরাধনং | খ. | আলাপনং |
| গ. | লেপনং | ঘ. | অধিকরণং |

২। অ-কারাণ্ট পুঁজিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে আকৃতি কোনটি?

- | | | | |
|----|-----|----|-----|
| ক. | আ | খ. | এভি |
| গ. | এসু | ঘ. | অং |

৩। ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয় তার নাম কী?

- | | | | |
|----|------------------|----|-----------------------|
| ক. | ক্রিয়াবিভক্তি | খ. | শব্দবিভক্তি |
| গ. | আখ্যাতিক বিভক্তি | ঘ. | প্রত্যয়যুক্ত বিভক্তি |

৪। আদেশ ও আশীর্বাদ অর্থে ধাতুর উত্তর কোন বিভক্তিযুক্ত হয়?

- | | | | |
|----|--------|----|---------|
| ক. | পঞ্চমী | খ. | ষষ্ঠী |
| গ. | সপ্তমী | ঘ. | বর্তমান |

৫। 'তৎ' পদটি কোন পুরুষ?

- | | | | |
|----|-------------|----|-------------|
| ক. | উত্তম পুরুষ | খ. | মধ্যম পুরুষ |
| গ. | প্রথম পুরুষ | ঘ. | উভয় পুরুষ |

৬। 'গচ্ছতি' কোন কালের ক্রিয়া?

- | | | | |
|----|---------|----|--------------|
| ক. | বর্তমান | খ. | অতীত |
| গ. | ভবিষ্যৎ | ঘ. | যাত্মান অতীত |

৭। 'পরস্পরপদ' বলতে কী বোঝায়?

- | | | | |
|----|------------|----|-----------------|
| ক. | কর্তৃবাচ্য | খ. | কর্মবাচ্য |
| গ. | ভাববাচ্য | ঘ. | কর্ম-কর্তৃবাচ্য |

৮। অনুনোদনের উদাহরণ কোনটি?

- | | | | |
|----|-------------------|----|--------------------|
| ক. | অহং চন্দং পস্সামি | খ. | মহং হসাম পস্সামিতি |
| গ. | অহং পচিস্সামি | ঘ. | ম্যা চন্দো দিস্সতে |

নবম অধ্যায়

অসমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়া পরিসমাপ্তি বা শেষ নির্দেশ করে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। অসমাপিকা ক্রিয়া দুভাবে গঠিত হয়।

১। ত্বা প্রত্যয় (Gerund)

ধাতুর উত্তর ত্বা, য প্রত্যয় যোগ করে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে Gerund বলে। এ জাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়া দুটি ঘটনার ওপর নির্ভরশীল। যেমন- বাড়ি এসে আমি তাকে দেখলাম- ঘরং আগত্বা অহং তং পস্তিং। এ অসমাপিকা ক্রিয়া বাংলায় ‘ইয়া’ (যাইয়া, গিয়ে) এবং ইংরেজিতে 'ing' (going) থাকে। এ সমস্ত অসমাপিকা ক্রিয়াই পালিতে ‘ত্বা’ প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়।

ক. ত্বা প্রত্যয় যোগে (Gerund)

$\sqrt{\text{গম}} = \text{গত্বা}$; $\sqrt{\text{পচ}} = \text{পচত্বা}$; $\sqrt{\text{লভ}} = \text{লভত্বা}$, লদ্বা; $\sqrt{\text{দা}} = \text{দত্বা}$; $\sqrt{\text{নি}} = \text{নেত্বা}$; $\sqrt{\text{ভুজ}} = \text{ভুত্বা ইত্যাদি}$;

খ. য প্রত্যয় যোগে :

$\sqrt{\text{কম}} = \text{কম্বে}$; $\sqrt{\text{গম}} = \text{গম্বে}$; $\sqrt{\text{চিন্ত}} = \text{চিন্তিয়ে}$; $\sqrt{\text{ভুজ}} = \text{ভুজেয়ে}$ ।

২। তুং (তুম) প্রত্যয় (Infinitive)

ধাতুর সাথে তুং, তুন, তাবে, তুয়ে এবং তায়ে প্রত্যয় যোগ করে ওহ্বরহরহৰাব গঠিত হয়। বাংলায় ‘আসতে’, ‘আনতে’ এবং ইংরেজিতে 'to come', 'to bring' প্রভৃতি যে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে সেগুলো পালিতে ‘তুং’ প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়।

যেমন- সে জল আনতে নদীতে গেল = সো উদকৎ আনেতুং নদিযং গচ্ছ।

ক. তুং প্রত্যয় যোগে :

$\sqrt{\text{পচ}} = \text{পচতুং}$; $\sqrt{\text{সু}} = \text{সোতুং}$; $\sqrt{\text{ছিদ}} = \text{ছিন্দিতুং ইত্যাদি}$ ।

খ. তাবে, তুয়ে এবং তায়ে প্রত্যয়যোগে :

$\sqrt{\text{দা}} = \text{দাতবে}$; $\sqrt{\text{মর}} = \text{মরিতুয়ে}$; $\sqrt{\text{দিস}} = \text{দক্ষিতায়ে}$ ।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

ধাতুর উত্তর অস্ত, মান, তক্ব ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। এটা বিশেষ্য পদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ তিন প্রকার। যথা - (১) বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (২) অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ; (৩) ভবিষ্যৎ ক্রিয়াবাচক বিশেষণ।

১। বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

ধাতুর সঙ্গে অস্ত, মান, আন, অং ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন-

$\sqrt{\text{পচ}} - \text{পচৎ}, \text{পচত্ব}; \sqrt{\text{ভু}} - \text{ভবৎ}, \text{ভবত্ব}; \sqrt{\text{কর}} - \text{করৎ}, \text{করত্ব}; \sqrt{\text{পা}} - \text{পিবৎ}, \text{পিবত্ব}; \sqrt{\text{গম}} - \text{গচ্ছৎ}, \text{গচ্ছত্ব}; \sqrt{\text{দা}} - \text{দদমান}, \text{দদত্ব}; \sqrt{\text{সু}} - \text{সুণমান}, \text{সুত্বান}।$

২। অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ত, তবস্তু, তাৰী প্রত্যয় ধাতুৰ সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠিত হয়। যথা-

$\sqrt{\text{নহা}}$ - এগত; $\sqrt{\text{জী}}$ - জীত; $\sqrt{\text{ভৃ}}$ - ভৃত; $\sqrt{\text{ভূজ}}$ - ভূত; $\sqrt{\text{বুধ}}$ - বুদ্ধ; $\sqrt{\text{চর}}$ - ছিন্ন; $\sqrt{\text{মৱ}}$ - মত; $\sqrt{\text{দন}}$ - দন্ত; $\sqrt{\text{ভুজ}}$ - ভৃত্তা; $\sqrt{\text{জি}}$ - জিত্তা; $\sqrt{\text{হু}}$ - হৃত্তা।

৩। ভবিষ্যত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

উচিত অৰ্থে ধাতুৰ উত্তৰ তবৰ, অনীয়, য ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়ে ভবিষ্যত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। যথা-

'তৰ' প্রত্যয়যোগে- $\sqrt{\text{হা}}$ - হাতবৰ; $\sqrt{\text{দা}}$ - দাতবৰ; জি- জ্বেতবৰ; $\sqrt{\text{ভৃ}}$ - ভবিতবৰ।

'য' প্রত্যয়যোগে- $\sqrt{\text{ভুজ}}$ - ভুজ; $\sqrt{\text{ভিজ}}$ - ভিজ; $\sqrt{\text{পো}}$ - পেষ্য; $\sqrt{\text{দা}}$ - দেষ্য।

'আনীয়' যোগে- $\sqrt{\text{পুজ}}$ - পুজীয়; $\sqrt{\text{পচ}}$ - পচনীয়; $\sqrt{\text{কৰ}}$ - কৰণীয়; $\sqrt{\text{গম}}$ - গমনীয়।

কারক

করোতি কিৱিয়ৎ নিষ্পত্তা 'দেতী' তি কারকং।

যা ক্রিয়াৰ কাৰ্য নিষ্পত্তু কৱতে সাহায্য কৱে তাকে কাৰক বলে।

কাৰক ছয় প্ৰকাৰ। যথা- কৰ্তা (কস্তা); কৰ্ম (কম); কৱণ (কৱণ); সম্প্ৰদান (সম্প্ৰদান); অপাদান (অপাদান); এবং অধিকৱণ (ওকাস)।

১। কৰ্ত্ত কাৰক (কস্তা কাৰক)

যো করোতি সো কস্তা।

যে ক্রিয়া সম্পাদন কৱে সে কৰ্তা।

যথা- ৱামো গচ্ছতি = রাম যায়।

মাতা পুত্ৰং পঠযতি = মা ছেলেকে পড়াছেন।

২। কৰ্ম কাৰক (কম কাৰক)

যং করোতি তং কমং।

কৰ্তাৰ ক্রিয়াৰ দ্বাৰা যা হয় তাকে কৰ্ম কাৰক বলে। যথা- সো ভুত্তং ভুঞ্জতি = সে ভাত খাচ্ছে।

৩। কৱণ কাৰক (কৱণ কাৰক)

যেন বা কথিৱতে তং কৱণং।

যার দ্বাৰা কৰ্তাৰ ক্রিয়া নিষ্পত্ত হয় তাকে কৱণ কাৰক বলে। যথা- সো ফৱসুনা রূক্খং ছিন্দতি = সে কুঠারেৰ সাহায্যে বৃক্ষ ছেদন কৰছে। সো নেতৃত্বে চন্দং পস্ততি = সে চক্ৰ দ্বাৰা চন্দ্ৰ দেখছে।

৪। সম্প্ৰদান কাৰক (সম্প্ৰদান কাৰক)

যস্ম দাতুকামো রোচতে বা ধাৰযতে বা তৎ সম্প্ৰদানং। কৰ্তা যাকে দান কৱতে ইচ্ছা কৱেন, যার প্ৰতি কৰ্তাৰ রূচি উৎপন্ন হয় এবং যার নিকট কৰ্তা ঝণগ্ৰস্ত তাকে সম্প্ৰদান কাৰক বলে। যথা- ভিক্খুস্ম অনুং দেহি = ভিক্ষুকে অনু দান কৰ।

৫। অপাদান কারক (অপাদান কারক)

যস্মা দপেতি ভয়ং আদতে বা তদ অপাদানং ।

যা থেকে ভয়, গমন, ভীতি উৎপন্ন হয়, তাকে অপাদান কারক বলে । যথা- রুক্খস্মা পততি ফলং = বৃক্ষ থেকে ফল পড়ছে ।

৬। অধিকরণ কারক (ওকাস)

যে ধারো তৎ ওকাসং ।

যা ক্রিয়ার আধার তাকে অধিকরণ কারক বলে । যথা- আকাসে বিহগা বিচরণি = পাথিরা আকাশে বিচরণ করে ।

বিভক্তিভেদ

বিভক্তিভেদ (Case endings)

যার দ্বারা কারক সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় তাকে বিভক্তি বলে । বিভক্তি দ্বারা কারকের পার্থক্য নির্ণয় করা যায় । কিন্তু কারক ও বিভক্তি এক নয় । একই বিভক্তি কারকে ব্যবহার করা যায় । তার ফলে কারকের পরিবর্তন হয় না ।
বিভক্তি সাত প্রকার : যথা- প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী ।

প্রথমা বিভক্তি (পঠমা বিভক্তি)

- ১। লিঙ্ঘথে পঠমা- লিঙ্ঘার্থে শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয় । যথা- বৃদ্ধ, কঞ্চঞ্চ (কন্যা); ফলং ।
- ২। কুরু চ- কৃত্তকারকে পঠমা বিভক্তি হয় । যথা- দারকো রোদতি ।
- ৩। করণ-কম্মে- কর্মবাচ্যে কর্মে পঠমা বিভক্তি হয় । যথা- বুদ্ধেন দেসিত ধন্মো = বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্ম ।
- ৪। নামাদিযোগে - নাম প্রভৃতি অব্যয় যোগে পঠমা বিভক্তি হয় । যথা - পসনেন্দি নামকো রাজা কোশল রট্টে রজ্জং
করি = প্রসেনেজিং নামে এক রাজা কোশল রাজ্যে রাজত্ব করতেন ।

দ্বিতীয়া বিভক্তি (দুতিয়া বিভক্তি)

- ১। কমানি দুতিয়া - কর্ম কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় । যথা -দাসো কমং করোতি ।
- ২। কালঙ্কানং অচ্ছন্ত সংযোগে - কাল স্থানের সঙ্গে কোন দ্রব্য, গুণ বা ক্রিয়ার নিরিড় সম্পর্কে বোঝালে সেই
কাল বা পদবাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় । যথা - থেরো মাসং ঝাযতি । = স্থবির একমাস ধরে ধ্যান
করছেন ।
- ৩। কম্পপৰচনযুক্তে - কর্মপৰচনীয় পদের প্রয়োগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় । এটা অনু, পতি, পরি, অভি- ভাগ, সহ ও
হীন অর্থে প্রযৃক্ত হয় । যথা - পৰবতং অনু বায় = পৰবতের দিকে বায় প্রবাহিত হচ্ছে ।
- ৪। গতি - বুদ্ধি- ভূজ- পঠ- হর- করস্যা দীনং কারিতে বা- গতিবোধক, বুদ্ধি বোধক এবং ভূজ, মঠ, হর, কর, সর
ইত্যাদি ধাতু নিজস্ত হলে নিজস্ত ক্রিয়ার কর্ম বিকল্পে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় । যথা- মাতা পুত্ৎং বিজ্জালয়ং
গমযতি = মাতা পুত্রকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করছেন ।
- ৫। কৃচি দুতিয়া ছট্টিনং অর্থে - ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে কখনও কখনও শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় । যথা- তৎ
থো পন ভগবন্তং এবং কল্যাণো কিন্তিসদ্বো অববৃগ্গতো = সেই ভগবানের এ রকম সুবাশ উদ্ধিত হয়েছে ।

তৃতীয়া বিভক্তি (তত্ত্বিয়া বিভক্তি)

- ১। করণে তত্ত্বিয়া - করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - সো পাদাসা গচ্ছতি = সে পায়ে হাঁটছে।
- ২। কর্তৃরিচ - কর্ম ও তাৰ বাচ্যে কৰ্তৃকাৱকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - শাকখাতো ভগবতা ধৰ্মা = ভগব কৰ্তৃক ধৰ্ম সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যাত হয়েছে।
- ৩। সহাদিবোগে চ - সহ, অলং, কিং, সুন্ধিৎ, বিনা ইত্যাদি শব্দেৱ যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - পিতা পুত্রেনসহ গচ্ছতি = পিতা পুত্ৰেৱ সংগে যাচ্ছে।
- ৪। হেতু অৰ্থে চ - হেতু অৰ্থে এবং হেতু শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা - সীলেন সুন্ধিৎ হোতি = শীলেৱ ঘাৱাৰ শুন্ধ হয়।

চতুৰ্থী বিভক্তি (চতুৰ্থী বিভক্তি)

- ১। সম্প্রদানে চতুৰ্থী - সম্প্রদান কারকে চতুৰ্থী বিভক্তি হয়। যথা - সো ভিক্খুস্স চীবৱং দদাতি = সে ভিক্ষুকে চীবৱ দান কৰছে।
- ২। আৱোচনাথে - জ্ঞাপনার্থে চতুৰ্থী বিভক্তি হয়। যথা- আমস্ত্যামি বো ভিক্খু = হে ভিক্ষুগণ, আপনাদেৱ আহবান কৰছি।
- ৩। নিমিত্তথে বা তদন্তে - নিমিত্ত বা তদন্তৰাচক শব্দেৱ উত্তৰ চতুৰ্থী বিভক্তি হয়। যথা - ভিক্খু ভিক্খায চৱতি = ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য বিচৱণ কৰছেন।
- ৪। অলংকৰণে - নিষ্প্রয়োজন বা সমকক্ষ অৰ্থে অলং শব্দ যখন প্ৰযুক্ত হয় তখন চতুৰ্থী বিভক্তি হয়। যথা - মল্লো মল্লস্স অলং।

পঞ্চমী বিভক্তি (পঞ্চমী বিভক্তি)

- ১। অপাদানে পঞ্চমী - অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- কুক্খস্মা ফলং পততি = বৃক্ষ থেকে ফল পড়ছে।
- ২। হেতুন্ত্বে - হেতু অৰ্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা - কেন হেতুনা তঁ ইধাগতো = কিসেৱ জন্য তুমি এখানে এসেছ।
- ৩। দিসাবোগে - দিকবাচক শব্দযোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। অবীচিতো উপৱি = অবীচি নৱকেৱ উপৱে।
- ৪। অক্ষ্যাল - কাল - নিম্যানে - স্থান ও কালেৱ পৱিত্ৰি নিৰ্গয় কৱতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- ততো পট্টায তে নিহতমানা অহেসুং = তখন থেকে তাৱা হতমান হল।

ষষ্ঠী বিভক্তি (ছট্টী বিভক্তি)

- ১। সামিনিং ছট্টী - স্বামী বা সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা - রঞ্জেণ্ড্রা সাসনং = রাজাৰ আদেশ।
- ২। নিদ্যারণে ষষ্ঠী - একাধিক ব্যক্তি বা বস্তু হতে একটিৱ উৎকৰ্ষ বা অপকৰ্ষ অবধারণ কৱাকে নিৰ্ধাৱণ বলে। নিৰ্ধাৱণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা - পসুনং সীহো সুৱতমো = পশুদেৱ মধ্যে সিংহ অধিক সাহসী।
- ৩। অনাদৱে চ - অনাদৱ বা অবজ্ঞা বুৱালে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- সো রোদন্তস্স দারকস্স পৰবজি। ছেলেটিৱ কুন্দন সত্ত্বেও তিনি প্ৰব্ৰজ্যা গ্ৰহণ কৱলেন।
- ৪। তত্ত্বিয়া সপ্তমীঝ - তৃতীয় ও সপ্তমীৰ অৰ্থে কখনও কখনও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা - পুপফস্স বুন্ধং পূজেতি = ফুল দিয়ে বুন্ধ পূজা কৱা হয়।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। কারক কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার কারকের উদাহরণ দাও।
- ২। অসমাপিকা ক্রিয়া কীভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা সহ উদাহরণ দাও।
- ৩। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও।
- ৪। কী কী অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়? বিস্তারিত আলোচনা কর।
- ৫। সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও :

নামাদিযোগে, কর্তৃর চ; আরোচনাথে; নিষ্পারণে ছট্টী; নিমিত্তথে বা তদথে; হেতুথে; করণ-কম্বে।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ১। 'ত্তা' প্রত্যয় কিভাবে গঠিত হয়? উদাহরণ দাও।
- ২। বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর।
- ৩। সম্প্রদান কারক কাকে বলে উদাহরণ সহ বল।
- ৪। কম্মানি দুতিয়া বলতে কী বোঝ?
- ৫। চতুর্থ বিভক্তি প্রয়োগের চারটি উদাহরণ দাও।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (✓) টিক দাও :

- ১। অসমাপিকা ক্রিয়া কোনটি?

ক.	গচ্ছতি	খ.	আগমিংসু
গ.	ধান্দত্তা	ঘ.	কম্ব

- ২। বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণের উদাহরণ কোনটি?

ক.	পচত	খ.	শেয়
গ.	করণীয়	ঘ.	ছিল

- ৩। কর্তৃ কারকের উদাহরণ কোনটি?

ক.	সো গচ্ছতি	খ.	নেতেন চন্দং পস্সতি
গ.	রূক্খস্মা পততি ফলং	ঘ.	বুদ্ধেন ইঘং দেসিতো

- ৪। কারক কত প্রকার?

ক.	চার	খ.	পাঁচ
গ.	ছয়	ঘ.	সাত

- ৫। 'ভিক্ষুস্স অঘং দেহি'। - এটা কোন কারকের উদাহরণ?

ক.	করণ	খ.	সম্প্রদান
গ.	অপাদান	ঘ.	অধিকরণ

দশম অধ্যায়

অনুবাদ

পালি অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষায় প্রচলিত নিয়মগুলো রাস্কিত হয়েছে। তবে প্রয়োগে স্বাতন্ত্র্য আছে। কাল, কারক, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, বাক্য বিন্যাস-প্রণালী, বাচ্য প্রভৃতি পালি ব্যাকরণের নিয়মাবলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে পালি অনুবাদ শুল্করূপে করা সম্ভব নয়। তোমরা ওপরের শ্রেণীতে পালি ব্যাকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। এখানে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য কাল ও কারক সম্পর্কীয় অনুবাদের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

বাংলার মত পালিতেও কাল তিনটি। যথা - বর্তমান কাল (বস্তমান); অতীত কাল (অজ্ঞতনী) ও ভবিষ্যত কাল (ভবিস্সন্তি)। ভাব বোঝাতেও পঞ্চমী ও সপ্তমীর ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়। এছাড়া, বচন ও পুরুষভোদে ও ক্রিয়াবিভক্তির ক্লপাত্তর ঘটে।

কিভাবে কাল ও কারক ঘটিত বাংলা বাক্যের অনুবাদ করতে হয় তা বিস্তারিত অন্তর্ম ও নবম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্পত্তিযোজন। তোমরা বাংলা বাক্যের পালি অনুবাদ করার সময় ধাতু বিভক্তি ও কারক বিভক্তিতে দেখে নেবে। নিম্নে নমুনা স্বরূপ কাল ও কারক সম্পর্কীয় বাংলাসহ পালি অনুবাদ দেওয়া হল :

কাল

বর্তমান কাল (বস্তমান)

চন্দ্ৰ রাত্ৰিকালে কিৱণ দেয় = চন্দ্ৰে রাত্তিৎ আভাতি। স্ত্ৰী লোকেৱা নদীতে স্নান কৰছে = ইথিযো নদিযং নহাতি।
ছাত্ৰেৱা পাঠ অভ্যাস কৰছে = অভ্যৱাসিকা তেসং পাঠং পঠন্তি।

সপ্তমী

চেষ্টা কৰলে কৃতকাৰ্য হতে পারবে = সচে ত্বং সম্যা বাযামং কৱেয্যাসি সফলং ভবেয্যাসি।
তোমাৰ প্ৰত্যহ বিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত = ত্বং অনুদিবসং বিজ্ঞালযং গচ্ছেয্যাসি।

পঞ্চমী

এখন তুমি বাঢ়ি যেতে পার = ইদানি ত্বং গোহং গচ্ছ।
আবৰ্জনাগুলো ফেলে দাও = কচবৰানি ছড়েছি।

অতীত কাল (অজ্ঞতনী)

তুমি আমাৰ সাথে মিৰ্খ্যা বলেছ কেন? = কিং ত্বং ময়া সম্বিং মুসা ভণি?
আচাৰ্য তাদেৱ ঝগড়া নিষ্পত্তি কৱে দিলেন = আচৱিৰো তেসং বিবাদং সমাপ্তি।

ভবিষ্যত কাল (ভবিস্সন্তি)

তিনি আজ বাঢ়ি আসবেন = সো অম্হাকং গোহে অজ্ঞং আগচ্ছিসন্তি।

কারক

কর্তৃকারক

রামো দয়ালু নরো ভবতি = রাম দয়ালু লোক ছিলেন।

দারকা অয়ে খাদন্তি = বালকেরা আমগুলো খাচ্ছে।

কর্মকারক

আচরিযো সিসৎ ওবদতি = আচার্য শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন।

অহং মচ্ছমৎসৎ ন ভুঞ্গমি = আমি মাছ মাংস খাই না।

করণ কারক

সো হথেন কমাং করোতি = সে হাত দিয়ে কাজ করে।

পিতা পুত্রেনসহ গচ্ছতি = পিতা পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রদান কারক

দারিকা পিপাসিতস্ম উদকং দদতি = বালিকা তৃষ্ণার্তকে জল দিচ্ছে।

অমচ্ছো রঞ্জেণ্ড্র আরোচেনি = অমাত্য রাজাকে নিবেদন করলেন।

অপ্রদান কারক

বোধিসত্ত্ব মাতুকুছিম্হা নিক্ষমি = বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্ঠান্ত হলেন।

উপজ্বায়া অন্তধায়তি সিস্মো = শিষ্য উপাধ্যায় থেকে প্রদায়ন করল।

অনুশীলনী

১। পালিতে অনুবাদ করঃ

- (ক) তিনি গতকাল বাঢ়ি গিয়েছেন।
- (খ) অনাথপিডিক শ্রেষ্ঠী জেতবন বিহার দান করেন।
- (গ) মাতাপিতাকে মান্য করবে।
- (ঘ) অনুমাদ উন্নতির পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ।
- (ঙ) ভিক্ষুরা সংঘারামে বাস করেন।
- (চ) তুমি কার ভয়ে ভীত?
- (ছ) ছেলেরা ছুটাছুটি করছে।
- (জ) ভিক্ষু-সংঘকে পিতৃ দাও।
- (ঝ) তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন।
- (ঞ) আমরা তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলাম।



**সুস্থ খাবার খাই
সুস্থ সর্বশ খীরন পাই।**

শ্রীর সুস্থ খাবার জন্য ব্যবস, লিঙ্গ ও কাজের ধরন অনুসৃতী প্রতিমিনাই আমাদের হাতটি শুষ্টি উপাদান এহশ নিচিত করতে হবে। অপুটিকে প্রতিষ্ঠত করার জন্য সুস্থ খাবার গ্রহণ করত্বপূর্ণ। সুস্থ খাবার আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও দেহ-স্ফুরকে সুস্থ সর্বশ করে গড়ে ফুলতে সহজতা করে।



বিদ্যার মতো বঙ্গ নাই

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য